www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201905
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা, ২৭ মাঘ – ৩ ফাল্গুন, ১৪২৪ ঃ ১০ ফেব্রুয়ারি – ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 16, 10 February - 16 February, 2018 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা–১২৪
মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ছাত্রমন যে ক্রমশ অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠছে ফের তার

প্রমাণ মিলল। উত্তরপূর্ব দিল্লির একটি স্কুলে সহপাঠীদের মারে মৃত অবস্থায় নবম শ্রেণির এক ছাত্রকে উদ্ধার করা হল স্কুলের শৌচাগার থেকে। মর্মান্তিক ঘটনা সন্দেহ নেই।

রবিবার : ফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে চতুর্থবার

অনূর্ধ্ব ১৯ ক্রিকেটে বিশ্বকাপ জয় করল ভারত। এই কৃতিত্ব অর্জন করে ভারত দেখিয়ে দিল নতুন প্রজন্মের হাত ধরে আরও অনেকদিন ক্রিকেটে রাজত্ব করবে তারা।

সোমবার : কাশ্মীর সীমান্তে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর বিনা

প্ররোচনায় পাক হামলা অব্যাহত। পুঞ্চ ও রাজৌরি জেলায় পাক সেনার গুলিতে ফের প্রাণ দিলেন চার ভারতীয় সেনা। বারবার একটানা হামলায় ক্রমেই শিথিল হয়ে আসছে ভারতের ধৈর্য্য।

মঙ্গলবার : গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান, গঙ্গা মিশন সবই ব্যর্থ।

গাঙ্গেয় সভ্যতার ভারতীয়দের আত্মহত্যার প্রবণতা যে এতে কমেনি তা বলে দিল বেলুড়। গঙ্গার প্রতি ভালোবাসা দূরে থাক দূষিত রাসায়নিক সিলিন্ডার ফেলা হল গঙ্গায়। গ্যাসে অসুস্থ মানুষ।

বুধবার : বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্র–শিক্ষক সম্পর্ক কতটা কলুষিত

হতে পারে শিক্ষককে চড় মেরে দেখিয়ে দিলেন রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের এক উচ্চশিক্ষিত ছাত্র। শাসকদলের ছত্রছায়ায় লালিত হচ্ছেন বলেই নাকি তিনি এখনও বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পুলিশ অভিযোগ পেয়েও নির্বিকার। হয়ত কারো নির্দেশের অপেক্ষায়।

বৃহস্পতিবার : নাসা বা ইসরো নয়। এই প্রথম বেসরকারি সংস্থা

স্পেস এক্স সংস্থার উদ্যোগে তারামানব–কে সঙ্গে নিয়ে মহাকাশে পাড়ি দিল পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী রকেট ফ্যালকন হেভি। পৃথিবীর কক্ষপথে ১ লক্ষ ৪০ হাজার পাউন্ড পর্যন্ত পাঠাতে সক্ষম মহাকাশযানটি।

শুক্রবার : গভীর রাতে নারীদের নিরাপত্তা ছিল কল্লোলিনী

কলকাতার গর্ব। আজ তা ধুলোয় গড়াগড়ি। অপরাধেও ক্রমশই প্রথম সারিতে উঠে আসছে সংস্কৃতির পীঠস্থান এই শহরটি। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে দীর্ঘ পুলিশি নিষ্ক্রিয়তাই এর জন্য দায়ী বলে মনে করছে শহরবাসী।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

জোড়া নির্বাচনের পদধ্বনি

তৃণমূল বাউন্ডারি হাঁকালেও এখনও ব্যাকফুটে বিজেপি

পার্থসারথি গুহ

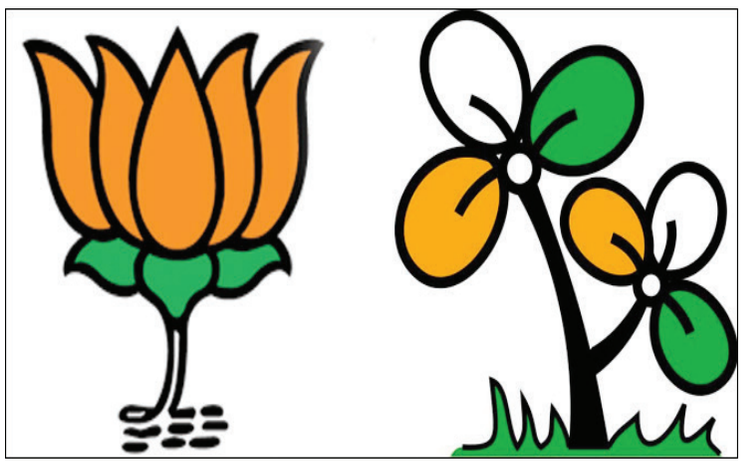

রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দামামা ইতিমধ্যেই বাজিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বস্তুত আর ৩–৪ মাসের মধ্যে রাজ্য প্রত্যক্ষ করতে চলেছে এই গ্রামীণ ভোট প্রক্রিয়া। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে হাবেভাবে বোঝানো হচ্ছে ২০১৯–এর লোকসভা নির্বাচন তারা এগিয়ে আনতে চান। সেক্ষেত্রে এবছরের শেষের দিকে উৎসব পর্ব মিটলে হয়তো লোকসভা ভোট অনুষ্ঠিত হতে পারে। মুখে বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচন একসঙ্গে সম্পন্ন করার কথা বললেও আসলে যে কেন্দ্র ব্যাকফুটে গিয়েই এই সিদ্ধান্ত নিতে চাইছে তা জলের মতো পরিস্কার। শেষপর্যন্ত যদি লোকসভা ভোট এ বছরের শেষে নাও হয়, তাও ২০১৯ তো তা আর কেউ আটকাতে পারবে না। এখন প্রশ্ন হল পঞ্চায়েত ও লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের হালফিলের অবস্থান কেমন তা একটু মেপে দেখা যাক।

রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটে ফের শাসক তৃণমূলের আধিপত্য দেখা যাবে এটা জলবৎ তরলং–এর মতো পরিস্কার। শুধু নিজেদের বিভিন্ন কর্মসূচির সফল রূপায়ণের জন্যই নয়, জেলায় জেলায় কিভাবে ভোটটা করতে হয় সেটাও অধুনা তৃণমূলি 'কমরেডরা' বেশ ভালোই বুঝে গিয়েছেন।

তার প্রমাণ অতি সম্প্রতি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে রাজ্যবাসী বিভিন্ন উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে। তবে এটাও ঠিক নিজেদের সংগঠন দ্রুত হারে বিস্তার করেই এই ভোট–জাদুকাঠির চাবি খুঁজে পেয়েছে ঘাসফুল ব্রিগেড। একসময়ের মুকুল রায়ের হাত ধরে যে অঙ্কুরোদগম ঘটেছে তার ব্যাটন এখন চলে গিয়েছে অন্য অনেক নেতার হাতে। এক একজন অর্জুন সিং, অনুব্রত মণ্ডলের মতো দাপুটে নেতারাই এখন সে কাজ সেরে দিচ্ছেন অবলীলাক্রমে। ফলে পঞ্চায়েত ভোটে রাজ্যে এক নম্বর স্থান যে তৃণমূল পাচ্ছে তা মোটের ওপর নিশ্চিত। শুধু তাই নয়, জেলা পরিষদ,পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত সব জায়গা থেকেই শাসক দলের গাদাগুচ্ছের প্রার্থী যে জিততে চলেছেন তাও সাফ বোঝা যাচ্ছে। আর এখনকার প্রবণতা অনুযায়ী সিপিএমকে পিছনে ফেলে বিজেপি যে দ্বিতীয় হতে চলেছে তাও মোটের ওপর পরিস্কার।

কিন্তু আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বর্তমান শাসক বিজেপির অবস্থা কিন্তু ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে। সেজন্যই এখন থেকে ভোট এগিয়ে আনার দাবি উঠছে বিজেপি জুড়ে। কারণ সাম্প্রতিক একটি জাতীয় সমীক্ষা বলছে যে এই মুহূর্তে নির্বাচন হলে পদ্মের ঝুলিতে যাবে ৩০০–র সামান্য বেশি আসন। এই অঙ্ক কষে সময় থাকতে থাকতে তা সেরে নিতে চাইছে মোদী–অমিত জুটি। কারণ রাজস্থান, ছত্তিশগড়, কর্নাটক, মধ্যপ্রদেশ, ত্রিপুরার বিধানসভা নির্বাচন শেষ করে লোকসভায় গেলে হয়তো অনেকটা দেরি হয়ে যেতে পারে। যার জেরে আপাত সামান্য জল–হাওয়া পেয়ে চাঙ্গা হয়ে ওঠা 'অচল' ঘোড়া কংগ্রেস তথা তাঁদের অবিসংবাদী নেতা রাহুল গান্ধি ভালো ফল করে দিতেও পারে। ফলে হৎকম্পন যে বিজেপির বাড়ছে এই প্রেক্ষিতে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

৪ জেলায় জঙ্গি তৎপরতা

বুদ্ধগয়ার বিস্ফোরণে এ রাজ্যের জঙ্গি যোগ

কুনাল মালিক

সম্প্রতি বিহারের বুদ্ধ গয়ায় বিস্ফোরণে জড়িত পশ্চিমবঙ্গের দুই জেএমবি জঙ্গিকে কলকাতা পুলিশের এসটিএফ গ্রেফতার করেছে। তারা হল পয়গম্বর শেখ ও জামিরুল শেখ। তাদের বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলায়।

বিস্ফোরক তৈরির সামগ্রীও মিলেছে তাদের কাছে। এই ঘটনায় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতর নড়ে চড়ে বসেছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর এ রাজ্যের মুর্শিদাবাদ, হাওড়া এবং দুই ২৪ পরগনায় আবার নতুন করে জেহাদি জঙ্গি তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। জামাত উল মুজাহিদিন, আনসারউল্লা বাংলা টিম এবং বাংলাভাষী আইএস জঙ্গি সংগঠন যৌথভাবে তাদের জেহাদি কর্মসূচি রূপায়ণে তৎপর হয়েছে। সূত্রের খবর এই চারটি জেলায় ১০–১২ জনের ছোট ছোট মডিউল খুলে জেহাদি সংগঠন বাড়ানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ওপার বাংলা থেকে জেহাদি জঙ্গি নেতারা সীমান্ত এলাকার অবৈধ মাদ্রাসাগুলোতে আত্মগোপন করে বেকার যুবকদের দেশ বিরোধী কাজে মগজ ধোলাই করছে। ওই সূত্র জানাচ্ছে জেহাদি মহিলাবাহিনী গড়তে প্রশিক্ষিত মহিলাদের কাজে লাগাচ্ছে জেহাদি সংগঠন। পূর্বে বর্ধমানের খাগড়াগড় কাণ্ডে আবরা এই রকম মহিলা ব্রিগেডের সন্ধান পেয়েছি। মুর্শিদাবাদ ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সীমান্ত এলাকায় জঙ্গি আবার জাল নোট ও অবৈধ চোরাচালানের ফাঁদ বিছিয়েছে। কিছুদিন আগেই সীমান্ত এলাকায় জাল নোট সহ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

ধৃত জঙ্গিদের জেরা করে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা নানা চাঞ্চল্যকর তথ্য পাচ্ছে। এ রাজ্যের কোথাও নাশকতার ছক কষেছিল জঙ্গিরা এমনই সন্দেহ করছে পুলিশ। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক যৌথভাবে জঙ্গি মোকাবিলায় নানা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চলেছে।

ধুলো ঝড়ে টাকি রোড যেন উন্নয়নের নামে নির্যাতন

অরবিন্দ রায়চৌধুরী : রাজ্যে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে মাথায় রেখে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তার সেই নির্দেশকে কার্যত প্রায় থোড়াই কেয়ার করেন সংশ্লিষ্ট নেতৃত্ব ও প্রশাসন, তা বোঝা যায় উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার অন্যতম ব্যস্ততম টাকি রোডের অবস্থা দেখলে। বারাসত থেকে বেড়াচাঁপা পর্যন্ত প্রায় ২০ কিলোমিটার রাস্তা সম্প্রসারণের কাজে হাত দিয়েছেন জেলার পূর্ত বিভাগ। প্রায় পাঁচ মাস আগে এই কাজে হাত দেওয়া হয়। কিন্তু দ্রুত তা শেষ করা তো দূর অস্ত, বরং রীতিমতো শ্লথ গতিতে তা চলার ফলে স্থানীয় মানুষের ও মন্ত্রী সাধারণের প্রায় নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়। টাকি রোডের পার্শ্বস্থ এলাকায় যাদের ঘর বাড়ি তারা অসহনীয় ধুলোর মধ্যে দিন যাপন করছেন। এই রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য প্রথম পর্বের কাজ ঠিক হয়েছে বারাসত থেকে বেড়াচাঁপা পর্যন্ত। কিন্তু সম্প্রসারণের নামে সেখানে যেন বইছে ধুলোর ঝড়, বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। সম্প্রতি দ্রুত রাস্তা সংস্কারের কাজ শেষ করার দাবিতে, ধুলো এবং গাড়ির ধোয়ায় বিপর্যস্ত কয়েকশো স্থানীয় মানুষ টাকি রোডের গোলাবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় রাস্তা অবরোধ করেন। সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তারা। পুলিশ এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে ধুলো রোধে পর্যাপ্ত জল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় অবরোধ ওঠে। সূত্রের খবর, এই সমস্যাজনিত কারণে গত দুই সপ্তাহের মধ্যে একাধিকবার টাকি রোড অবরোধ করেন স্থানীয় মানুষ। কিন্তু প্রতিবাদ বিক্ষোভ ও রাস্তা অবরোধের মতো ঘটনা ঘটলেও অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি। এমনইতেই টাকি রোডের অবস্থা ছিল বেহাল। প্রায়শই ছোট–বড় বিভিন্ন দুর্ঘটনা লেগেই ছিল। তার উপর এই রাস্তা সম্প্রসারণ যেন

গোদের উপর বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে, বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। বাসিন্দারা জানান, এখনতো প্রায় প্রতিদিনই বড় বড় মালবোঝাই ট্রাক উল্টে পড়ছে। ঢিমেতালে কাজ ও লাগামছাড়া ধুলোর জেরে কার্যত প্রায় ঘরবন্দী হয়ে আছেন বাসিন্দারা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত জলের গাড়ি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জলের গাড়ি পাঠানো হলেও পর্যাপ্ত জল না থাকায় কার্যত ধুলো ঝড়ের অবসান হয়নি। জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, 'ঢিমে তালে কাজ হচ্ছে এমন অভিযোগ কেউ করেন নি। বিষয়টা জানলাম। দ্রুত কাজ শেষ করার জন্যে বলা হবে।' জেলার পূর্ত দফতরের বাস্তুকার রাজা চট্টোপাধ্যায় বলেন, বারাসত থেকে বসিরহাট পর্যন্ত রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু বারাসত থেকে কদম্বগাছি পর্যন্ত এলাকা জুড়ে প্রচুর বিদ্যুতের খুঁটি রয়েছে। সেগুলো না সরানো পর্যন্ত কাজের গতি বাড়ানো যাচ্ছে না।' এদিকে স্থানীয় মানুষ দ্রুত কাজ শেষ করার দাবিতে সোচ্চার। তাদের আশঙ্কা এই ধুলোয় স্থানীয় বহু মানুষই শ্বাসকষ্ট জনিত রোগের শিকার হতে পারেন ভবিষ্যতে। এমনটা হলে তার দায়ভার কে নেবে, এহেন প্রশ্নও তুলেছেন তারা। তাদের মন্তব্য উন্নয়নের নামে এ এক অসহনীয় নির্যাতন ছাড়া কিছু নয়।

ডায়মন্ড হারবারে পণের দাবিতে আত্মঘাতী বধূ

আনিস উদ্দিন মোল্লা, ডায়মন্ড হারবার : বছর কয়েক আগে সুশান্ত সর্দারের সাথে বিয়ে হয় উস্তির একতারার বাসিন্দা পল্লবী সর্দারের। বিয়ের সময় পাত্রীপক্ষের কাছে পণের দাবি করেন ডায়মন্ড হারবারের বোড়িয়ার বাসিন্দা পাত্র সুশান্ত সর্দার।

চাহিদা মতো পাত্রীপক্ষ পাত্র সুশান্ত সর্দারের পণের দাবি মেটান। বিয়ের কিছুদিন পর স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির লোকজন আবারও পণের দাবিতে অত্যাচার শুরু করে পল্লবীর উপর। শ্বশুর বাড়ির সব অত্যাচার মুখ বুঝে সহ্য করে সংসার করত পল্লবী। এরই মাঝে পর পর দুই কন্যা সন্তানের মা হয় সে। দুই কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়াতে স্বামী সুশান্তের অত্যাচার দিনের পর দিন লাগামহীন হয়ে ওঠে পল্লবীর উপরে। বার বার পল্লবীকে বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য মারধর করত স্বামী সহ শ্বশুর বাড়ির লোকজন।পল্লবীর সুখের কথা ভেবে তার বাপের বাড়ির লোকজন বহুবার জামাই সুশান্তকে টাকা দেয়। সম্প্রতি ৫০ হাজার টাকা চেয়েপল্লবীকে চাপ দিতে থাকে স্বামী সুশান্ত সর্দার। শ্বশুর বাড়িতে তার উপর হওয়া অত্যাচারের কথা পল্লবী নিরুপায় হয়ে বাপের বা।রি লোকজনকে জানায় । এরপর পল্লবীর কথা শুনে তার বাপের বাড়ির লোকজন

স্বামী সুশান্ত সর্দারকে অনুরোধ করে শান্তিতে সংসার করার জন্য। কিন্তু ঘটনাটি ঘটে তার উল্টোই। গত শনিবার পল্লবিকে তার স্বামী ও শ্বশুর বা।রি লোকজন মিলে মুখে বালিশ চাপা দিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু পল্লবীর আর্তচিৎকারে আশেপাশের লোকজন এসে তাকে উদ্ধার করে । পরে পল্লবী তার দুই কন্যা রিঙ্কি সর্দার(৩) ,রিমি সর্দার(১) কে বাড়ি থেকে বের করে দেয় শ্বশুর বাড়ির লোকজন। দুই কন্যা সন্তানকে নিয়ে বাপের বাড়িতে ওঠে পল্লবি। গত মঙ্গলবার সুশান্ত সর্দার ও তার বাবা পল্লবীর বাপের বাড়িতে।

গিয়ে পল্লবীকে কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করে অপমান করে বলে অভিযোগ। স্বামী ও শ্বশুর–এর করা অপমান সহ্য করতে না পেরে বুধবার দুপুরে নিজের পরিহিত শাড়ির ফাঁস গলায় লাগিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করে পল্লবী। তা দেখতে পেয়ে পল্লবীর বৌদি চিৎকার শুরু করে। আশেপাশের বাড়ি থেকে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে আশঙ্কাজনক অবস্থায় পল্লবীকে উদ্ধার করে ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করে। এদিন সন্ধ্যায় হাসপাতালের চিকিৎসকেরা পল্লবিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পর আত্মঘাতী পল্লবী সর্দারের মা শ্যামারানী সর্দার মেয়ের স্বামী সহ শ্বশুর বাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে উস্তি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। ঘটনার পর থেকে পল্লবীর স্বামী সহ শ্বশুর বাড়ির লোকজন পলাতক। পুলিস ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বিশ্ব জয় করে ঘরের ছেলে ঈশান পোড়েল চন্দননগরে ফিরে ।ভাসলেন ভালোবাসার জোয়ারে। –নিজস্ব চিত্র

রুটিন মাফিক রুজি–রোজগারের ভ্যালেন্টাইন্স যাপন

মেহেবুব গাজী, ডায়মন্ড হারবার : বছরের হাতে গোনা কয়েকটা দিন বাদ দিলে প্রতিদিনের রুটিন একই থাকে দম্পতির। ভোরের আলো ফোটার আগে অন্ধ পাত্র দম্পতি চলে আসেন ডায়মন্ড হারবার স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। তারপর বাংলা–ইংরেজি মিলিয়ে প্রায় দশ রকম সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন বিক্রি করাই ওঁদের প্রতিদিনের রুটিন। প্রায় দশ বছর আগে নিরুপায় হয়ে শুরু করেছিলেন পথচলা। তারপর থেকে রুটিনে আর ছেদ পড়েনি। কিন্তু যৌবনে ফেলে আসা আবেগ তাড়িত মুহূর্ত আজ রবিবার ভ্যালেনটাইনস ডে–তে দু'জনে একান্তে রোমন্থন করলেও কাজে কোন বিরাম থাকে না। আসলে 'ভালোবাসার' জন্য যে একটা আলাদা দিন আছে, তা তাঁরা মানতে রাজি নন। আরও কঠিন করে তাঁর বলেন, 'এসব দিন নিয়ে ভেবে কি হবে। খেটে তো খেতে হবে, তাই ভাবিও না।'

ডায়মন্ড হারবার পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মাধবপুর গোপালদাস পাড়ার বাসিন্দা বছর চুয়ান্নর শশধর পাত্র ও তাঁর স্ত্রী বছর চুয়াল্লিশের সুমনা পাত্র। বাড়িতে শশধরের বৃদ্ধা মা আছেন। অভাবের সংসারে কয়েক বছর আগেই একমাত্র মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। আদতে কলকাতার বাসিন্দা শশধর মাত্র চার বছর বয়সে কঠিন অসুখে পড়েন। সেই অসুখ থেকে বেঁচে ফিরলেও চিরতরের জন্য দৃষ্টিহীন হয়ে যান

শশধর। তারপর টালিগঞ্জ এলাকায় একটি ব্লাইন্ড স্কুলে পড়াশুনা। সেখানে নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া। অন্যদিকে সুমনা জন্মান্ধ। টালিগঞ্জের স্কুলে পড়ার সময় শশধর ও সুমনার আলাপ হয়। সেই আলাপ থেকে ঘর বাঁধার স্বপ্ন। পরে সুমনা মাধ্যমিক পাশ করেন। দু'জনেই পরবর্তী সময়ে চলে আসেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রমে। সেখানে বছর দুই থাকার পর পাকাপাকি ভাবে ঘর বাঁধেন শশধর ও সুমনা। বৃদ্ধা মা ও দৃষ্টিহীন স্ত্রী সুমনাকে নিয়ে শশধর চলে আসেন ডায়মন্ড হারবারে। কয়েক বছরের মধ্যে এক সুস্থ কন্যা সন্তানের জন্ম দেন তারা। পরবর্তী সময়ে কন্যা সন্তানের বিয়ে দিয়েছেন পাত্র দম্পতি। কিন্তু প্রথম দিকে পায়ে হেঁটে এলাকায় এলাকায় ঘুরে বিভিন্ন জিনিস ফেরি করে জীবন সংগ্রাম শুরু করলেও বছর দশেক আগে পাকাপাকিভাবে সংবাদপত্র বিক্রির কাজ শুরু করেন। নিজেদের কাজে শশধর ও সুমনা একে অপরকে সাহায্য করেন। নিজেদের কাজের সময় নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়াও খুব ভালো। শশধর যখন স্টল সামলান, তখন সুমনা খালি গলায় প্ল্যাটফর্মে হেঁকে হেঁকে বিক্রি করেন সংবাদপত্র। টাকা–পয়সার হিসেবের সমস্যা হলে সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতাদের থেকে জেনে নেন তারা। সারাদিনে মেরেকেটে ৮০ থেকে ৯০ টাকা উপার্জন তাদের। কিন্তু কম উপার্জনেও আক্ষেপ নেই তাদের পাত্র দম্পতি খুব উদাসভাবে বলেন, 'আমরা চোখে দেখতে পাই না। কিন্তু স্টেশনে ও ট্রেনে যুবক–যুবতী, তরুণ–তরুণীদের অনেক কথা আমাদের কানে আসে। তখন আমাদের ফেলে আসা দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। এমনকি কাগজ বিক্রির ফাঁকে অনেক সময় মনে হয় তারাওআমাদের মত ঘর বাঁধতে চলেছে। তখন বুঝি ভালোবাসার আলাদা গুরুত্ব।'

Alipur Barta: 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 16, 10 February - 16 February, 2018

বাজেটকে ছুতো করে ছোটখাটো কারেকশন সেরে নিচ্ছে শেয়ারবাজার

পার্থসারথি গুহ

বহুদিন ধরেই একটা উপলক্ষ্য খুঁজছিল ভারতের শেয়ার বাজার। কি সেই উপলক্ষ্য? না, একটানা এবছরের বেশি সময় ৩ হাজার পয়েন্ট ও ১২ হাজার পয়েন্ট বাড়ার পর মিস্টার নিফটি ও শ্রীযুক্ত সেনসেক্স যে একটু বিশ্রাম নেবে তা খুবই স্বাভাবিক। যাকে পোশাকি ভাষায় কারেকশন বলা হয়ে থাকে। কিন্তু কোথায় কি, কিছুতেই সেই বহু প্রতীক্ষিত কারেকশন আর জায়গা করে নিতে পারছিল না। যাকে বলে বাজারের সংশোধন হওয়া নিয়ে একেবারে নাকাল হচ্ছিল ব্যাকরণ মেনে কাজ করা বিনিয়োগকারীরা। সেই অধরা কারেকশন শেষ পর্যন্ত এল। তাও কিভাবে? না, বাজেটের হাত ধরে আপাতত একটা কারেকশনের কালো মেঘ ছেয়ে এসেছে ভারতের শেয়ার বাজারে। এটা কি দীর্ঘস্থায়ী হবে, না বুল মার্কেটের ধর্ম মেনে ক্ষণিকের জন্য অবস্থান করবে তা জানতে হলে নিশ্চিতভাবে আগামী এক সপ্তাহ খুব মনোযোগ দিয়ে বাজারকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এখনও পর্যন্ত এটাই বলা যায়, ১১ হাজারের ওপর থাকা নিফটি ও ৩৬ হাজারের ওপর পা নাচাতে থাকা সেনসেক্স বাজেটের অব্যবহিত পর থেকে জোর ধাক্কা খেয়ে প্রায় ৬০০ পয়েন্ট মতো নিচে এসেছে। হতে পারে আরও ৩-৪ শো পয়েন্ট ইধার-উধার হল। সেক্ষেত্রেও ১০ হাজার নিফটির পক্ষে ভাঙা একরকম অসম্ভব বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। আসলে হঠাৎ করেই কেন্দ্রীয় বাজেটে দীর্ঘমেয়াদে শেয়ার বিক্রির ওপর যে ১০ শতাংশ কর লাগু করা হচ্ছে সেটা হজম করতেই সমস্যা হচ্ছে শেয়ার বাজারের। তার মানে এই নয় যে এর জন্য একেবারে 'গেল গেল' রব উঠবে। কয়েকদিন গেলেই এই অস্থিরতা কেটে ফের ভারতের অর্থ বাজার ঘুরে দাঁড়াবে বলে আশা বিশেষজ্ঞের। আর এভাবে চলতে থাকলে আগামী ১ বছরে শেয়ার বাজার নিফটির নিরিখে পৌঁছে যেতে পারে ১৩ হাজারে।

হ্যাঁ, এই কারেকশন বলতে বাজারের সার্বিক সংশোধনীর কথাই বলা হচ্ছে। ১১ হাজারের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা নিফটির সামনে কারেকশনের কথা বলতেও কেমন যেন ধৃষ্টতা মনে হচ্ছে,তাই না। ঘটনা হল, কারেকশন তো হতেই হবে। আজ না হয় কাল। ফের একবার ১১ হাজার হয়ে হবে না আগে এটাই লাখ টাকার প্রশ্ন। অতীত অভিজ্ঞতা বলছে অনেক সময়ই তীরে এসে তরী ডোবার ঘটনা ঘটেছে ভারতের অর্থ বাজারে। অর্থাৎ আপনি ভাবলেন এই নিফটি ৯ হাজার হয়ে গেল, তো দেখা গেল ওভারনাইট পতনের হাত

অর্থনীতি

ধরে তাই প্রায় হাজার পয়েন্ট নিচে চলে এসে বড়মাপের সংশোধনী তৈরি করে দিল। এবারে যে তা ঘটবে না, সেটা কী আগে থেকে বলা যায়। ১১ হাজারের কাছাকাছি চলে আসা নিফটি হয়তো এই সংশোধনীর হাত ধরে ১০ শতাংশ নিচে এসে ৯৮০০-৯৯০০ হয়ে উঠতে পারে। যদিও বিশেষজ্ঞদের একটা অংশ এখনও বলে চলেছেন কারেকশন মানে ৫-৬ শতাংশের বেশি কিছুতেই হবে না। বড়মাপের সংশোধনীতে যেতে এখনও নিফটিকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। কথা হচ্ছিল ওষুধ নিয়ে। তা মার্কেট কারেকশন যদি নিফটিকে ১০ হাজারের কাছে নিয়ে আসে তখন হয়তো দেখা যাবে ফার্মা সেক্টর আর তেমন পড়ছে না। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে যে সব ফার্মা কাউন্টার তাদের ৫২ সপ্তাহ 'লো'কে ছুঁয়েছে তারা হয়তো আর ৫-৭ শতাংশ নিচে আসতে পারে। তার থেকে বেশি নিচে আসা মুশকিল বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

সামনেই তো তরতাজা উদাহরণ রয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শেয়ারের ব্যাপারে। এইসব পিএসইউ ব্যাঙ্কিং শেয়ারের দাম একসময় যে জায়গায় চলে এসেছিল তাকে খাদের কিনারা বললে বোধহয় উপযুক্ত হবে। অথচ দেখা গেল এখন সেসব পিএসইউ ব্যাঙ্কের শেয়ারই প্রায় দ্বিগুণ বা তার চেয়ে বেশি হয়ে উঠেছে। একই কথা প্রযোজ্য তলানিতে চলে যাওয়া মেটাল সেক্টরের ক্ষেত্রেও। এটাই এই বাজারের মজা।

যখন সবাই খালি কেনার কথা বলবে তখন নীরবে আপনার লগ্নি উঠিয়ে নিতে হবে, প্রয়োজনে সুইচ ওভার করতে হবে। আর যখন কোনও সেক্টর নিয়ে দুনিয়াশুদ্ধু সবাই বেয়ারিশ হয়ে উঠবেন, তখন সন্তর্পণে তাতে লগ্নি শুরু করতে হবে। যেটা এখন করতে হবে ফার্মা বা ধাতুর শেয়ারের ক্ষেত্রে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১০ ফেব্রুয়ারি – ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

মেষ : স্নেহ, প্রেম-প্রীতি বিষয়ে শুভ হলেও বাধা আছে। পরিবেশ পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে থাকবে। ব্যবসা বাণিজ্যে সাফল্য ও অগ্রগতির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় শুভ ফল লাভ করার যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে সুনাম, যশ বজায় থাকবে।

বৃষ : বুদ্ধির ভুল করবেন না। চঞ্চলতার জন্য শিক্ষায় মন বসতে চাইবে না। আর্থিক বিষয়ে কিঞ্চিৎ বাধার সৃষ্টি হবে। গৃহ-ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে মিশ্র ফল পাবেন। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য হানির সম্ভাবনা।

মিথুন : মাথা গরম না করে সংযত হয়ে চলার চেষ্টা করুন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। স্নেহ-প্রীতি লাভে সাফল্যের যোগ। শরীর ভালো যাবে না। কিন্তু কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য বজায় থাকবে। ফলে সম্মান পাবেন।

কর্কট : শিল্পীদের পক্ষে সময়টি শুভ ফলদায়ক। কারোর দায়িত্ব উপযাচক হয়ে নিতে যাবনে না। গৃহ-ভূমি সম্পর্কিত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মিশ্রফল পাবেন। ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বাধা কিঞ্চিৎ থাকলেও সাফল্য পাবেন।

সিংহ : গুহ্যদেশের পীড়ায় অনেকে কষ্ট পাবেন। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। কিন্তু সঞ্চয়ে বাধা। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। কর্মস্থলে শত্রুরা নানা রকম ঝামেলার সৃষ্টি করবে।

কন্যা : নানারকম ঝামেলা ঝঞ্ঝাটের মধ্য দিয়ে আপনাকে চলতে হবে। গৃহ-ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্বের ঝামেলা ঝঞ্ঝাট অনেকটাই মিটে যাবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। বন্ধু প্রীতি বিঘ্নিত।

তুলা : বেকরত্বের অবসান হবে। আত্মীয়দের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে হবে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে সফলতার যোগ রয়েছে। বুদ্ধির ভুলে ভাগ্যোন্নতির পথে বাধা আসবে।

বৃশ্চিক : আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। বাধা কিঞ্চিৎ থাকলেও সাফল্য পাবেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে সাফল্যের যোগ রয়েছে। পিতার পক্ষে সময়টি শুভদায়ক। অর্শ বা আমাশয়ে কষ্ট পেতে পারেন। ভ্রমণে যেতে পারেন।

ধনু : লেখাপড়ায় মনের মত ফল লাভ করবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় এবং স্নায়ুসংক্রান্ত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ভাই-বোনদের সাহায্য লাভ করবেন। আর্থিক বিষয়ে বাধার সৃষ্টি হবে। তাসত্ত্বেও আপনি অর্থ উপার্জন করতে সমর্থ হবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ দেখা দেবে।

মকর : মনের উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষায় সাফল্য ও অগ্রগতির যোগ রায়ছে। আর্থিক বিষয়ে ভাল ফল পেতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হবে। সন্তান সন্ততি বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। মাথার যন্ত্রণায় ও চোখের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থলে সুনাম ও যশ বজায় থাকবে।

কুম্ভ : খুব চিন্তা ভাবনা করে যে কোনও কাজে অগ্রসর হতে হবে। আত্মীয় স্বজনদের থেকে সতর্ক থাকবেন। লেখাপড়ায় সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। যকৃত সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। মাতার শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন।

মীন : জলপথে ভ্রমণে যাবেন না। দায়িত্বমূলক কাজগুলি ঠিকমতো করতে পারবেন। গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় উন্নত মানের ফল পাবেন না। পতি-পত্নীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে। বন্ধুবান্ধবদের প্রলভনে পড়বেন না দূরত্ব বজায় রাখবেন কারণ তাদের দ্বারা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

রাজ্য পুলিশের আবগারি বিভাগে ১৬১ সাব-ইনস্পেক্টর

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবগারি বিভাগে ১৬১ জন সাব ইনস্পেক্টর নেমে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড। মহিলারাও আবেদনের যোগ্য, তাঁরা নিয়োগ পাবেন লেডি সাব-ইনস্পেক্টর পদে।

মোট শূন্যপদ : ১৬১টি (সাধারণ ৬২, সাধারণ-ই সি ২৫, তফসিলি জাতি ২৮, তফসিলি জাতি-ইসি ৭, তফসিলি উপজাতি ৯, তফসিলি উপজাতি-ই সি ১, ওবিসি-এ ১৪, ওবিসি-ইসি ৩, ওবিসি-বি ১০, ওবিসি-বি-ইসি ২)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে-কোনও শাখায় স্নাতক। তাছাড়া প্রার্থীকে বাংলা বলতে, পড়তে ও লিখতে জানতে হবে (নেপালিভাষীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)।

দৈহিক মাপজোক : উচ্চতা : পুরুষদের ক্ষেত্রে অন্তত ১৬৭ সেমি (গোর্খা, রাজবংশী এবং তফসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ১৬০ সেমি)। মহিলাদের ক্ষেত্রে অন্তত ১৬০ সেমি (গোর্খা, রাজবংশী এবং তফসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ১৫৫ সেমি)। বুকের ছাতি পুরুষদের ক্ষেত্রে অন্তত ৫ সেমি ফুলিয়ে ৭৯ সেমি (গোর্খা, রাজবংশী এবং তফসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ৭৬ সেমি)। ওজন : পুরুষদের ক্ষেত্রে অন্তত ৫৬ কেজি (গোর্খা, রাজবংশী এবং তফসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ৫২ কেজি)। মহিলাদের ক্ষেত্রে অন্তত ৪৮ কেজি (গোর্খা, রাজবংশী এবং তফসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ৪৫ কেজি)।

বয়স : ১-১-২০১৮ তারিখে ২০ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫ এবং ওবিসিরা ৩ বছরের বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ৭,১০০-৩৭,৬০০ টাকা। গ্রেড পে ৩,৯০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে প্রিলিমিনারি লিখিত পরাক্ষা, দৈহিক মাপজোক যাচাই, দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা, ফাইনাল লিখিত পরীক্ষা এবং পার্সোন্যালিটি টেস্টের মাধ্যমে। সবশেষে মেডিক্যাল এক্সামিনেশন। মনে রাখবেন, প্রিলিমিনারি পরীক্ষা শুধু একটি স্ক্রিনিং টেস্ট। এতে পোওয়া নম্বর চূড়ান্ত প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য গণ্য হবে না। এই পরীক্ষায় সফল হলে পরবর্তী পরীক্ষাগুলি দেওয়ার ছাড়পত্র মিলবে। ফাইনাল পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ে প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতেই চূড়ান্ত মেধাতালিকা তৈরি হবে।

প্রিলিমিনারি লিখিত পরীক্ষায় অবজেকটিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে জেনারেল নলেজ অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, ভাষা, ইংরেজি, এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্স এবং রিজনিং বিষয়ে। প্রতিটি বিষয়ে থাকবে ২০ টি করে প্রশ্ন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ২। পরীক্ষার সময়সীমা ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট। নেগেটিভ মার্কিং আছে। দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে ৩ মিনিটে ৮০০ মিটার (মহিলাদের ক্ষেত্রে ২ মিনিটে ৪০০ মিটার) দৌড়।

দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা ফাইনাল লিখিত পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবেন। ফাইনাল লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে তিনটি পত্রে। প্রথম পত্রে থাকবে জেনারেল স্টাডিজ (৫০ নম্বর), লজিক্যাল অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল রিজনিং (২৫ নম্বর) এবং অ্যারিথমেটিক (২৫ নম্বর) বিষয়ক প্রশ্ন। সময়সীমা ২ ঘন্টা। দ্বিতীয় পত্রে থাকবে ইংরেজি (৫০ নম্বর) বিষয়ক প্রশ্ন। সময়সীমা ১ ঘন্টা। তৃতীয় পত্রে ৫০ নম্বরের প্রশ্ন হবে সংশ্লিষ্ট ভাষা (বাংলা বা নেপালি) বিষয়ে। সময়সীমা ১ ঘন্টা।

লিখিত ফাইনাল পরীক্ষার মেধাতালিকা অনুযায়ী নির্বাচিত প্রার্থীদের ডাকা হবে পার্সোন্যালিটি টেস্টের জন্য।

দরখাস্ত করা যাবে অনলাইন-অফলাইন উভয় পদ্ধতিতেই। অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.policewb.gov.in অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ৪ মার্চ। প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। মনে রাখবেন অনলাইন আবেদনের সময় জেপিজি ফর্ম্যাটে স্ক্যান করা প্রার্থীর রঙিন পাসপোর্ট মাপের ফটো (১০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে, অবশ্যই সাদা রঙের ব্যাকগ্রাউন্ড হতে হবে) এবং ১.৭×৯.২ সেমি মাপের সই (৫ থেকে ২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত সাবমিট করার পর ইউনিক অ্যাপ্লিকেশন সিরিয়াল নম্বর সহ এটির একটি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে প্রয়োজন হবে।

কাজের খবর

অফলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে। দরখাস্তের বয়ান যথাযথভাবে পূরণ করে 'সেভ অ্যান্ড ডাউনলোড'-এ ক্লিক করলে অ্যাপ্লিকেশন সিরিয়াল নম্বর ও বার-কোড সহ পূরণ করা দরখাস্তটি দেখা যাবে। এটি প্রিন্ট আউট নেবে। এই প্রিন্ট আউটটি পাঠাতে হবে।

এছাড়াও পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড স্বীকৃত সহজ মিত্র কেন্দ্রের মাধ্যমে অনলাইন বা অফলাইন দরখাস্ত করতে পারেন। অনলাইন দরখাস্তের ক্ষেত্রে ২৩ টাকা এবং অফলাইন দরখাস্তের ক্ষেত্রে ১০ টাকা সার্ভিস চার্জ হিসাবে দিতে হবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ২৭০ টাকা (পশ্চিমবঙ্গের তফসিলি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কেবল প্রসেসিং ফি বাবদ ২০ টাকা)। অনলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে ফি জমা দেওয়া যাবে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিং বা ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ বাবদ দিতে হবে অতিরিক্ত ৫ টাকা। ফি জমা দিয়ে পাওয়া ই-রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। অনলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে ফি জমা দেওয়া যাবে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার চালানের মাধ্যমেও। চালান ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ লাগবে। চালান ডাউনলোড করার ২টি কাজের দিনের পর ফি জমা দিতে হবে ইউবিআই-এর যে কোনও ব্রাঞ্চে।

অফলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে ফি জমা দেওয়া যাবে ই-পেমেন্ট সুবিধাযুক্ত যে কোনও পোস্ট অফিসে, ইন্ডিয়া পোস্ট চালানের মাধ্যমে। ফি দিতে হবে 'West Bengal Police Recruitment Board'-এর অনুকূলে। এক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ বাবদ অতিরিক্ত ১০ টাকা দিতে হবে। ফি জমা দিয়ে পাওয়া রিসিপ্টটি দরখাস্তের প্রিন্ট আউটের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দেবেন। এছাড়াও ডাউনলোড করে নেওয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার চালানের মাধ্যমেও ফি জমা দেওয়া যাবে। এক্ষেত্রে ফি জমা দিয়ে পাওয়া চালানের রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের অংশটি দরখাস্তে সেঁটে দেবেন।

অফলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে ফি জমা দেওয়ার নথি-সহ পূরণ করা দরখাস্তের প্রিন্ট আউট ৩২×২২ সেমি মাপের খামে ভরে পাঠিয়ে দেবেন এই ঠিকানায় : Chairman, West Bengal Police Recruitment Board, Araksha Bhaban, 5th Floor, Block-DJ, Sector-II, Salt Lake City, Kolkata-700 091. দরখাস্ত পৌঁছনোর শেষ তারিখ ৪ মার্চ। দরখাস্ত ভরা খামের ওপর এই নিয়োগের নাম (Recruitment to the post of Sub-Inspector/Lady Sub-Inspector of Excise-2018), পদের নাম (Sub-Inspector/Lady Sub-Inspector) এবং অ্যাপ্লিকেশন সিরিয়াল নম্বর লিখবেন।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট। প্রয়োজনে যে কোনও কাজের দিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল সাড়ে ৫টার মধ্যে (শনিবার দুপুর ২টোর মধ্যে) যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে : ৮০১৩০-৩৩৩০০/৮০১৩০-৩৩৩২২। আগ্রহীরা দেখতে পারেন এই ওয়েবসাইটও : www.excise.wb.gov.in

শব্দবার্তা ৬৫

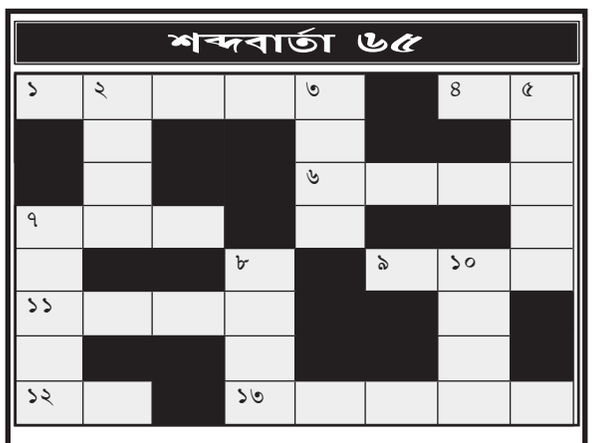

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। শহরের মধ্যে ৪। মাছের — ৬। কনিষ্ঠা ভগিনী ৭। হাতে কাটা মোটা বস্ত্র বিশেষ ৯। অবগুণ্ঠন ১১। জিনিসের দাম ও কেনাবেচার নিষ্পত্তি ১২। উদ্ধার, পরিত্রাণ ১৩। মঙ্গল করে এমন, সর্ব মঙ্গলের আধার, পরমেশ্বর।

উপর-নীচ

২। যথাসাধ্য, খুব বেশি হলে ৩। সৈন্য, ফৌজ ৫। রন্ধনে যা বেশি হলে ঝালে তা মুখে দেওয়া যায় না ৭। ক্রেতা ৮। জাঁকজমক, ঘটা ১০। বড়ো গাছ, বনস্পতি।

সমাধান : শব্দবার্তা ৬৪

পাশাপাশি : ১১। সাধুপুরুষ ৪। তক্কা ৫। সাধ্বস ৬। যবস্থব ১০। নমস্কার ১২। তলব ১৩। ফেলা ১৪। পল্লবঘন।

উপর-নীচ : ১। সাধু সাবধান পুষ্পাসব ৩। ষড়যন্ত্র ৪। তটস্থ ৭। বংশীবদন ৮। পরন্তপ ৯। মতলব ১১। মহলা।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

রেলে ৬২ হাজার গ্রুপ-ডি

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা আইটিআই পাশ বা অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৬২,৯০৭ জন গেটম্যান, পোর্টার, পয়েন্টসম্যান, ট্র্যাক মেন্টেনার (গ্রেড-ফোর) ও হেল্পার নেবে রেল। দেশজুড়ে বিভিন্ন রেল ও রেল-ইউনিটে নিয়োগ হবে। এক লপ্তে এত বেশি সংখ্যক শূন্যপদে নিয়োগ স্মরণাতীত কালে আর হয়নি। হেল্পার নিয়োগ হবে রেলের ইলেক্ট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং, সিগন্যাল ও টেলিকমিউনিকেশন বিভাগে। একযোগে প্রার্থী বাছাই করবে কলকাতা-সহ দেশের মোট ১৬টি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা আইটিআইয়ের ট্রেড কোর্স পাশ। যারা আইটিআই ট্রেডে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং নিয়েছেন তাঁরাও আবেদন করতে পারবেন। আইটিআইয়ের যে কোনও ট্রেড থেকেই আবেদন করা যাবে। ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট এনসিভিটি কর্তৃক স্বীকৃত হতে হবে। আইটিআই ট্রেড সার্টিফিকেট এনসিভিটি অথবা এসসিভিটি কর্তৃক স্বীকৃত হতে হবে।

বয়স : ১-৭-২০১৮ তারিখে ১৮ থেকে ৩১ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলি, ওবিসি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতন : ১৮,০০০ টাকা (কেন্দ্রীয় সরকারের সপ্তম পে কমিশনের লেভেল-ওয়ান পে ম্যাট্রিক্স অনুসারে), সঙ্গে প্রযোজ্য ভাতা। এই নিয়োগের সেন্ট্রালাইজড নোটিস নম্বর ০২/২০১৮। প্রার্থী বাছাই হবে কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষার ফি সাধারণ এবং ওবিসি ক্যাটেগরির পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫০০ টাকা। সমস্ত ক্যাটেগরির মহিলা প্রার্থী এবং তফসিলি জাতি ও উপজাতি, দৈহিক প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী, রূপান্তরকামী, সংখ্যালঘু এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ২৫০ টাকা। পরীক্ষায় বসলে ফি-এ ছাড় পাওয়া এই প্রার্থীদের ফি বাবদ প্রদেয় এই ২৫০ টাকা ফেরত পাবেন।

অনলাইনে নেট ব্যাঙ্কিং বা ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে।

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া বা পোস্ট অফিসের চালানের মাধ্যমেও ফি জমা দেওয়া যাবে। চালান ডাউনলোড করা যাবে আর আর বি-র ওয়েবসাইট থেকে।

১২ মার্চ পর্যন্ত অনলাইন আবেদন করা যাবে। অনলাইনে বা এসবিআই চালানের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে ১২ মার্চ পর্যন্তই। পোস্ট অফিস চালানের মাধ্যমে ফি জমা দিতে হবে ১০ মার্চের মধ্যে।

যে আর আর বি-র শূন্যপদে আবেদন করবেন তার ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইন দরখাস্ত করবেন। এই নিয়োগের বিশদ বিজ্ঞপ্তি এখনও প্রকাশিত হয়নি। প্রার্থীদের অবগতির জন্য আগাম এই নিয়োগের খবর জানানো হল। ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে অনলাইন আবেদন করা যাবে। বিশদ খবর আগামী সংখ্যায়।

নির্দিষ্ট আর আর বি-র ওয়েবসাইটের তালিকা : আমেদাবাদ : www.rrbahmedabad.gov.in আজমের : www.rrbajmer.gov.in এলাহাবাদ : www.rrbald.nic.in ব্যাঙ্গালোর : www.rrbbnc.gov.in ভোপাল : www.rrbbpl.nic.in ভুবনেশ্বর : www.rrbbbs.gov.in বিলাসপুর : www.rrbbilspur.gov.in চন্ডিগড় : www.rrbcdg.gov.in চেন্নাই : www.rrbchennai.gov.in গোরক্ষপুর : www.rrbgkp.gov.in গুয়াহাটি : www.rrbguwahati.gov.in কলকাতা : www.rrbkolkata.gov.in মুম্বই : www.rrbmumbai.gov.in পাটনা : www.rrbpatna.gov.in রাঁচি : www.rrbranchi.gov.in সেকেন্দ্রাবাদ : www.rrbsecunderabad.nic.in

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**-গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**-রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**- বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**-দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**-সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**-পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**-সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**-অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**-বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**-সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**-কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**- বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**- মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**- তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**- দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**- নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**- তপন মিদ্দে ● **বাগদা**- সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**- কিশোর দাস ● **কল্যাণী**-গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**-বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**-পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**-মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**-দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**-তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**-গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**-মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**-জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**-চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**- খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**- দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**- বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**- হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**- অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**- মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**- রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

কলেজে ছাত্র বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: কলেজের সামনে বিক্ষোভ দেখালো ছাত্র–ছাত্রীরা। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং মহকুমার ট্যাংরাখালি বঙ্কিম সরদার কলেজে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় কলেজ চত্বরে। অনুপস্থিতির কারণে কলেজ কর্তৃপক্ষ তৃতীয় বর্ষের অনেক ছাত্র ছাত্রীদেরকে পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপ করতে না দেওয়ার কারণে শুরু হয় বিক্ষোভ। সকলকেই ফর্ম ফিলাপ করতে দিতে হবে বলে প্রায় চার ঘন্টা বিক্ষোভ চলে। বিক্ষোভ উঠে গেলেও ছাত্রদের দাবি না মানা হলে আগামী দিনে আরও বেশি করে আন্দোলন বিক্ষোভ হবে বলে হুঁশিয়ারী ছাত্রদের। উল্লেখ্য বঙ্কিম সরদার কলেজে তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষার জন্য ছাত্র ছাত্রীদের উপস্থিতির হার কম থাকার কারণে ফর্ম ফিলাপ করতে দেয়নি কলেজ কর্তৃপক্ষ। কলেজ কর্তৃপক্ষের দাবি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী কলেজে ৬০ শতাংশ উপস্থিতি থাকতে হবে। তা না হলে পরীক্ষায় বসার অনুমতি দেওয়া যাবেনা। সেই নিয়ম অনুযায়ী বঙ্কিম সরদার কলেজের প্রায় ৪৫০জন ছাত্র ছাত্রী মধ্যে মাত্র ১৬ জনের ষাট শতাংশ উপস্থিতি রয়েছে। ফর্ম ফিলাপ করতে না পেরে বিক্ষোভ শুরু করে। তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছাত্রীদের সাঙ্গে যোগ দেয় প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছাত্রীরাও। তাদের দাবি কলেজে ভর্তির সময় এমন কোনও নিয়ম তাদেরকে জানানো হয়নি। তাদের দাবি প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপ এলাকায় বাড়িঘর হওয়া এবং দারিদ্রতার কারণে নিয়মিত কলেজে আসতে পারে না। অন্যদিকে কলেজ কর্তৃপক্ষে দাবি কলেজে চালু হওয়া বায়োমেট্রিক পরিচয়ের মাধ্যমে জানা গিয়েছে মাত্র ১৬ জন ছাত্রছাত্রী ৬০ শতাংশের বেশি কলেজে উপস্থিত ছিল। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশিকা অনুযায়ী তাদের ফর্ম ফিলাপ করতে দেওয়া হয়নি। কলেজে অধ্যক্ষ তিলক চক্রবর্তী বলেন বিশ্ববিদ্যালয় যদি নির্দেশিকা শিথিল করে তাহলে বাকি ছাত্রছাত্রীদেরকে ফর্ম ফিলাপ করতে দেওয়া হবে।

মুর্শিদাবাদ নাড়িয়ে দিল প্রশাসনকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজ্যে 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' বার্তা দিয়ে বহুদিন ধরে চালকদের সচেতনতা করার জন্য রাজ্য সরকার বহু হোডিং, ব্যানার ও মাইকে ঘোষণা করেছে। কিন্তু সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদে ভোরবেলা এক বাসের চালক মোবাইলে কথা বলতে বলতে বাসটি বেগতিক ভাবে পাশ কাটাতে গিয়ে খালের জলে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল ৪৩ জনের। মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশে নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। এরপর থেকে ট্রাফিক পুলিশ শহর ও জেলায় কড়া নজর দিতে শুরু করেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সোনারপুর থানা ও ট্রাফিক পুলিশ মাঠে নেমে পরে ধরপাকড় শুরু করে দিল। এই ধরপাকড়ের জেরে ২৫ জনকে গ্রেপ্তার করে সোনারপুর থানার পুলিশ। সম্পতি নরেন্দ্রপুর ও কামালগাজী বাইপাসে এবং এন এস সি বোস রোডে ব্যাপকভাবে নাকা চেকিং শুরু করা হয়। এছাড়া যেভাবে সর্বত্র ঢিলেঢালা মনোভাব ছিল, মুর্শিদাবাদের ঘটনা ঘটে যাবার পর বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ট্রাফিক কঠোর মনোভাব দেখিয়ে কেস দিতে আরম্ভ করেছে। কি ধরণের কেস দিচ্ছেন জিজ্ঞাসা করতে ট্রাফিক অফিসার সঞ্জয় কর্মকার বলেন – হেলমেট ছাড়া বাইক আরোহীদের ১২৯ নং ধারায় কেস দেওয়া হচ্ছে এবং জরিমানায় দেওয়া হচ্ছে ১৭৭ নং ধারা। এরপর ২১৮ ধারায় কেস দিচ্ছি কানে ফোন ও ১৮৩ ধারা দেওয়া হচ্ছে অতিরিক্ত স্পিডের জন্য। প্রতিদিন লাগাতার ২০–২৫ জনের লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে। লরি থেকে শুরু করে রুটের বাস, গাড়ি কাউকে ছাড়া হচ্ছে না এই নাকা চেকিং–এ। বেশ কিছু বাইক চালকের কাছে সঠিক কাগজপত্র নেই বললেই চলে। দেখা যায় বহু মানুষের এখনও পর্যন্ত সচেতনার অভাব এই দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে। কেউ ধরা পড়লে বলছে আমার বাড়ি সামনে বা পেট্রোল নিতে যাবো, আবার স্কুলের বাচ্চাদের হেলমেট বিহীন অবস্থায় দুজন করে বাইকের পিছনে বসিয়ে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন অজুহাতের ফাঁকফোকর দেখিয়ে পালিয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশে এবং মুর্শিদাবাদের এই মর্মান্তিক ঘটনায় কোনো ট্রাফিক পুলিশ কাউকে ছাড়তে নারাজ।

মামলার নথি পোড়ালো আদালতে

নিজস্ব প্রতিনিধি: বারুইপুর আদালত চত্তরে হঠাৎ দেখা যায় আগুন জ্বলছে। ক্ষতিয়ে দেখা যায় কিছু আদালতের নথিকে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সোরগোল শুরু হয় আইনজীবীদের মধ্যে। খোঁজ খবর নিয়ে বোঝা যায় এ ব্যাপারে কেউ কিছুই জানে না, কার নির্দেশে। এরপর আইনজীবীদের বিক্ষোব শুরু হয়। দেওয়ানী আইনজীবীদের প্রেসিডেন্ট হাফিজুল রহমান বলেন হাই কোর্টের কোনও নির্দেশ ছিলো না পুড়িয়ে দেবার বিচারকরা জানেন না অথচ সম্প্রতি ২০১৭ সালে ও তার আগের কয়েক বছরের নথি পোড়ানো হল কেন? যে মামলা এখনও বিচারাধীন আছে সেই সিভিল কোর্টের নথিও পুড়িয়ে দেওয়া হয়। তিনি আরও বলেন আমরা বিচারকের কাছে জবাব চাই যে কার নির্দেশে এই নথি পোড়ানো হল। বারুইপুর আদালতে আইনজীবীরা বলেন এ কাজ কোর্টের কর্মীদের। এবং হাতে নাতে ধরে ফেলে মারধোর শুরু করে তারা। আইনজীবীদের বিরুদ্ধে বারুইপুর থানায় অভিযোগ হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ, ডায়মন্ডহারবার, আলিপুর, বারুইপুর আদালতে শুরু হয় কর্ম বিরতি। বার এ্যাসোসিশনে সম্পাদক তাপস দে চৌধুরী বলেন একটা সমস্যা তৈরি হয়েছিল বুধবার থেকে স্বাভাবিক হবে কিন্তু বারুইপুর আদালত কি করবে সেটা তাদের ব্যাপার। হাফিজুলবাবু বলেন প্রচুর গরিব মানুষ দূর দূরান্ত থেকে গাড়ী ভাড়া করে এসে পয়সা খরচা করে মামলা করে সেই সব মামলার নথি পুড়িয়ে দিল? আমরা এর তদন্ত চাই।

অগ্নিদগ্ধ প্রৌঢ়াকে বাঁচলেন স্থানীয়রা

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং ঃ–বেশ কয়েকজন যুবকের একান্ত তপরতায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে সাক্ষা মৃত্যুর হাত থেকে প্রাণে বাঁচলেন এক প্রৌঢ়া। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায়। নিমাই অধিকারী নামে ওই প্রৌঢ়া বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। নিমাইবাবু সমস্ত ব্যয়ভার কাঁধে তুলে নিয়েছেন উদ্ধারকারী ছয় যুবক। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের পুকুর পাড়ে একটি ঝুপড়ি তৈরি করে সেখানেই বসবাস করতেন নিমাই অধিকারী। মানসিক ভারসাম্যহীন নিমাই অধিকারী হাসপাতাল চত্বরে ঘোরাঘুরি করে ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এদিন রাতে রাতে হঠাৎ আগুন জ্বলে ওঠে ঝুপড়িতে। আগুনে পুড়ে চিৎকার শুরু করে নিমাইবাবু। চিৎকার শুনে ছুটে আসে স্থানীয় ছয় যুবক। প্রসেনজিত মান্না, অরুণাভ ঘোষ, রসিদ মোল্ল্যা, দীপঙ্কর চক্রবর্তী, সুজিত দাস, শম্ভু দাসরা ছুটে এসে গুরুতর জখম অবস্থায় নিমাই বাবুকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। ছয় যুবক বলেন আমরা হাসপাতাল চত্বরে ছিলাম হঠাৎ বাঁচাও বাঁচাও চিকার শুনে ছুটে যাই। আমরা সকলে মিলে ওনা কে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছি। নিমাইবাবুর কাছ থেকে খোঁজখবর নিয়ে ওনার পরিবারের সাথে যোগাযোগা করার চেষ্টা করছি।

স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি: স্বামী–স্ত্রী ঝগড়া করে স্বামী স্ত্রীর গায়ে কেরোসিন দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ঝড়খালি কোষ্টাল থানার ২নং ঝড়খালির নেহেরু পল্লীতে। পুলিশসুত্রে জানা গেছে আগুনে পুড়ে মারাত্মক জখম মহিলার নাম লক্ষী বিশ্বাস। তার স্বামী বাবলু বিশ্বাসকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে বছর ১২ আগে ওই এলাকার বাসিন্দা সন্তোষ রায় তাঁর একমাত্র কন্যা লক্ষীর সাথে বিয়ে হয় বাবলু বিশ্বাসের। দম্পতির ১০ বছরের এক পুত্র ও ৮ বছরের এক কন্যা রয়েছে। বিয়ের পর থেকে প্রতিদিনই লক্ষীর উপর অত্যাচার চালাতো বাবলু। অভাবের সংসার তারপর সুন্দরবন জঙ্গলের নদীখাড়ীতে মাছ কাঁকড়া ধরে যে টাকা পয়সা আয় হয় তার সবটাই মদ খেয়ে বাড়িতে এসে স্ত্রীর উপর লাগাতর অত্যাচার চালাতো। এদিনও নেশা করে এসে স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার জন্য ঘরের মধ্যে স্ত্রীর মাথায় প্রচুর পরিমাণ কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় বাবলু। আগুনে বসতবাড়িটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে লক্ষী চিৎকার চেঁচামেচি করে বাড়ির সামনে একটি পুকুরে ঝাঁপ দেয়। চিৎকার শুনে স্থানীয় লোকজন লক্ষীকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। ওই গৃহবধুর দেহের প্রায় আশি শতাংশ পুড়ে গেছে। লক্ষীদেবীর বাবা সন্তোষ রায়, ভাই সঞ্জয় রায় এবং সঞ্জয়বাবুর স্ত্রীর সন্ধ্যা রায় জানান নিজের স্ত্রীর উপর চরম অত্যাচারের জন্য বাবলুর যেন দৃষ্টান্তমুলক শাস্তি হয়। না হলে নারীদের প্রতি অত্যাচার আরো বেড়ে যাবে।

স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর চক্রান্তে বন্ধের মুখে হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডাক্তারদের বলা হয় 'সেকেন্ড গড', অর্থাৎ দ্বিতীয় ভগবান। লোকমুখে প্রচারিত এই উক্তির বাস্তব রূপ দেখা গেল সম্প্রতি উত্তর চব্বিশ পরগনার বিশিষ্ট শল্য চিকিৎসক ডা. তপনজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। তাঁর সাফল্যের মুকুটে অনেকগুলি পালকের মধ্যে নবতম সংযোজন, জয়দেব ঘোষ। নদিয়া জেলার মদনপুরের বছর পঞ্চান্ন বর্ষীয়ান জয়দেববাবুকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে এনে ডা. তপনজ্যোতি আরও একবার প্রমাণ করলেন 'সেকেন্ড গড' কথাটির যথার্থতা। বারাসতের কেয়ার অ্যান্ড কিওর হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, জয়দেববাবু প্রচণ্ড পেটে ব্যথা নিয়ে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানে তিন–চারদিন থাকার পরে অবস্থার ক্রমশ অবনতি হওয়ায় তার বাড়ির লোকেরা সেখান থেকে ছাড়িয়ে তাকে একটি নার্সিং হোমে ভর্তি করেন। সেখানেও তিন–চারদিন আইসিইউতে থাকার পরেও অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। এমতাবস্থায় বাড়ির লোকেরা তাকে নিয়ে আসেন বারাসতের কেয়ার অ্যান্ড কিওর হাসপাতালে। বিশিষ্ট শল্য চিকিৎসক ডা. তপনজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনে চিকিৎসা শুরু হয় জয়দেববাবুর। রোগীর পরিস্থিতি বিবেচনা করে তাকে তৎক্ষণাৎ আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। প্রায় সাতদিন যমে মানুষে টানাটানি চলার পর অবশেষে বিপদমুক্ত হন জয়দেববাবু। ডা. তপনজ্যোতি বলেন, 'আমার কাছে আসার পর দেখলাম রোগীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। পরীক্ষা করে দেখা গেল, ফ্রাঙ্ক সেপটিসেমিয়া। রোগীর ক্ষুদ্রান্ত ফুটো হয়ে গোটা পেটে পুঁজ জমে ছিল। সেখান থেকেই সেপটিসেমিয়া হয়। সব দেখে বুঝে মেরুপেনাম, ভ্যাঙ্কোমাসসিন নামক আধুনিক অ্যান্টিবায়োটিক দিই। ফ্লুইড কারেকশন করা হয়। এরপর অস্ত্রোপচারের জন্য 'ওটি'তে নিয়ে যাওয়া হয়। দেখা গেল অক্সিজেন ঠিক করে ধরে রাখতে পারছেন না। আগেও পারছিলেন না। এজন্য অ্যানেসথেসিয়া টিউব দেওয়া হয়। অপারেশনের পর কমপক্ষে ৭২ ঘন্টা ভেন্টিলেশনে রাখার পর আস্তে আস্তে ভেন্টিলেটরের সাপোর্ট কমিয়ে ভেন্টিলেটর থেকে বের করে বাইপ্যাপ মেশিনে দেওয়া হয়। এরপর দেওয়া হয়, টোটাল প্যারেন্টেটাল নিউট্রিশন। ডাক্তারি পরিভাষায় যাকে 'টি পি এন' বলে। প্রচুর ব্লাড ও প্লাজমা দেওয়া হয়। এই সাথে হায়ার অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়েছে। এভাবে প্রায় দিন সাতেক চলার পরে রোগী স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরে। কোনও অক্সিজেন আর লাগে নি। প্রায় সাতদিন ধরে যে কাণ্ডটায় লেগেছিলাম, সাতদিন পর অর্থাৎ নভেম্বরের শেষে তাতে সফলতা এল। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনা গেল জয়দেববাবুকে।' এ প্রসঙ্গে স্বয়ং রোগী জয়দেববাবুর বক্তব্য, 'একসময় মনে হয়েছিল, আমার আয়ু শেষ। কিন্তু ডাক্তারবাবু ভগবানের মতো আমার জীবন দান দিয়ে আবার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিলেন।' জয়দেববাবুর ছেলের কথায়, 'আমরা ধরেই নিয়েছিলাম, বাবাকে আর বাঁচানো যাবে না। তবু শেষ চেষ্টা হিসেবে এখানে নিয়ে আসি। কিন্তু ডাক্তারবাবু ধন্বন্তরীর মতো বাবার জীবনদান করেছেন। আমরা ওনার কাছে কৃতজ্ঞ।' শুধু জয়দেববাবু বা তার পরিবারবর্গ নয়। উত্তর চব্বিশ পরগনার অনেক চিকিৎসকও ডা. তপনজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে শল্য চিকিৎসায় ধন্বন্তরী বলে মনে করেন। ল্যাপরোস্কপিক, ওপেন

রোগীর সঙ্গে হাসপাতালে ডা. তপনজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

এবং পেডিয়াট্রিক সার্জারি সবেতেই তিনি সিদ্ধ হস্ত। ১৯৮১ সাল থেকে শল্য চিকিৎসক জীবনে প্রায় সত্তর হাজারের উপর অস্ত্রোপচার করেছেন। একদিনের শিশু থেকে শুরু করে পঁচানব্বুই বছরের বৃদ্ধ পর্যন্ত তাঁর চিকিৎসায় নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন, এমন নজির আছে অনেক বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রের দাবি।

ভেন্টিলেশন প্রসঙ্গে ডাঃ তপনজ্যোতির বক্তব্য, 'ভেন্টিলেশন নিয়ে মানুষের ভিতরে অহেতুক ভীতি আছে। তারা ভাবে বোধ হয় নার্সিং হোম টাকা নেওয়ার জন্যে রোগীকে ভেন্টিলেশনে দেয়। তবে একাজ যে কোনও ডাক্তার করে না, এটা পুরো দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারব না। তবে কোনও দায়িত্বশীল ডাক্তার একাজ করেন না। বহু সময় এমন হয় যে রোগী আসার পরে তার অবস্থা এতটাই খারাপ দেখা যায় যে তাকে বাধ্য হয়ে ভেন্টিলেশনে দিতে হয়। সেই অবস্থায় তার ফ্লুইড ইত্যাদি কারেকশন করে তাকে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে অবস্থার খানিক উন্নতি করে ওটিতে নিয়ে গিয়ে ভেন্টিলেশন অবস্থাতেই তার অস্ত্রোপচার করা হয়। অপারেশনের পরে তাকে ভেন্টিলেশন থেকে বের করে নেওয়া হয়, এমন অজস্র নজির আছে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে এ পদ্ধতি স্বীকৃতও হয়েছে। আগে আমরা এটা ভাবতে পারতাম না। কিন্তু এখন এটা আমরা বলতে পারি যে এভাবে রোগী ভাল করা সম্ভব। সুতরাং ভেন্টিলেশন নিয়ে কোনও নার্সিংহোম বা কর্পোরেটকে দোষারোপ করা ঠিক নয়। তবে ভেন্টিলেশন যেমন একজন রোগীকে বাঁচাতে পারে, তেমনই এটা কোনও রোগীর প্রাণনাশের কারণও হতে পারে। কারণ ভেন্টিলেশনের কমপ্লিকেশনও আছে। ভেন্টিলেশন থেকে অনেক সময় ইনফেকশন হয়। তবে তা চিকিৎসা–বিজ্ঞানের আওতাভুক্ত। কিন্তু ভেন্টিলেশন যে ডাক্তাররা শুধু পয়সা নেওয়ার জন্যে ব্যবহার করেন, এটা সর্বৈব মিথ্যা। এটা অপপ্রচার। এইভাবে ডাক্তারদের গায়ে কালিমা লেপন করা ঠিক নয়। পাশাপাশি এটাও ঠিক যে ডকুমেন্টেশন না করে অর্থাৎ রোগীর কখন ভেন্টিলেশন দরকার আর কখন নয়, এটা বিশ্লেষণ না করে কোনও রোগীকে ভেন্টিলেশনে দেওয়া উচিত নয়। তবে মুমূর্ষু রোগীর প্রাণদানের ক্ষেত্রে ভেন্টিলেশন যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে এমন নজির আছে অজস্র।'

এহেন চিকিৎসককে নিয়ে স্থানীয় একটি স্বার্থন্বেষী গোষ্ঠী কালিমা লেপনের চক্রান্ত করছে বলে ডাঃ তপনজ্যোতির পরিবারের অভিযোগ। এ বিষয়ে ডাক্তারবাবুর দাবি, এই গোষ্ঠীটি তাঁকে এবং তার হাসপাতালকে বিভিন্নভাবে ভয়–ভীতি দেখানো সহ হেনস্থা করে চলেছে। এ ব্যাপারে বারাসত থানায় এবং বারাসত আদালতে অভিযোগ দায়েরও করা হয়েছে। প্রাথমিক অভিযোগটি নথিভুক্ত করা হয় বারাসত থানায়। যার জিডিই নম্বর ১৩৮৯, তারিখ– ১৫/৭/১৭। পরবর্তী অভিযোগটি দায়ের করা হয় বারাসত আদালতে, বলে জানান ডাঃ তপনজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিবেদকের পক্ষ থেকে এ প্রসঙ্গে স্থানীয় একাধিক বুদ্ধিজীবী ও চিকিৎসকের প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বুদ্ধিজীবী ও চিকিৎসকরা এ ধরনের চক্রান্তকে দ্বর্থহীন ভাষায় নিন্দা করেছেন। প্রতিক্রিয়ায় তারা এও জানান, চক্রান্তকারীদের এহেন আচরণ সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এবং বারাসতের ইতিহাস তাদের ক্ষমা করবে না বলেও মন্তব্য করেন তাঁরা। পাশাপাশি বারাসত প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে চক্রান্তকারীদের এহেন আচরণের তীব্র নিন্দা করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ভিভো (ভিআইভিও) কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড–এর চেয়ারম্যান সমরেন্দ্র পাল বলেন, 'এই সংস্থা পরিচালিত 'কেয়ার অ্যান্ড কিওর হসপিটাল' নামক ইউনিটটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীটির দাপটে প্রায় বন্ধের মুখে। এটি বন্ধ হয়ে গেলে এই ইউনিটের সঙ্গে জড়িত প্রায় দুই শতাধিক কর্মী ও তাদের পরিবারবর্গের অন্ন সংস্থান বন্ধ হয়ে যাবে।'

এ প্রসঙ্গে বারাসত পুরসভার পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায় বলেন, 'একটা প্রতিষ্ঠান এভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়াটা ঠিক নয়।' প্রসঙ্গত, কেয়ার অ্যান্ড কিওর হসপিটাল সহ ডাঃ তপনজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় তার পরিবারের পক্ষ থেকে সমগ্র বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোচরে আনার পক্ষপাতী। কারণ তিনি একাধারে যেমন মুখ্যমন্ত্রী, তেমনই স্বাস্থ্যমন্ত্রীও বটে। তাই তাঁর হস্তক্ষেপেই সমস্যাটির সুষ্ঠ সমাধান হবে বলেই মনে করেন ডাঃ তপনজ্যোতি ও তার পরিবার সহ সংশ্লিষ্ট ইউনিটের সকলেই।

বীরভূমের বারা–১ পঞ্চায়েত

কর্মীসঙ্কট সত্ত্বেও চলছে উন্নয়নের কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পঞ্চায়েতের তিনজন স্থায়ী অফিসার, দুইজন অস্থায়ী কর্মী নিয়ে উন্নয়নের কাজ করে চলেছেন

পঞ্চায়েত পরিক্রমা

নলহাটি–২ নং ব্লকের সিপিএম পরিচালিত বারা–১ গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান স্মৃতিলতা মাল। বারা–১ গ্রামপঞ্চায়েত আগেই 'নির্মল পঞ্চায়েত' হিসাবে ঘোষিত হয়েছিল। বারা–১ গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান হিসাবে ১৭ আগস্ট ২০১৬ থেকে দায়িত্ব নেন স্মৃতিলতা মাল। 'আবাস যোজনা' প্রকল্পে ২০১৬–১৭ বর্ষে ৪৫টা, ২০১৭–১৮ বর্ষে ১৫১টা বাড়ি তৈরির কাজ চলছে। ২০১৮–১৯ বর্ষে ২৭৪জন বাড়ি প্রাপকের মধ্যে ২৫৩ জনের রেজিস্ট্রেশন হয়ে গিয়েছে বলে জানান পঞ্চায়েতের এক অফিসার। প্রকল্পে ২০১৭–১৮ বর্ষে প্রায় ১৬৮৯৭৫১৯ টাকার কাজের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ৮টা পোলট্রি ফার্ম শেড তৈরির কাজ চলছে। তারমধ্যে একটি পোলট্রি ফার্ম শেড 'রবি মহিলা স্বনির্ভর দলে'র। ধোবাদিঘি গার্ডওয়াল তৈরির জন্য সাংসদ তহবিল থেকে প্রায় দুই লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে বলে পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে।

'কর্মীসঙ্কটের কথা বিডিওকে জানিয়েছি' বলে জানান প্রধান। ১০০ দিনের কাজ কি শুধুই খাতা কলমে হয় না বাস্তবে হয়? – প্রতিবেদকের এই প্রশ্নের উত্তরে প্রধান স্মৃতিলতা মাল বলেন, 'একশো দিনের কাজ আমরা বাস্তবে করি।' পঞ্চায়েতের উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে খুশি প্রধান থেকে পঞ্চায়েতকর্মীরা সকলেই।

অপ্রতুল পরিষেবা

নিজস্ব সংবাদদাতা: সরকারিভাবে রাজ্যের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র – ছাত্রীদের জুতো ও মোজা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু সেই ঘোষণা গত দু বছরেও কার্যকর হল না হুগলি জেলার কোনও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সমগ্র হুগলি জেলাতে প্রায় ২২০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। হুগলি জেলার প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি সূত্রে জানা যায়, ২০১৫ সালে একবার এই সব বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র – ছাত্রীদের জুতো ও মোজা দেওয়া হয়। কিন্তু পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় সরকারি স্তরে তারপর থেকে গত কয়েক বছর ধরে এই জুতো ও মোজা বিতরণ বন্ধ রাখা হয়। তবে প্রতি বছর নিয়মিতভাবে এই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র – ছাত্রীদের দুটি করে পোষাক দেওয়া হয়।

নিয়ম অনুযায়ী অর্থদপ্তরের মাধ্যমে পোশাক তৈরির টাকা জেলা পরিষদে আসে ও সেইখান থেকে এসআইএস বা সাব – ইন্সপেক্টর অফ স্কুলের কাছে যায়। তারপর সেই অর্থ স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের দিয়ে ছাত্র – ছাত্রীদের জন্য পোশাক তৈরি করা হয়। পোশাক পিছু প্রায় ২০০ টাকা করে বরাদ্দ ধরা হয়। পোশাক বিতরণ করা হলেও হুগলি জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র – ছাত্রীদের কবে জুতো ও মোজা দেওয়া হবে তা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন রয়েই গেল। এই বিষয়ে কোন সদুত্তর দিতে পারে নি সংশ্লিষ্ট সমিতি।

নিজ নামাঙ্কিত বিদ্যালয়ের সূচনা কুমার শানুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। অবশেষে নিজ নামাঙ্কিত কুমার শানু বিদ্যানিকেতন–এর সূচনা করলেন প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী কুমার শানু। সোমবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিংয়ের বাহিরবেনা গ্রামে নিজ নামাঙ্কিত বিদ্যলয়ের সূচনা করে শিল্পী বলেন, শিক্ষাই মানুষের সবথেকে বড় সম্পদ। শিক্ষা না থাকলে আলো প্রস্ফুটিত হবেনা। যাতে করে এলাকার দরিদ্র ছাত্র–ছাত্রীরা পড়াশোনা করতে পারে তার জন্য এই বিদ্যালয়। কুমার শানু আরও বলেন, এই বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে কোনও খরচ লাগবে না। সমস্ত খরচ বহন করবেন শিল্পী নিজেই। এলাকার স্থানীয় মানুষজনের উদ্দেশ্যে শানু বলেন আমার যদি বিদ্যালয় চালাতে সাময়িক অসুবিধা হয় তাহলে আপনারা নিজ দায়িত্বে চালাবেন। তবে আমি কথা দিচ্ছি কোনও অসুবিধা হবেনা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ রাম দাস, সমাজসেবী প্রতুল মন্ডল, মাতলা ২ নং গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান উত্তম দাস, ক্যানিং মহিলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক মুনমুন চৌধুরী সহ বিশিষ্টরা। এদিন ৬ জন শিক্ষিকা দ্বারা পরিচালিত কুমার শানু বিদ্যানিকেতনে ৩৫ জন ছাত্র–ছাত্রী নিয়ে প্রথম ক্লাস শুরু হয়। উল্লেখ্য সুন্দরবন মেলার উদ্বোধন করতে এসে তিন বছর আগে কুমার শানু তাঁর বন্ধু প্রতুল মন্ডলকে একটি বিদ্যালয় করার কথা বলেছিলেন। সেই কথা মতো শানু তাঁর বন্ধু প্রতুল মন্ডলকে দিয়েই বিদ্যালয়ের কাজ শুরু করেন ক্যানিংয়ের বাহিরবেনা গ্রামে। তিন বছর পর বিদ্যালয় পেয়ে এলাকার সাধারণ মানুষ খুবই আনন্দিত। এদিন শিল্পীকে দেখার জন্য এবং সেলফি তোলার জন্য প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। তবে কুমার শানু এদিন সাধারণ মানুষের ভিড়ে মিশে গিয়ে তাদেরকে সেলফি তুলতে সাহায্য করেছেন হাসি মুখে।

ইন্দো কিড্ স্কুলের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি: সম্প্রতি টালিগঞ্জ এলাকায় ব্রহ্মপুরের বটতলায় ইন্দো কিড্স ইন্টারন্যশনালের ফ্র্যাঞ্চাইজিতে নতুন নার্সারি স্কুল উদ্বোধন হোল ২–৬ বছর বাচ্চাদের জন্য। একটি সুন্দর পরিবেশে বাচ্চাদের খেলার সাথে বন্ধুত্ব করে পড়াশুনা শেখানো হবে নতুন পদ্ধতিতে। প্রথমে ১০জন বাচ্চা নিয়ে শুরু হোল এই স্কুল। বর্তমানে নার্সারি থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত। এরপর উচ্চমাধ্যমিক করা হবে। এলাকায় এই ধরণের ইংরেজি মাধ্যম স্কুল নেই বললেই চলে। স্কুলটির নাম দেওয়া হয় ইন্দো কিড্স। প্রথমে ভর্তি হতে লাগবে মাত্র ৭ হাজার টাকা। এছাড়া মাসে লাগবে ১০০০ টাকা করে টিউশন ফিস। এই স্কুলে চেয়ারম্যান আর কে সিং। গত এগারো বছর ধরে শিক্ষা জগতে প্রতিষ্টিত একটি নাম আর কে গ্রুপ। তিনি বলেন আমাদের নরেন্দ্রপুরে এলাচীতে ২০১২ সালে একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এছাড়া কর্নাটক, বিহার, ঝাড়খন্ডে আমাদের শাখা আছে। গড়িয়া ,বক্ষ্মপুর বা টালিগঞ্জ এলাকার বাচ্চারা শহরে গিয়ে নামি দামি স্কুলে ভর্তি হয় ১–২ লক্ষ টাকা ডোনেশন দিয়ে। এরপর সময় মত স্কুলে পৌঁছাতে পারে না। প্রতি মাসে গাড়ি ভাড়া পড়ে প্রচুর। কারণ ব্রহ্মপুর বা গড়িয়া থেকে বালিগঞ্জ বা ধর্মতলার কাছাকাছি যে সব ইংরাজী মাধ্যম স্কুলে হাই –ফাই স্ট্যাটাসে ফ্যাশন প্যারেডের উপর বেশি নজর দিয়ে থাকে অনেক অভিভাবকদের তা ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। অথচ মায়েদের ইচ্ছা যে তাদের বাচ্চারা ইংরাজী মাধ্যমে পড়াশুনা শিখে ইংরাজীতে কথা বলে ভালো ভাবে পরীক্ষায় পাশ করে চাকরি পায়। সেই তুলনায় বাড়ির কাছে এই ধরণের একটা স্ট্যান্ডার্ড ইংরেজী মাধ্যম স্কুল তৈরি হওয়ায় এলাকাবাসী খুব খুশি। সেদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার ১১২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অনিতা মজুমদার। তিনি বলেন আমার ওয়ার্ডে এ ধরণের স্কুল হওয়াতে আমরা খুশি ।যে ধরণের সাহায্য চাইবে স্কুল কর্তৃপক্ষ আমি চেষ্টা করবো সাহায্য করতে। সেদিন উপস্থিত ছিলেন স্কুলের সকল শিক্ষিকারা ও বিশিষ্টজনেরা।

কর্তব্যরত অবস্থায় সোনারপুরের অফিসারকে পিষে দিলো লরি

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : গত ৫ ফেব্রুয়ারি বাড়ি থেকে বেড়িয়ে অঘোর সরণী ধরে বাইকে চেপে ডিউটিতে যাচ্ছিলেন সোনারপুর থানার এসআই রাজেশ দাস। সোনারপুরের বারেন্দ্র পাড়ায় এসে সামনে এক মহিলা আসতেই আচমকা ব্রেক কষতে গিয়ে পড়ে যান রাজেশ। পিছনে থেকে একটি পাঞ্জাব লরি বুকের উপর দিয়ে চলে যায়। চালক ও খালাসি পলাতক। লরিটিকে আটক করে স্থানীয় লোকেরা এবং থানায় ফোন করে বলে এখানে এক ব্যক্তি লরির ধাক্কা খেয়ে রাস্তায় পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে এসআই কৃষ্ণেন্দু পান্ডে ফোন করে রাজেশকে ঘটনাস্থলে যাবার জন্য। কিন্তু রাজেশের ফোন বেজে যায় মিনিট ১৫। এরপর টহলদারি পুলিশদের খবর দেন। টহলদারি পুলিশরা গিয়ে দেখেন রাজেশবাবু পড়ে আছেন। এরপর থানায় খবর দিতে চলে আসে পুলিশ। সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয় সুভাষগ্রাম গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ সুত্রের খবর–সেদিন রাজেশবাবু আরটি ডিউটি ছিল সকাল ৮টা থেকে। '১৬ সালের শেষের দিকে রাজেশবাবু পদোন্নতি হয়ে এসআই হয়েছেন। বাড়ি রানাঘাটে। এখানে নরেন্দ্রপুরের কাছে বাড়ি ভাড়া করে থাকতেন। এরপর হাসপাতাল থেকে নিয়ে আসার পর রাজেশ বাবুকে সোনারপুর থানার ব্যারাকের সামনে অ্যাম্বুলেন্সে রাখা

হয়, পরে শববাহী গাড়ি আসে। রাজেশবাবুর মৃত্যুর খবর পেয়ে সোনারপুরের অগণিত মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে। সঙ্গে করে নিয়ে আসে ফুলের মালা, তোড়া। সাধারণ মানুষ থেকে আরম্ভ করে বিধায়ক জীবন মুখোপাধ্যায়, কাউন্সিলর বিভাস মুখার্জী, প্রণবেশ মন্ডল ও তরুণ মন্ডল, পুরসভার চেয়ারম্যান ডাঃ পল্লব দাস ও ভাইস চেয়ারম্যান শান্তা সরকার এবং তৃণমূলের যুব নেতারা আসে শেষবারের মতো দেখার জন্য। কারণ রাজেশবাবু সোনারপুর থানায় ১০ বছর কাটিয়ে গেলেন। মানুষের এই ভিড় শুধু রাজেশবাবুর ভদ্র ব্যবহারের জন্য। রাজেশবাবুর রানাঘাটের বাড়ি থেকে চলে আসেন স্ত্রী তৃপ্তি দাস ও ছেলে রহিত দাস ও বৃদ্ধা মা ফুলেশ্বরী দাস। এরপর দেহ ব্যারাকের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর বেলা ১টায় দেহ নিয়ে যাওয়া হয় মোমিনপুরে পোস্টমর্টেম করার জন্য। সেই সময় পুলিশের বড় কর্তাদের সিদ্ধান্ত হয় রাজেশবাবুকে বিকেল ৪–৩০ সময় গার্ড অফ অনার দেওয়া হবে। উপস্থিত ছিলেন সোনারপুরের সমস্ত পুলিশ অফিসারেরা ও সিভিক ভলেন্টিয়ার, ট্রাফিক গার্ড, হোম গার্ড, মহিলা কনস্টেবল, থানার আইসি ও অতিরিক্ত বারুইপুর এসপি সৈকত ঘোষ, এসডিপি ও অর্ক ব্যানার্জী, সোনারপুর বিডিও সৈকত মাঝি ও সাধারণ মানুষ। তৃপ্তি দেবী কেঁদে বলেন, বড়বাবু কোথায়, আমার রাজেশ আর ছুটি চাইবে না, আর বড়বাবুর কথা শুনতে হবে না। সারা জীবনের জন্য রাজেশেরর ছুটি হয়ে গেল। এরপর গার্ড অফ অনারের বিউগল বেজে উঠল, কান্নায় ভেঙে পড়ল রাজেশের নিজের হাতে তৈরি করা এক সিভিক ভলেন্টিয়ার, নাম –অমিত দেবনাথ। এরপর একে একে সবাই মালা দেয় রাজেশের দেহের উপরে। সোনারপুরে নেমে আসে শোকের ছায়া। প্রত্যেকের মুখে এককথা –এতো ভদ্র ব্যবহারের অফিসার হয় না। এরপর শবদেহ গাড়ি সোনারপুর থেকে রাজেশকে নিয়ে চিরকালের মতো বিদায় নিল রানাঘাটের উদ্দ্যেশে দেশের বাড়ি। সঙ্গী ছিল অফিসার সৌমেন দালাল, প্রণব মন্ডল ও সিভিক ভলেন্টিয়ার অমিত দেবনাথ। শোকস্তব্ধ সোনারপুর থানা। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত লরির চালক বিশ্বজিৎ মণ্ডলকে মিনাখা থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। আদালতে তোলা হলে ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের রায় দেয় বিচারক।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা, ১০ ফেব্রুয়ারি – ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

কলকাতায় কারাটনামায় বিব্রত বঙ্গ সিপিএম

কৃতকর্মের ফল তো হাতে হাতেই ভোগ করছে সিপিএম। একের পর এক ভোটে হারা রীতিমতো অভ্যেসে পরিণত হয়েছে। আগামী লোকসভা নির্বাচনে এ রাজ্যে কমরেডরা ১ টা আসনও পাবেন কিনা তা নিয়ে চলছে জোরদার বিতর্ক। এর মাঝে ফের একবার শিরোনামে রাজ্যের প্রাক্তন শাসক দল। ত্রিপুরা বিধানসভা ভোটে বিজেপি সবেধন নীলমণি রাজ্যটি কেড়ে নেবে কিনা তা নিয়ে হাজারো জল্পনার মাঝে হঠাৎ করেই এরাজ্যের তো বটেই, রাজধানী শহর কলকাতার দখল হঠাৎ করে হাতে চলে গিয়েছে প্রকাশ কারাট গোষ্ঠীর। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা মোটেই তৃণমূলের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়নি কেউ। কিন্তু এ রাজ্যের জোটপন্থী নেতাদের মুখে ঝামা ঘষে দিয়ে কলকাতা জেলার নতুন সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন প্রকাশ কারাটের আজ্ঞাবাহী কল্লোল মজুমদার। তাও আবার রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী মানব মুখোপাধ্যায়কে হারিয়ে কারাট গোষ্ঠীর এই জয় নিঃসন্দেহে কলকাতাতেও জোট বিরোধী অবস্থানকে শক্তিশালী করে তুলেছে। আর এর অব্যবহিত পর কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করার জন্য বিমান–বুদ্ধ–সূর্যদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাতে শুরু করেছেন জলপাইগুড়ি, বর্ধমানের মতো জোট বিরোধী জেলা।

পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ ৩৪ বছরের সাম্রাজ্য আজ অতীত। সিপিএমের কার্যভবন আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের মুজফফর ভবন এখন দাঁড়িয়ে জলসাঘরের ন্যায় রাশি রাশি স্মৃতি চিহ্ন বুকে নিয়ে। এত কষ্টের মধ্যে একটু যে মলমের প্রলেপ পড়বে তা নয়। এখনও কোনও নির্বাচন (সে উপনির্বাচন আর যাই হোক না কেন) হলে সিপিএমের দিকে এই কারণে নজর থাকছে যে তাদের প্রার্থীরা আর যাই হোক ২ নম্বর জায়গাটা পেল কিনা। সবংয়ের উপনির্বাচনে কোনওক্রমে দ্বিতীয় হলেও অতি সম্প্রতি যে নোয়াপাড়া বিধানসভা ও উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন হল তাতে বিজেপির থেকে পিছনে তৃতীয় স্থানে থেকে শেষ করতে হয়েছে একসময়ের ক্ষমতাধরদের। এতটাই করুণ অবস্থা এ রাজ্যের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির। মোদ্দা কথা, বাংলার মানুষ একবার বামেদের অত্যাচারের জাঁতাকল থেকে বেরতে পেরে যে মুক্তির স্বাদ পেয়েছে তা হাতছাড়া করতে চাইছে না সহজে। ফলস্বরূপ হাজারো ভুলভাল কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকেও রক্ষা পেয়ে গিয়েছে তৃণমূল দল তথা সরকার। আবার তৃণমূলের যাঁদের ক্ষোভ–বিক্ষোভ কিংবা যাঁরা একেবারেই গোড়া তৃণমূল বিরোধী তাঁরা সরকারের বিরুদ্ধে রাগ ঝাড়ছেন পদ্মফুলে বোতাম টিপে।

কিন্তু আলোচনাটা মোটেই তা নিয়ে নয়। বরং এই কবছরে রাজ্যে বিরোধী দলের মানচিত্র থেকে প্রায় মুছে গিয়েছে সিপিএম। অন্য বাম দলগুলির অবস্থা তো আরও তথৈবচ। তার ওপর একসময়ের প্রবল শত্রু কংগ্রেসের হাত ধরার পর থেকে সিপিএমের অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়েছে। তাদের ঠেলে সরিয়ে কংগ্রেস হয়ে উঠেছে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল। গতিপ্রকৃতি যেদিকে এগোচ্ছে তাতে অচিরেই না সিপিআইএমএল, এসইউসি'র মতো অবস্থা হয় এই ভয় এখন কাঁটা হয়ে রয়েছে আলিমুদ্দিন। শাসক তৃণমূলের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ঝড়ের গতিতে এগিয়ে এসেছে বিজেপি।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

কিন্তু বিশেষ কোন গুণ কর্মকে কর্তব্যে পরিণত করে? যদি একজন খ্রীস্টান সম্মুখে গোমাংস পাইয়া নিজের প্রাণরক্ষার জন্য আহার না করে অথবা অপরের প্রাণরক্ষার জন্য তাহাকে না দেয় তাহা হইলে সে নিশ্চয় বোধ করিবে যে, তাহার কর্তব্যে অবহেলা হইয়াছে। কিন্তু একজন হিন্দু যদি ঐরূপ ক্ষেত্রে উহা ভোজন করিতে সাহস করে অথবা অপর হিন্দুকে উহা খাইতে দেয়, সেও নিশ্চয় সমভাবে বোধ করিবে যে, তাহার কর্তব্য পালন করা হইল না। হিন্দুর শিক্ষা ও সংস্কার তাহার হৃদয় ঐরূপ ভাব আনিয়া দিবে। গত শতাব্দীতে ভারতে ঠগ নামে কুখ্যাত দস্যুদল ছিল। তাহাদের ধারণা ছিল যাহাকে পাইবে, তাহাকেই মারিয়া সর্বস্ব অপহরণ করাই তাহাদের কর্তব্য, আর যে যত বেশি লোক মারিতে পারিত, সে নিজেকে তত বড় মনে করিত। সাধারণত একজন পথে বাহির হইয়া

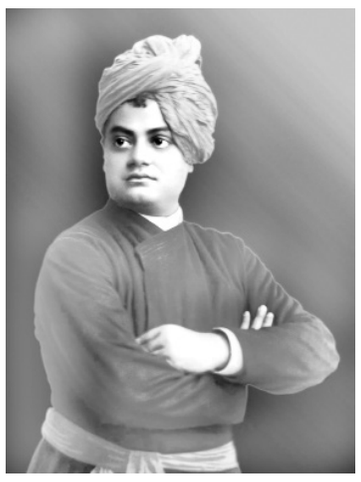

আর একজনকে গুলি করিয়া হত্যা করিলে অন্যায় কার্য করিয়াছে মনে করিয়া দুঃখিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই ব্যক্তিই যদি সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া শুধু একজনকে নয়, বিশ জনকে গুলি করিয়া হত্যা করে, তবে সে আনন্দিতই হয় এবং ভাবে, সে অতি সুন্দররূপে তাহার কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছে। অতএব এটি বেশ সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, কি করা হইয়াছে, বিচার করিয়াই কর্তব্য নির্ধারিত হয় না।

সুতরাং ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে কর্তব্যের একটি সংজ্ঞা দেওয়া একেবারে অসম্ভব, এটি কর্তব্য, এটি অকর্তব্য এরূপ নির্দেশ করিয়া কিছু বলা যায় না। তবে ব্যক্তি বা অধ্যাত্মের দিক হইতে কর্তব্যের লক্ষণ নির্ণয় করা যাইতে পারে। যে কোন কার্য ভগবানের দিকে লইয়া যায়, তাহাই সৎ কার্য, এবং যে কোন কার্য আমাদিগকে নিম্নদিকে লইয়া যায়, তাহা অসৎ কার্য। অধ্যাত্মভাবে দিক হইতে দেখিলে আমরা দেখিতে পাই, কতকগুলি কার্য আমাদিগকে উন্নত ও মহান করে, আর কতকগুলি কার্যের প্রভাবে আমরা অবনত ও পশুভাবাপন্ন হইয়া পড়ি। কিন্তু সর্বাবস্থায় সর্ববিধ ব্যক্তির পক্ষে কোন কার্যের দ্বারা কিরূপ ভাব আসিবে।

ফেসবুক বার্তা

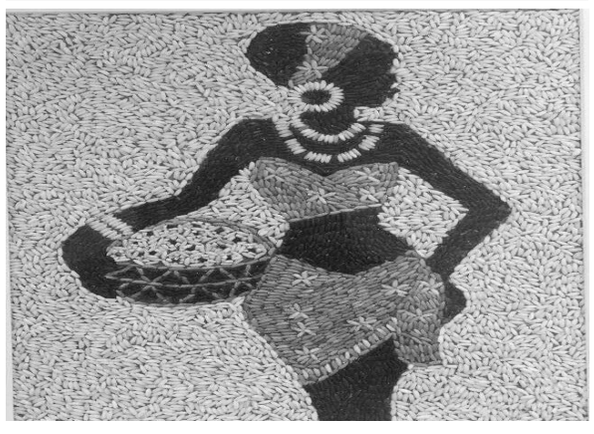

ধানের শিল্প ফেসবুকের জানালায়।

বেতনভোগী নেতারা দেশশাসন করে, দেশ গড়ে না

নির্মল গোস্বামী

দেশবন্ধু আর শরৎচন্দ্রের মধ্যে ছিল প্রবল বন্ধুত্ব। শরৎবাবু দেশবন্ধুকে দেখে দেশ সেবার মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়েছিলেন। দেশবন্ধু দেশের ডাকে এক কথায় ওকালতি ছেড়ে দিলেন। তিনি তৎকালীন সময়ে লাখ টাকা ফি নিতেন। সেই দেশবন্ধু ইংরেজদের আদালত বয়কট করলেন। একদিন দেশবন্ধু শরৎচন্দ্রকে বললেন, দেখুন শরৎবাবু অনেকেই আবার আমাকে আদালতে যেতে বলছে। আমার নিজের জন্য নয়, দেশের কাজের জন্য অর্থের প্রয়োজন পড়েছে। তারা বলছে উপায় করে কংগ্রেস তহবিলে অর্থ দিতে। আপনার কি মনে হয়, আবার ওকালতি শুরু করব? শরৎচন্দ্র এক মুহূর্তও দেরি না করে বললেন দেখুন যারা এমন কথা বলে তাদের মুখদর্শনও করবেন না আপনি। টাকা টাকা টাকা! দেখুন দেশের কাজে টাকা ঢালাটাই কি বড় কথা? আপনি লক্ষ টাকা আয়ের পসরা ছেড়ে দিয়ে যে দৃষ্টান্ত দেখালেন, ফের ব্যারিস্টারি করে পুনর্মূষিক হয়ে সে দৃষ্টান্তের মহিমা নষ্ট করবেন না দেশবন্ধু দোহাই আপনার। দেশের কাজে টাকা দু চার লাখ কেন, দু চার কোটি দিলেও ফুরিয়ে যাবে দুদিন বাদে। কিন্তু এই যে ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখালেন তার প্রেরণা কোনদিনই ফুরোবে না। অর্থাগমের কয়েকটা আশু সুবিধার জন্য এত বড় দৃষ্টান্তকে নষ্ট করবেন না আপনি– আজেবাজে লোকের কথায় কান দিয়ে।

কিছুদিন পর শরৎচন্দ্র এই কথাগুলো দিলীপকুমার রায়কে বলেছিলেন। দিলীপকুমার এই কথা শুনে শরৎচন্দ্রকে বলেছিলেন, ঠিক কথা শরৎবাবু। সুভাষও ঠিক এই কথাই আমাকে কত বার বলেছে। শরৎচন্দ্র বললেন তাঁর পাশে (দেশবন্ধু) ওই একটিই ছেলে আছে মন্টু যে বড় মন নিয়ে জন্মেছে, যে স্বভাবে শুধু দেশ ভক্ত নয় ত্যাগী। তাই সে দেশবন্ধুর ত্যাগের মহিমা বুঝবে না তো বুঝবে কে? জহুরী না হলে কি জহর চেনা যায় মন্টু?

প্রাক স্বাধীনতা যুগের একটি খন্ড চিত্রে ফুটে উঠল একজন ত্যাগী ও সেই ত্যাগের গুণগ্রাহীদের দাবি। দেশ গড়ার কাছে ত্যাগের যে কি মহত্ত্ব তা তৎকালীন শত শত স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বুঝেছিলেন এবং জীবন দিয়ে সেই ত্যাগের অনুশীলন করে গিয়েছিলেন। একজনের প্রেরণায় দশজন অনুপ্রাণিত হতেন। দেশের সেই সব দামাল ছেলেদের মাথার নিচে থাকত গীতা। আর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ ঠাকুর বলেছেন গীতার আসল অর্থ হল গীতাকে উল্টে নেওয়া অর্থাৎ তাগী এখানে ত্যাগী। পরাধীন ভারতবাসীর সামনে দুটি আশু কর্তব্য ছিল এক দেশ স্বাধীন করা, দুই দেশ গড়া।

আপাত অর্থে দেশ স্বাধীন হয়েছে খণ্ড ক্ষুদ্র করে। তবে দেশ গড়ার কাজটাই সব থেকে বেশি উপেক্ষিত হয়ে এসেছে। স্বাধীনতার পর থেকেই দেশগড়ার থেকে দেশ শাসন করার দিকেই অদ্যাবধি নেতাদের বেশি ঝোঁক। তবে এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে দেশ গড়ার এতো আধুনিক বাসর সজ্জা তৈরি হচ্ছে। মঙ্গল যান উপগ্রহ উৎক্ষেপন এতো উন্নতির ক্রমাগতির নিদর্শন। না অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু এইসব হয়েছে ভারতবর্ষের শাসন করে শোষণ করাই ছিল মূল লক্ষ– তবুও তো কিছু উন্নতি তারা করেছিল। রেলপথ স্থাপন, নতুন নতুন শহর তৈরি করেছে, কলকারখানা, জাহাজ, উড়োজাহাজ বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল এসব হয় স্বাভাবিক বিকাশের ধর্ম থেকেই। স্বাধীন ভারতেও তাই হয়েছে। দেশ শাসন করা মূল লক্ষ্য। দেশ গড়া যদি দেশ নেতাদের মূল লক্ষ্য হত তাহলে দেশের অবস্থা আজ এই জায়গায় হত না। স্বাধীনতার ৭৫ বছর হতে চলল

তবুও অনেক ক্ষেত্রে ইউম্যান ইনডেক্সে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের থেকে আমরা পিছিয়ে আছি। আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোপণ্যের দাম কমল। সব দেশের সরকার দাম কমিয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের সরকার দেশের বাজারে দাম না কমিয়ে এক কোটি ৫৫ লক্ষ কোটি টাকা আর্ন্তশুল্ক বসিয়ে লাভ করল দেশের জনগণের কাছ থেকে।

অথচ ডিজেল পেট্রোলের দাম কমলে সব ক্ষেত্রে বাজারে তার প্রভাবে জিনিসপত্রে দাম কমত। তারা শাসক তাই শাসন করাই তাদের কাজ। দেশগড়ার কাজ করলে মনোভাব অন্যরকম হওয়ার কথা ছিল।

আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে গ্রামে একটা ক্লাব যারা গড়ে তোলে তার স্বেচ্ছাশ্রম দেয়। গ্রামের উন্নয়নের জন্য কাজ করে অনে ক্লাব। এই সব ক্লাবের সম্পাদক সভাপতি কেউ কিন্তু বেতন পায় না। তারা স্বেচ্ছায় এই শ্রমটুকু দেয় ক্লাবকে বড় করার জন্য। আমরা জানি গ্রামে গ্রামে স্কুল কলেজ, লাইব্রেরি প্রভৃতির পরিচালন কমিটি থাকে। তারা মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয়। কিন্তু সেক্রেটারি, সভাপতি বা সাধারণ সদস্যরা কোনও বেতন পান না বা নেন না। কারণ ওই সব প্রতিষ্ঠান তাঁরাই গড়ে তুলেছেন তিল তিল করে।

দেশ গড়ার কাজ আরও মহৎ কাজ। সেই ইতিহাসে ঠাঁই হয়। মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহলে যারা দেশগড়ার কাজ করবে তারা বেতন নেবে কেন? ২০১৮ সালের বাজেটে দেশসেবকদের বেতন প্রথমেই বাড়ান হল। রাষ্ট্রপতি ৩০ একরের প্রাসাদে বাস করেন। তাঁর যাবতীয় খরচ রাষ্ট্রের। অবসরের পরেও বাড়ি থাকা খাওয়ার খরচ রাষ্ট্রের। তারপরও ৫ লাখ টাকা বেতন কেন পাবেন? এতো বড় সম্মান বেতন না নিলে বোধহয় মান থাকে না। অনুরূপভাবে উপরাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল, প্রধানমন্ত্রী সকলের বেলাতেই একই কথা বলা যায়। আপনারা দেশের সেবা করতে এসে বেতন কেন নেবেন। সংসদের ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা বেতন বাড়ল। প্রতিদিনের ভাতা ২০০০ টাকা, এলাকাভাতা ৪৫ হাজার থেকে বেড়ে হল ৭০ হাজার। অফিসভাতা ৫৫ হাজার টাকা থেকে বেড়ে হল ৬০ হাজার টাকা। কিছুদিন আগে বরুণ গান্ধি বলেছিলেন যে সঙ্গতি যাদের আছে সেই সমস্ত এমপিরা বেতন ত্যাগ করুন। বর্তমানে লোকসভায় ৪৪৯ জন এমপি কোটিপতি। তারা দেশের সেবায় এসেছে খুব ভাল কথা। স্বেচ্ছায় বেতন ভাতা ত্যাগ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করুক। ইউপিএ–২ সরকারের সময় এসইউসির একজন এমপি ছিল। তিনি সংসদে দাঁড়িয়ে তৎকালীন বাড়তি বেতন ভাতা নেবেন না বলে ঘোষণা করেছিলেন।

স্বাধীনতার আগে দেশ নেতারা ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন দেশবাসীর সামনে। আর স্বাধীনতার পর সেই ত্যাগ সব উদ্বায়ু পদার্থের মতো উড়ে গেল নেতাদের মন থেকে। প্রধানমন্ত্রী বলছেন আমি ভারতের খাজাঞ্চির চৌকিদার। অথচ ১০ লক্ষ টাকার কোট পরে বিদেশি অতিথিকে আপ্যায়ণ করছেন। এক চৌকিদারের পোশাক? আসল কথা হল মুখে দেশসেবা, মনে উদগ্র ভোগলালসা। আমরা জানি দেশের নেতারা হল জাতির অভিভাবক। একজন জাতির জনককে পাথরের মূর্তি বানিয়ে খাড়া করে রাখলেই তা দেশে প্রজন্মের পর প্রজন্ম সব সৎ নাগরিক হয়ে যাবে? তারা সব ত্যাগের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে? এই প্রজন্মের নাগরিকদের কাছে ত্যাগের দৃষ্টান্তকারী নেতা কোথায়? মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে উঠবে? এই প্রজন্মের নাগরিকদের কাছে ত্যাগের দৃষ্টান্তকারী নেতা কোথায়? এই প্রজন্মের নেতারা এই প্রজন্মকে কী শিক্ষা দিচ্ছে? দেশে সেবার নামে দেশকে ক্রমাগত দোহন করে চলেছে।

আগে একটা দেশে একজন রাজা থাকত। সেই রাজার পরিবার পরিজনের দেশের পয়সায় সুখ ভোগ করত। এখন গণতন্ত্রের নামে প্রায় হাজার এমপি কয়েক হাজার এমএলএ বর্তমান এবং প্রাক্তন এম পি এমএলএরা এবং পার্টির শত শত নেতারা শ্রম না করে দেশের পয়সায় বসে বসে খাচ্ছে। একবার রাজ্যে বা দেশের আইন সভায় নির্বাচিত হয়ে সারাজীবন পেনশন পাচ্ছে। এই বিশাল বেনফিসিয়ারিকে পুষতে পুষতে ভারতমাতার নাভিশ্বাস উঠছে। উন্নয়ন হবে কোথা থেকে?

গত ১২ জানুয়ারি স্বামীজিকে নিয়ে কলকাতার রাস্তায় লাঠালাঠি হল। সরকারি স্তরে বিবেক মেলা অনুষ্ঠিত হল সমস্ত পঞ্চায়েতে। স্বামীজি সংস্কৃতির সজ্ঞায় বলেছিলেন যে নিজের ভাগ থেকে অপরকে দেওয়ার নাম সংস্কৃতি। এই ভাগ দেওয়া শুধু অর্থের নিরিখে তিনি বলেন নি। সর্বক্ষেত্রে এই অধিকারের ভাগ অপরকে দেওয়ার কথা বলেছেন। অর্থাৎ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই ত্যাগের কথাই আসছে। ত্যাগ এখন নেতারা করেন না। করেন সাধারণ মানুষ। নেতারা ত্যাগ করলে অনেকে তার প্রভাবে প্রভাবিত হয়। সাধারণ মানুষ গ্যাসের ভর্তুকি ত্যাগ করেছে, কিন্তু নেতারা কেউ ফ্রি গ্যাস কানেকশন ত্যাগ করেনি। কোটি পতি সাংসদরা স্বেচ্ছায় বেতন ত্যাগ করার কথা ভাবতেই পারেনি। প্রধানমন্ত্রী ত্যাগের ডাকও দিতে পারেনি। অথচ দিলে ভালো হতো। কে কত বড় দেশ সেবক সেটা প্রমাণিত হত যদি কোনও দিন বলতে পারত যে আমাদের প্রতিনিধিরা কেবল নেবে না। দেশের মানুষের জন্য ত্যাগ করলে দেশের মানুষ তার দ্বিগুণ দিয়ে ভরিয়ে দেবে। তাই তো গেরুয়াধারীরা কোনও ভেক সন্ন্যাসীও না খেয়ে মরে না। নেতারা ত্যাগী হলে জনগণ মাথায় করে রাখেন। সুভাষচন্দ্রের ডাকে মেয়েরা গায়ের গহনা খুলে দিয়েছিল। তার পরিমান নেতাজির ওজনেরও বেশি। সেই সোনা নেতারা গায়েব করে ভারতবর্ষ শাসন করেছিল। তারা কি মানুষকে ত্যাগের দীক্ষা দিতে পারে?

১টি চালের উপর সরস্বতী গড়ে তাক লাগিয়েছেন অমিত

নিজস্ব প্রতিনিধি : ছোট কড়ির উপর সন্তান ও বাহন সমেত দুর্গা প্রতিমা গড়ে আগেই সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছেন নদিয়ার কল্যাণীর শিল্পী অমিত মজুমদার। তাঁর শিল্পকর্ম রাজ্যের আঙ্গিনা

ছাড়িয়ে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ঠাঁই করে নিয়েছে। ইতিমধ্যে দেড় সেন্টিমিটার কাঁচের শিশির মধ্যে বিভিন্ন দেব–দেবীর মূর্তি ফুটিয়ে তুলেছিলেন ওই শিল্পী। এবার একটি চালের উপর বাগদেবীর মূর্তি তৈরি করে অমিতবাবু সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে বাহন হাঁস রয়েছে। নদিয়ার কল্যাণী সোগুনা গ্রামে, অমিত বাবু সপরিবারে বসবাস করেন।

ওই অঞ্চলের বছর পঁয়ত্রিশের ওই শিল্পী আদিবাড়ি। তাঁর বাবা আদিত্য মজুমদার ও মা মীনু মজুমদার। ছোট থেকেই শিল্পের প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মায়। তারপর থেকেই 'সৃষ্টির নেশা' তাঁকে পেয়ে বসে। ধীরে ধীরে ওই নেশাতেই অমিতবাবু বুঁদ হয়ে যান। বর্তমানে নেশাকেই তিনি পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছেন এখন তিনি নিজেকে শিল্পী তৈরির কারিগর হিসাবে পরিচয় দিতেই বেশি গর্ববোধ করেন। এককথায় এই শিল্পকর্মকে মাইক্রোম্যান বলে। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম জিনিস তৈরি করার নেশা তাঁকে কিছুতেই দমাতে পারেনি। এই কারণে বাংলার যে কোনও প্রান্তে এবং অন্য রাজ্যে সেখানকার মেলায় তাঁকে পসার নিয়ে দেখা যাবে।

তাঁর তুলির টানে মনের ভাবনা ফুটিয়ে তোলার পাশাপাশি তিনি অনেককে শিল্পের পাঠও দিয়ে থাকেন। অমিতবাবু বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে পুরস্কার পেয়েছেন। ভূষিত হয়েছেন মানপত্রে। প্রথমদিকে অঙ্কন শিল্পকে অমিতবাবু ধ্যানজ্ঞান করেন। পরে তিনি তাঁর শিল্পকর্মের অভিমুখ কিছুটা বদলে ফেলেন। তাঁর রংয়ের আঁচড়ে বিভিন্ন মহাকাব্যের উল্লেখযোগ্য কাহিনীও জীবন্ত হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যেই 'গিনেস ওয়ার্ল্ড বুকে' রেকর্ড সৃষ্টিকারী হিসাবে নাম তোলার জন্য প্রমাণপত্র সব পাঠিয়েছেন। অমিতবাবু বলেন, ছোট থেকেই শিল্পের প্রতি আমার আকর্ষণ তৈরি হয়। দিনদিন তা বাড়তে থাকে। তাঁর মা মিনু দেবী বলেন, সংসার চালাতে কিছুটা কষ্ট হলেও অমিতের শিল্প আরাধনায় কোনও দিন বাধা দিইনি।

ঘর সাজাতে গমের কাঠি

নিজস্ব প্রতিনিধি : এতদিন পর্যন্ত শোলার কাঠি, পাটকাঠি দিয়ে হাতের নানারকম ঘর সাজানোর জিনিস তৈরী হত। এর সঙ্গে এখন নতুন যুক্ত হয়েছে গমের কাঠি। সাধারনত যারা পেশাদারী মৃৎশিল্পী তারাই এই শোলার কাঠি, পাটকাঠি দিয়ে রকমারি জিনিস তৈরী করে থাকে। কিন্তু দেওয়ালে টানিয়ে রাখার মত বিভিন্ন ছবি গমের কাঠি দিয়ে তৈরী করে তাক লাগিয়ে দিচ্ছেন প্রায় বছর পঁচাত্তরের এক বৃদ্ধা। চন্দননগরের গোঁদলপাড়ার বাসিন্দা তুষার চ্যাটার্জী (৭৫) গত প্রায় তিন দশকেরও বেশী সময় ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর স্ত্রী দীপিকা চ্যাটার্জী (৬৫) জানান, আমার স্বামী কলকাতায় একটি বেসরকারী সংস্থায় কাজ করতেন। কলকাতায় নানাবিধ হাতের কাজের প্রদর্শণী হয়। সেইরকমই এক প্রদর্শণীতে এই গমের কাঠি দিয়ে তৈরী ছবি দেখেই তাঁর এই শিল্পের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। ১৯৮৬ সাল থেকে তুষারবাবু এই গমের কাঠি থেকে বিভিন্ন ছবি তৈরী করছেন। তুষারবাবু কোন পেশাদার শিল্পী নন। এই শিল্পের প্রতি আগ্রহ থেকেই তিনি এই কাজ করে আসছেন। দীপিকাদেবীও উত্তরপাড়া কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে লেডি ব্র্যাবোর্ণ ডিপ্লোমা করেছেন। তিনি ছাত্র – ছাত্রীদের বিভিন্ন হাতের কাজ শেখান। তুষারবাবু জানান, বিভিন্ন স্থানে মেলা হয়। সেই মেলাতে এই গমের কাঠি দিয়ে তৈরী বিভিন্ন ছবি প্রচুর বিক্রি হয়। এই ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে নৃত্যরত গণেশ, আবার কোনটিতে রয়েছে রথের ছবি। কোনটির দাম ৬০ টাকা, আবার কোনটির দাম ১৫০ টাকা। চায়না মাল বাজারে ছেয়ে গেলেও হাতে তৈরী গম কাঠির এই ছবির চাহিদা বিভিন্ন মেলাতে যথেষ্ট রয়েছে বলে জানান তুষারবাবু।

বেকারত্ব দূর করার বিকল্প কি চপ ও পকোড়া শিল্প?

সুজয় সাধুখাঁ

২০১৯ এর লোকসভা ভোটের আর দেড় বছরও বাকি নেই। বছরে ২ কোটি কর্মসংস্থান, প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা, ২০২২ সালের মধ্যে স্বচ্ছ ভারতের মতো ফাঁকা বুলি। ফের দিল্লির মসনদ দখল করতে গেলে চাই আরও বেশি বেশি প্রতিশ্রুতি! বিশেষ করে বেকারত্ব দূরীকরণের ফাঁকা বাতলানি। আর আমরা সাধারণ মানুষরা সেই রাজনীতিক নেতাদের পাতা ঘুঘুর ফাঁদকে বিশ্বাস করে নিজেরাই দিনে দিনে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছি। আজ আমাদের ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে অর্থনীতির চাকা ধিকি ধিকি এগোচ্ছে। জিডিপি ধাক্কা খেয়েছে। ছোট ও মাঝারি ক্ষুদ্র শিল্প প্রদীপের আলোর মতো সরু হয়ে জ্বলতে শুরু করেছে। নোটবাতিল ও জিএসটি চালু হওয়ার পর থেকে কর্মহীন হয়েছে বহু বেসরকারি সংস্থার কর্মীরা। তারপরেও সরকার বলছে বহু কর্মসংস্থান হয়েছে!

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন অক্সফ্যামের রিপোর্টে বলছে দেশের ৭৩% সম্পদ ১% ধনী শ্রেণির মানুষের কাছে আছে। আর তাতেই আন্তর্জাতিক মহলে মুখ পুড়ে সরকারের। শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেটটা একটু জনদরদী করে তাতে মলম লাগালেন মোদী অরুণের জুটি। কৃষকদের ঋণ মুকুব থেকে প্রবীণদের দরদি হয়ে উঠলেন বটে, কিন্তু বেকার শিক্ষিত যুবকদের চাকরির উচ্চ বাচ্চাই করতে শোনা গেল না অর্থমন্ত্রীর গলায়। তবে আশ্চর্যের বিষয় সংসদদের বেতন বেড়ে গেল প্রায় দ্বিগুণ! আর তারপরেও নাকি মুখ ভার বহু সাংসদদের। সংসার চালাতে নাকি পারছে না অনেক সাংসদ। এখন প্রশ্নও হল এত সাংসদদের বেতন না বাড়িয়ে তাদের এত ভাতা, পেনশন বাবদ কোটি কোটি টাকা তছরুপ না করে যদি কোনও কর্মসংস্থান তৈরি করত তাহলে তো সেটা দেশের পক্ষেও ভাল হত। এই নিত্য দিন খুন, ধর্ষণের মতো ঘটনা থেকে শুরু করে নেশাজাত দ্রব্যেও তো লাগাম পরানো যেত। পাশাপাশি আবার আমরা যত না পণ্য বিদেশে রপ্তানি করতে পাচ্ছি তার থেকে আমদানিতে পটু হয়ে উঠেছি। এই যেমন চিনের কথায় আসা যাক, আজ আমাদের দেশে তাদের তৈরি করা পণ্যই তো বেশি ব্যবহার করছি। প্রধানমন্ত্রী মোদী মুখে যতই চিনা পণ্যের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করুক না কেন অর্থনীতির বাজারে তাদের ৬০% পণ্যই তো রাজ করছে ভারতে। তাই তো চিনের অর্থনৈতিক জিডিপি আজ ১০%–এ পৌঁছেছে আর আমরা সেই ৬.৫%–এ।

অপরদিকে আসি পশ্চিমবঙ্গের কথায়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি বলছে ৬ বছরে ৮১ লক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে। তবে কোথায় হয়েছে সেই রিপোর্ট নেই নবান্নের কাছে। আর সদ্য হয়ে যাওয়া বিশ্ববঙ্গ সম্মেলনেও প্রস্তাব আছে ২০ লক্ষ কর্মসংস্থানের। তবে তা কবে হবে তারও কোন হিসাব নেই! তবে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বেকারত্ব দূর করতে আগে থেকেই বলেছিলেন তেলেভাজা শিল্পের কথা। বাঙালিরা উৎসবমুখী বলে সরকারের কোষাগারে ভাড়ে মা ভবানী অবস্থা থাকলেও জনগণের করের টাকাতেই চলছে খাদি মেলা, মৎস উৎসব, পিঠেপুলির মতো রসেবশের মতো মেলা। স্বয়ং মমতা যুক্তি দেন এতে করে নাকি পশ্চিমবঙ্গ শিল্পমুখী হবে, এটা কি কোন যুক্তিসঙ্গত কথা! আবার ইদানীং মোদী বাবুও বলে বসলেন পকোড়া ভাজাও নাকি একরকম শিল্প!

অতএব রাজ্য রাজনীতিতে রাম হনুমানের জোর যুদ্ধ চলেছে কিছুদিন আগেই। এবার চপ ও পকোড়া শিল্পের পালা। মোদী ভাই, দিদিভাই যতই আদায়–কাঁচকলায় হোক না কেন বেকারত্ব দূরীকরণে বেশ হাস্যকর শিল্পের সন্ধান দিয়ে গেলেন বটে তাদের সাপে নেউলের বিরোধী জুটি।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত বজবজ ২ নম্বর ব্লকের কৃষিতথ্য ও উপদেষ্টা কেন্দ্রের উদ্যোগে স্বনির্ভর দলের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য মাশরুম চাষের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হল। গত ৮/০২/১৮ তারিখ সাউথ বাওয়ালিতে এই প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বহু স্বনির্ভর মহিলা দল। এছাড়াও ওই এলাকার প্রধান আলোক পাত্র, সহ কানাই সাঁতরা, সইদুল ইসলাম মল্লিক ও আরও অন্যান্যরা। মাশরুম চাষের সম্বন্ধে মহিলাদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেন সুমন্ত সরকার ও ব্লক ATMA স্টাফ। প্রশিক্ষণ পেয়ে স্বনির্ভর দলের মেয়েরা অত্যন্ত খুশি এবং মাশরুম চাষ করতে আগ্রহী। গত ৯ ফেব্রুয়ারি বজবজ ২ নম্বর ব্লকের ATMA ফাংশনারির উদ্যোগে বিডিও অফিসের সেমিনার হলে মৎসচাষিদের নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন FEO, প্রশিক্ষক ডঃ বিপ্লব ব্যানার্জী, রামকৃষ্ণ জানা (BTM), সামসুদ্দিন (ATM) ও আরও অন্যান্যরা।

চিকিৎসার নামে স্ত্রীর কিডনি বিক্রির অভিযোগ ফরাক্কায়, অভিযুক্ত স্বামী সহ শ্বশুর বাড়ি

আনন্দ সাহা, মুর্শিদাবাদঃ ১৭ বছর আগে যার হাত ধরে বাপের ভিটে ছেড়ে নতুন জীবনে পা দিয়েছিলেন , তারই প্রতারণায় একটি কিডনি খুইয়ে বেকায়দায় গৃহবধূ রীতা সরকার। প্রতারিত গৃহবধূ রীতা সরকার অভিযোগ দায়ের করেছেন ফারাক্কা থানায়। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্ত স্বামী বিশ্বজিত সরকার ও দেওর শ্যামল সরকারকে পুলিস গ্রেফতার করেছে।

১৭ বছর আগে ফরাক্কা থানার বিন্দুগ্রামের বাসিন্দা রীতা সরকারের বিয়ে হয় লালগোলার কৃষ্ণপুর সরকার পাড়ার বাসিন্দা বিশ্বজি সরকারের সঙ্গে । রীতাদেবীর বাবা মহাদেব হালদার বলেন, বিয়ের সময় পাত্র পক্ষের দাবিমতো নানা জিনিসের সঙ্গে ৫ ভরি সোনার গয়না, ৫ ভরি চাঁদি ও নগদ ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা দিয়েছিলাম। রীতাদেবী বলেন, বাবা দাবিমতো পণ দিলেও বিয়ের কিছুদিন পরে থেকেই আরও নগদ টাকার দাবিতে আমাকে চাপ দেওয়া শুরু করে শ্বশুরবাড়ির লোকজন। শারীরিক নির্যাতন করা হত। নগদ টাকা দিতে না পারায় বাবার কাছে একটি গাড়ি দাবি করা হয়। বাবা গাড়ি দিতে অস্বীকার করায় আমার উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের মাত্রা বাড়ে। ২০১৬ সালে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। অভিযোগ সেই সময় চিকিৎসার নামে রীতাদেবীকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে কয়েকটি পরীক্ষা–নিরীক্ষা করানোর পরে শ্বশুর বাড়ির পক্ষ থেকে জানানো হয় অ্যাপেনডিসাইটিস হয়েছে। শীঘ্রই অপারেশন করতে হবে। রীতাদেবীর অভিযোগ, তিনি বুঝে ওঠার আগেই তাঁকে অচৈতন্য করে অপারেশন করা হয়। জানান, অপারেশনের সময় হাসপাতালে হাজির ছিলেন তাঁর স্বামী, শাশুড়ি ও দেওর। অপারেশনের দশদিন পর তাঁকে বাড়িতে আনা হয়। কয়েকমাস পর থেকে নগদ টাকার দাবিতে ফের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শুরু হয়। একইসঙ্গে চলে প্রাণনাশের হুমকি। শ্বশুর বাড়িতে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ছেলেকে নিয়ে বাপেরবাড়িতে ওঠেন রীতাদেবী।

এরপর ২০১৭ এর নভেম্বরে শিলিগুড়িতে দিদির বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৬ নভেম্বর উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে ধরা পড়ে, তাঁর ডান দিকের কিডনি নেই। সংক্রমণ শুরু হয়েছে বাঁদিকের কিডনিতে। মাথায় হাত পড়ে পরিবারের। নিশ্চিত হতে ফের ২৮ জানুয়ারি মালদায় পরীক্ষা করানো হয়। রীতাদেবীর অভিযোগ প্রতিদিন ফোনে তাকে ও তাঁর বাবাকে খুনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে ।এই পরিস্থিতিতে গতকাল ফরাক্কা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন রীতাদেবী। স্বামী বিশ্বজি সরকার, শাশুড়ি বুলুরানি সরকার ও দেওর শ্যামল সরকারের নামে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ফরাক্কা থানার IC উদয়শঙ্কর ঘোষ বলেন, রীতা হালদারের কিডনি কাটা হয়েছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখছি।

এই ঘটনায় চিকিৎসক, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তদন্ত শুরু হয়েছে।অভিযুক্ত বিশ্বজি সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। উলটে তাঁর সাফাই, রীতাদেবী স্বেচ্ছায় ছত্তিশগরে রায়পুরের এক গ্রহীতাকে কিডনি দান করেছেন। ১৯৯৪ সালের মানবঅঙ্গ প্রতিস্থাপন অ্যাক্ট অনুযায়ী, নিকট আত্মীয় ছাড়া কিডনি দান বা গ্রহণ বেআইনি। পাশাপাশি ভিনরাজ্যের গ্রহীতার সঙ্গে রীতাদেবীর যোগাযোগের সম্ভাবনা ও কিডনি দানের কারণ নিয়েও ধোঁয়াশা দেখা দিয়েছে। তাই এই ঘটনার পিছনে তাঁর শ্বশুরবাড়ি লোকেরাই রয়েছে বলে অভিযোগ।

বীরভূম

সিউড়িতে গুণীজন সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা 'সোনালী রোদ্দুর' –র উদ্যোগে ৩০ জানুয়ারি দুপুরে সিউড়ি রামকৃষ্ণ সভাগৃহে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ড: কল্যাণ ভট্টাচার্য্য, ড: পবিত্র দাসবক্সী, কবি তপন বন্দোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা ও সম্মাননা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন ড: রনজিৎকুমার বাগ, ড: শান্তনু রায়, ড: বৈশালী রায়, সিদ্ধনাথ চট্টোপাধ্যায় সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। সঙ্গীত পরিবেশন করেন ড: বৈশালী রায়।

আবাস যোজনার চেক বিতরণ

অভীক মিত্র : ২৯ জানুয়ারি মুরারইয়ে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'বাংলা আবাস যোজনা'র চেক প্রাপকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন মুরারই–১ নং ব্লক বিডিও, মুরারই গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান দুলাল বিন, মুরারই–১ যুব তৃণমূল সভাপতি অসিতকুমার দাস (সুজয়) সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। রাজনগর বিডিও এবং পঞ্চায়েতসমিতির সভাপতির উপস্থিতিতে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'বাংলা আবাস যোজনা'র চেক প্রাপকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর এবিষয়ে একটি ভিডিও প্রদর্শিত হয়। রাজনগর বিডিও দীনেশ মিশ্র বলেন, 'আমরা চাই প্রত্যেকের মাথায় ছাদ হোক।' পঞ্চায়েতসমিতি সভাপতি সুকুমার সাধু বলেন, 'এতগুলো মানুষকে ঘর দিতে পেরে আমরা খুশি।'

অতিমানব দেখতে ভিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১ ফেব্রুয়ারি সকালে আট ফুট দুই ইঞ্চি কাবুলের শের খান সিউড়ি এসেছিলেন তার ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর জন্য। এত লম্বা মানুষ দেখতে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় সদর শহর সিউড়িতে। পরে পুলিশ শের খানকে গাড়িতে করে বোলপুর পাঠায়। হাওড়া থেকে ট্রেনে করে বোলপুর হয়ে সিউড়ি এসেছিল শের খান।

ট্রেনিং সেন্টারের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজনগর নাকাশ ইদগাছা নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উদ্বোধন হল একটি ট্রেনিং সেন্টারের। রাজনগর ব্লকের চারটি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র ও ২২টি শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের মোট ৫৪জন শিক্ষক শিক্ষিকা এখানে কেন্দ্রীয় সরকার নির্দিষ্ট ডি–ই–এল–এড ট্রেনিং করবেন। সেন্টারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে বিডিও দীনেশ মিশ্র বলেন, 'এলাকার শিক্ষক শিক্ষিকাদের আমি সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি। প্রয়োজনে সবরকম সাহায্য ও সহযোগিতা দিতে তৈরি আছি।' অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন এলাকার সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা।

চন্দ্রগ্রহণ দেখাল বিজ্ঞানমঞ্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি : চন্দ্রগ্রহণে চাদেঁর নানারূপ দেখাল পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের সিউড়ি বিজ্ঞানকেন্দ্র, মাজিগ্রাম বিজ্ঞানসভা। সিউড়ি পুলিশলাইনের মাঠে এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক শুভাশিস গড়াই। ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা, গ্রামবাসী সহ আগত মানুষজনকে গ্রহণের সময় মিষ্টি খাওয়ানো হয় বিজ্ঞানমঞ্চের পক্ষ থেকে। সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিবাদী চিন্তাপ্রসারের জন্য হাতেকলমে বিজ্ঞান প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল মাজিগ্রাম উচ্চবিদ্যালয়ে। সর্প বিষয়ক পোস্টার প্রদর্শনী এলাকার মানুষের মধ্যে আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো। শিক্ষক শুভাশিস গড়াই বলেন, ' ২০১৪ সাল থেকে সকলের সহায়তায় এই প্রদর্শনী শুরু করেছি। শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রীরা নয় এলাকার চারটি গ্রামের সব সম্প্রদায়ের মানুষের প্রর্দশনী দেখতে আসার আগ্রহ আশাব্যঞ্জক।

প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৬ জানুয়ারি যথাচিত মর্যাদার সঙ্গে পালিত হল ৬৯তম প্রজাতন্ত্র দিবস। মূল অনুষ্ঠানটি হয় সিউড়ি চাঁদমারি ময়দানে। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, জেলাপরিষদের সভাধিপতি। সকালে সিউড়ি সংশোধনাগারে শিক্ষক উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে লাভপুর সংস্কৃতি বাহিনী মঞ্চস্থ করে নারী নির্যাতন ও ডাইনী প্রথার বিরুদ্ধে নাটক 'নজর'। রামপুরহাট ১৪নং ওয়ার্ড রেলপাড়ে ভারতমাতা পুজো উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি জেলা সহসভাপতি স্বরূপরতন সিনহা, কাউন্সিলার মনোজ শর্মা, তারকেশ্বর ধীবর। সাইথিয়া শহর ও গ্রামীণ বিজেপি মন্ডল কমিটির উদ্যেগে সাইথিয়া ইউনিয়ন বোর্ডমোড়ে ভারতমাতার পুজো ও হোম উপলক্ষ্যে সহস্রাধিক মানুষকে প্রসাদ খাওয়ানো হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি জেলা সভাপতি রামকৃষ্ণ রায়, কাউন্সিলার শান্তনু রায় (সঞ্জু), ভবানী পাল, কাশীনাথ মন্ডল, অচিন্ত্য দাস। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর রামপুরহাট ডাকবাংলো মোড়ে বিজেপির পক্ষ থেকে ভারতমাতার পুজো ও হোম করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মহিলামোর্চা নেত্রী রেশ্মী দে। রামপুরহাট ডাকবাংলো মোড়ে বামফ্রন্টের মানববন্ধন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কামাল হাসান, মতিউর রহমান, সঞ্জীব মল্লিক সহ আরও অনেকে।

দুর্ঘটনায় দিশেহারা বীরভূম

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩১ জানুয়ারি কামড়াঘাট মোড়ে লরির ধাক্কায় মারা গেল সন্ধিগড় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বৈদ্যনাথ ভান্ডারী। বিয়ে করে ফেরার পথে ২২ জানুয়ারি গভীররাতে রামপুরহাট মনসুবা মোড়ে বালি বোঝাই লরির সঙ্গে টাটা সুমোর মুখোমুখি সংঘর্ষে চার বরযাত্রীর মৃত্যু হল। মৃতরা হল বসন্ত হাজরা, লাবণ্য প্রামানিক, প্রহ্লাদ লেট, বিপ্লব লেট। নতুন বউ মল্লিকার হাত ভেঙে গিয়েছে। বর পিন্টু লেট সহ চারজন বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বালসাগ্রামের পিন্টু লেটের সঙ্গে প্রচন্ডপুরের মল্লিকার দুইমাস পরে বিয়ে হওয়ার কথা থাকলেও পিন্টুর ঠাকুমার শারীরিক অবস্থা ভালো না হবার জন্য তড়িঘড়ি বিয়ে হয়ে যায়। এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

ডাকাতির মূল পান্ডা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গতবছর ৩ এপ্রিল সিউড়ি সোনার দোকানে ডাকাতি ঘটনায় ডাকাতির মূল পান্ডা পঞ্চাহার মন্ডলকে মুম্বই থেকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ২৭ জানুয়ারি সিউড়ি আদালতে তোলা হলে নয়দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক। অন্যদিকে, ২৪ জানুয়ারি গভীররাতে সিউড়ি থানার তিলপাড়া পঞ্চায়েতের নতুনপল্লীতে একটি বাড়িতে ডাকাতি করে ৬ – ৭ জনের একটি ডাকাতদল। ডাকাতদের হাতে আক্রান্ত হয়েছে নিমাই ও শান্তনু হালদার নামে দুই ভাই। ১৮ জানুয়ারি গভীররাতে সিউড়ি সাজানোপল্লীর একটি বাড়িতে প্রথমে ডাকাতি করে ৫–৭ জনের একটি ডাকাতদল। তারপর নির্মীয়মান বাড়িতে কালো মন্ডল নামে এক রাজমিস্ত্রীকে বেঁধে লুঠপাঠ করে। শেখ সাবিরুল ও শেখ সাবিরুদ্দিন খান নামে দুই রাজমিস্ত্রীকে বেধে রেখে মোবাইল ফোন ও টাকা কেড়ে নেয়। একতলায় ছিলেন বাড়ির মালিক লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায় ও দিদি চিন্ময়ী গোস্বামী। বিষয়টি ফোন করে জানান পরিচিত গুরুদাস মুখোপাধ্যায়কে। গুরুদাস ও ছেলে অর্ক বাইকে করে এলে তাদের ব্যাপক মারধর করে ডাকাতদল। আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন অর্ক। ঘটনার গুরুত্ব বুঝে এলাকায় তদন্তে আসেন পুলিস সুপার নিজেই। ডাকাতির ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

মঞ্চে রাজ্যপাল বনাম রাজ্য

মেহেবুব গাজী, ডায়মন্ডহারবার: রাজ্য বনাম রাজ্যপালের দ্বন্দ্বে এবার কড়া প্রতিক্রিয়া দিলেন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। বৃহস্পতিবার ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তনে আচার্য রাজ্যপাল উপস্থিত ছিলেন। সমাবর্তন অনুষ্ঠান শেষে চলতি বিতর্ক নিয়ে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জি রাজ্যপালের এক্তিয়ার নিয়ে যে প্রশ্ন তুলেছিলেন, সেই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে কেশরীনাথ বলেন, অনেক কড়া কথা বলেছেন। এবার কাদা ছোঁড়া বন্ধ করুন। নিজেদের ময়লা পরিস্কার করুন। আয়নায় নিজেদের মুখ দেখুন।' উল্লেখ্য এদিনের অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জিরও নিমন্ত্রণ ছিল। কিন্তু গরহাজির ছিলেন পার্থবাবু। এবিষয়ে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অনুরাধা ব্যানার্জি বলেন, গত কালও আমার সঙ্গে কথা হয়েছিল পার্থবাবুর। উনি আসবেন বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু কেন এলেন না তা বলতে পারব না।' সম্প্রতি রাজ্যপালের দপ্তর থেকে মালদার জেলা প্রশাসনকে লেখা একটি চিঠিকে কেন্দ্র করে রাজ্য কড়া অবস্থান নেয়। এমনকি রাজ্যসভায় তৃণমূল সাংসদরা এ বিষয়ে সোচ্চার হন। অন্য বিরোধীরাও রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে সরব হন। রাজ্যের পক্ষে পার্থ চ্যাটার্জি রাজ্যপালের এই চিঠি অসাংবিধানিক বলে উল্লেখ করেন। রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে সরব হন। ওয়াকিবহলের ধারণা, সেই প্রেক্ষিতে এদিন রাজ্যপালের সঙ্গে এক মঞ্চে থাকতে চান নি বলে পার্থবাবু সমাবর্তন অনুষ্ঠান এড়িয়ে যান।

২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে শুরু হয় দেশের তথা উত্তর পূর্ব ভারতের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়। প্রথমে ডায়মন্ড হারবার ফকিরচাঁদ কলেজে শুরু হয়েছিল পঠনপাঠন। পরে সরিষাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস গড়ে ওঠে। সেখানে ৬ টি বিষয়ের ওপর মাস্টার ডিগ্রি পড়ানো হয়। এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তনে ২০১৬, ২০১৭ শিক্ষাবর্ষের ৩০০ কৃতী পড়ুয়াকে মানপত্র তুলে দেওয়া হয়। এছাড়া ১৭ জন ছাত্রীকে উল্লেখযোগ্য ফলের জন্য বিশেষ পদক দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সাম্মানিক ডিলিট প্রদান করা হয় অভিনেত্রী তথা নৃত্যশিল্পী অলকানন্দা রায় ও সঙ্গীত শিল্পী নির্মলা মিশ্রকে। অলকানন্দা রায় উপস্থিত থাকলেও শারীরিক অসুস্থতার কারণে অনুপস্থিত ছিলেন নির্মলা মিশ্র। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কলকাতার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের প্রধান সঙ্ঘমিত্রা ব্যানার্জি। আচার্য কেশরীনাথ ত্রিপাঠী তাঁর ভাষণে বলেন, ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে বর্তমান সময়েও নারীদের বিশেষ স্থান আছে। দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি মহিলা। সেই মহিলাদের সমাজে বড় ভূমিকা নিতে হবে। আধুনিক ভারত গড়ে তুলতে হলে মহিলাদের এগিয়ে আসতে হবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মত প্রত্যন্ত এই এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠায় শিক্ষার প্রসার ঘটবে।' বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অনুরাধা মুখার্জি বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয় ন্যাকের বিচারেও প্রশংসিত। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণার কাজও শুরু হয়েছে। গত কয়েক বছরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কয়েকটি সেমিনারও আয়োজন করা হয়েছিল।' ডিলিট প্রাপক অলকানন্দা রায় বলেন, আমি অভিভূত। ভবিষ্যতে অবহেলিতদের নিয়ে কাজের প্রেরণা পাব।'

বাণীপুরের লোক উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগনার বাণীপুরে শুরু হল লোক উৎসব। রবিবার সুসজ্জিত লোক উৎসবের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট লোকশিল্পী একলব্য দাস। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, সভাধিপতি রেহেনা বিবি, সভাপতি রত্না বিশ্বাস প্রমুখ।

রবিবার এই উৎসবে সঙ্গীত পরিবেশন করেন আব্দুল হামিত। এই লোক উৎসবে ৩০ থেকে ৩৫টি সরকারি স্টলের পাশাপাশি থাকছে ৫০০টি বেসরকারি স্টল। এই মেলা তথা লোক উৎসবে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামাঙ্কিত মঞ্চ রাখা হয়েছে।

এছাড়া কৃষি ও পুষ্প প্রদর্শনী ও বাউল গানের পরিবেশনা থাকছে। মেলার অন্য প্রান্তে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নানাবিধ কাজের প্রদর্শন থাকছে। এই লোক উৎসব চলবে আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। হাবড়া ও জেলা পুলিশ আইন শৃঙ্খলা দায়িত্বে থাকছে।

বারাসতে ছাত্র যুব উৎসব

পার্থ ঘোষ, বারাসত : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ দফতর আয়োজিত বারাসত ১ নম্বর ব্লক স্তর ছাত্র যুব উৎসব ২০১৭–১৮ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বারাসত ১ নম্বর ব্লক সংলগ্ন ময়দানে। ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি দুইদিন ব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক এই অনুষ্ঠানে ব্লক–১ এর অভ্যন্তরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিশু শিক্ষার্থীর এতে অংশগ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি রেহেনা বিবি। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বারাসত ব্লক–১ এর সভাপতি হালিমা বিবি, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মামুন আখতার ও বারাসাত পুরসভার পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। সকলেই ছাত্রছাত্রীদের সাফল্য ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আগাম শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠান মঞ্চটি বাংলার আবাস যোজনার আদলে নির্মাণ করা হয়। প্রতিযোগিতামূলক এই অনুষ্ঠানের শেষে সকলকে পুরস্কার বিতরনও করা হয়।

বিবিআইটির ড্রয়িং কম্পিটিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩ ফেব্রুয়ারি বিবিআইটি পাবলিক স্কুলের উদ্যোগে ড্রয়িং কম্পিটিশনের আয়োজন করা হয়েছিল। বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে প্রায় ৮০০ জন ছাত্র–ছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। বিবিআইটির চেয়ারম্যান জগন্নাথ গুপ্তা সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

বিবিআইটির আধিকারিক মানস বাড়ুই জানান যে সমস্ত ছাত্র–ছাত্রী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল, তারা যদি বিবিআইটি পাবলিক স্কুলে ভর্তি হয়, তাদের জন্য পঞ্চাশ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে।

সরকার পোষিত বিদ্যালয় খুঁজে পেল সরকারি রাস্তা

রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী : দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজ–১ ব্লকের চিংড়িপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সরকার পোষিত বিদ্যালয় রাজারামপুর বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির এতদিন মূল রাস্তা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। ১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিদ্যালয়ের কোনও বৈধ প্রবেশপথ ছিল না। শতকরা ৮৫ ভাগ তফসিলি শ্রেণি ও বাকি ১৫ ভাগ সংখ্যালঘু শ্রেণিভুক্ত ছাত্র সহ অভিভাবকগণ, শিক্ষক–শিক্ষিকারা সবাই আসত সংলগ্ন ব্যক্তিগত মালিকাধীন 'দশ বিঘা মাঠ' এর উপর দিয়ে। এছাড়া বিদ্যালয়ের পাশে বহমান সূতি খালের ওপর সংকীর্ণ ও জরাজীর্ণ বাঁশের সাঁকোটি ছাত্রদের যথেষ্ট ঝুঁকির সঙ্গে পারাপার করতে হত। বর্ষাকালে অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠত। চলাচলের প্রায় অযোগ্য কর্দমাক্ত মাঠ ও সাঁকো প্রায়শই ছাত্রদের নানাধরনের দুর্ঘটনা ও সমস্যার কারণ হয়ে উঠত।

এমতাবস্থায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পরিতোষ বিশ্বাস বিদ্যালয়ের স্থায়ী ও বৈধ রাস্তা নির্মাণের জন্য উদ্যোগী হন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেন। অবশেষে নানা জটিলতা কাটিয়ে রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তা ও প্রচেষ্টায় খালের ওপর ২০ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১০ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট কংক্রিটের সেতু নির্মিত হয় যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বজবজ–১ ব্লকের বিডিও রীনা ঘোষ, বজবজ ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিত্যানন্দ বর্মন, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মহঃ ইকবাল হোসেন, শিক্ষা স্বাস্থ্য ক্রীড়া কর্মাধ্যক্ষ বনশ্রী অধিকারী, চিংড়িপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সমর পর্বত, বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির সভাপতি সৌমিত্র খাঁড়া সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পরিতোষ বিশ্বাস বলেন, রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট এর শর্তানুযায়ী এতদিন পর বিদ্যালয় তার বৈধ প্রবেশপথ পেল, মিড ডে মিলের চাল ও অন্যান্য জিনিস আনার ক্ষেত্রে যে অসুবিধা হত, এতদিনে সেই সমস্যা দূর হল। বিশেষ করে বর্ষায় ছাত্রদের আর আঘাত পেতে হবে না। তারা সাইকেল নিয়ে সরাসরি বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারবে। এককথায় ছাত্র শিক্ষক সহ সমগ্র এলাকাবাসী খুশি ও দারুণভাবে উপকৃত।

টেন্ডার নোটিশ

এতদ্বারা যোগ্য ঠিকাদারদের অবগত করা হচ্ছে যে, এন.আই.টি. নং 01/KUL/S24PGS/2018, 02/KUL/S24PGS/2018, 03/KUL/S24PGS/2018 তারিখ 06/02/2018–এ হসপিটাল বিল্ডিং রিপেয়ারিং এবং শৌচাগার নির্মাণকাজের জন্য টেন্ডার ডাক হয়েছে। বিশদ বিবরণের জন্য ১৩.০২.২০১৮ তারিখ বেলা ২.০০ টা পর্যন্ত কাজের দিনে কুলতলি কার্যনির্বাহী আধিকারিকের করণে যোগাযোগ করুন।

কার্যনির্বাহী আধিকারিক
কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতি
দক্ষিণ ২৪ পরগণা

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ

নিলাম বিজ্ঞপ্তি

নোটিশ নং – ২৫৪/জেড.পি/ফেরী/নিলাম/১৮ তারিখ :– ০২/০২/২০১৮

এবং ২৯৩/জেড.পি/নিলাম/আর.ভি–৫/৮১/১৮ তারিখ :– ০৮/০২/২০১৮

জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রনাধীন ৬১টি ফেরীঘাট ০১/০৪/২০১৮ থেকে ৩১/০৩/২০১৯ এবং ২৭টি পুষ্করিণী/পুষ্করিণী জমি গুলি ০১/০৪/২০১৮ থেকে ৩১/০৩/২০২১ বছরের মেয়াদী লীজ দেবার জন্য বিভিন্ন তারিখে নিলাম করা হবে। ফেরীঘাট/পুষ্করিণীর বিবরণ, নিলামের তারিখ ও ন্যূনতম ডাক সংক্রান্ত তথ্য জেলা পরিষদ ও ব্লক উন্নয়ন অফিস থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য www.zps24pgs.gov.in–এই ওয়েব সাইটে দেখা যেতে পারে।

অতিরিক্ত জেলা শাসক
ও
অপর নির্বাহী আধিকারিক
দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ

২৮০/জেতসদ/২৪ পঃ(দঃ)/০৯.০২.১৮

মহানগরে

দখিনের জানালা

বাগবাজারে শ্রীচৈতন্যর ৫৩২তম জন্ম জয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহাপ্রভুর শ্রীচৈতন্যের ৫৩২তম জন্ম জয়ন্তী উদযাপনে ব্রতী হয়েছে বাগবাজার গৌড়ীয় মিশন। এই উপলক্ষে এক মেলা আয়োজন করা হয়েছিল ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত। সহ সহযোগিতায় ছিল মহানাম সেবক সংঘ, পিপলস ফোরাম ফর চৈতন্য মহাপ্রভু এবং অন্যান্য গৌড়ীয় সম্প্রদায়। ৩ ফেব্রুয়ারি এই মেলার শুভ সূচনা করতে উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তব্য রাখেন ভারতের মাননীয়

বাণিজ্য এবং শিল্প মন্ত্রী সুরেশ প্রভু। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী সাধন পাণ্ডে, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন বেলুড়ের সাধারণ সম্পাদক সুবীরানন্দ মহরাজ, গৌড়ীয় মিশনের সম্পাদক শ্রীপদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, প্রাক্তন বিচারপতি এবং প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্যামল কুমার সেন সহ অঞ্চলের পুরপ্রতিনিধিরা। ৪ ফেব্রুয়ারি এক বিরাট নগর সংকীর্তনের আয়োজন করা হয়েছিল ধর্মতলা থেকে মেলা প্রাঙ্গণ পর্যন্ত। এছাড়াও প্রত্যেক দিনই ছিল বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা সভা। এবং ৮ ও ৯ ফেব্রুয়ারি দুদিন ব্যাপী জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। এছাড়াও প্রত্যেকদিন ছিল ক্যুইজ, আঁকা, লেকচার, আবৃতি এবং মৃদঙ্গ (শ্রীখোল) বাদন প্রতিযোগীতা। মেলা প্রাঙ্গণে শ্রীচৈতন্যের জীবন নিয়ে এক প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছিল। বিভিন্ন ধরনের স্টলে সুসজ্জিত ছিল মেলা প্রাঙ্গন। সবথেকে বেশি নজর কাড়ে ভারত সরকার এবং ভারত সেবাশ্রমের যৌথ প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা স্টল। বহু ভক্ত সমাগমে এবং প্রসাদ বিতরণে শ্রী চৈতন্যের জন্মবার্ষিকী হয়ে উঠেছিল সকলের মিলন ক্ষেত্র।

রঙবেরঙে অজানা টানে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ওদের মধ্যে অনেকেরই রঙের কোনও বিশেষ নাম জানা নেই, আছে শুধু অনুভব। এই অনুভবকে সঙ্গী করে সম্প্রতি ঠাকুরপুকুর কবরডাঙা অঞ্চলে আনন্দপল্লির নালন্দা বিদ্যাপীঠের প্রাঙ্গণে মিশনারিজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ডের সহযোগিতায় 'নির্মল নিকেতন' একটি আর্ট মেলার আয়োজন করেন।

স্থানীয় তিনটি বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থী এই মেলায় অংশগ্রহণ করে। শারীরিক ও মানসিক ভাবে পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েরা ও তাদের পরিবার যাতে কোনওরূপ হীনমন্যতায় না ভোগেন সেজন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয় বলে জানান দুই প্রধান সুজিত সেনগুপ্ত ও ব্রাদার জেভিয়ার।

ব্রতাচারী বালিকা বিদ্যাশ্রমের সুবর্ণ জয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি : দু বছর আগে দিনটা চলে গেছে ক্যালেন্ডারে। থিতু উদযাপনের আগ্রহ থিতিয়ে যায় নি জোকা ব্রতচারী বিদ্যাশ্রম গালর্স হাই স্কুলের শিক্ষিকা ও ছাত্রীদের। গত ২ ফেব্রুয়ারি ব্রতচারী গ্রামে বিদ্যাশ্রমের মাঠে পালিত হল সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব। মঙ্গল গীতি থেকে প্রদীপ প্রজ্বলন, অতিথিদের উপস্থিতি থেকে পুরস্কার বিতরণ সবই ছিল উৎসবের অঙ্গ। আসল পাওনা ছাত্রীদের গান, নাচ, নাটক প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

ঠাকুরপুকুর অঞ্চল যখন ঝোপ জঙ্গলে ভরা তখন প্রণম্য গুরুজি গুরুসদয় দত্তের স্বপ্নের ব্রতচারী গ্রামে কিভাবে জ্বলে উঠেছিল নারী শিক্ষার আলো তারই কাহিনী শোনালেন প্রাক্তন শিক্ষক অসিত ঘোষ ও ব্রতচারী গ্রামের সচিব বিজন মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন ডঃ দীপক বড়পণ্ডা, প্রণব গুহ, পরিচালন সমিতির সভাপতি ডালিয়া গোস্বামী, প্রাক্তন সম্পাদক অশোক কাঞ্জি, স্কুল কমিটির সদস্য গৌরাঙ্গ বাতাং, প্রাক্তন সদস্য চণ্ডীদাস নন্দী, ঠাকুরপুকুর স্টেট ব্যাঙ্কের ম্যানেজার পলাশ কুমার রায় ও সর্বশিক্ষা মিশনের জেলা আধিকারিক প্রমুখরা। প্রধান শিক্ষিকার কাছে শোনা গেল দীর্ঘ লড়াইয়ে কাহিনী। অনুষ্ঠানে বিদ্যাশ্রমের শিক্ষিকা ও কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবি রাখে।

ব্রতচারীর প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলার ব্রতচারী সমিতির উদ্যোগে ৬ ফেব্রুয়ারি 'ব্রতচারী'র ৮৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হল কলকাতার ভারতসভা কক্ষে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯৩২ সালের ৬ ফেব্রয়ারি (বাংলা সন ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ২৩ মাঘ) প্রাক্তন আইসিএস গুরুসদয় দত্ত বীরভূমে জেলা শাসক থাকাকালীন ব্রচচারীর প্রবর্তন করেন। পরবর্তীকালে তাঁর সেই আন্দোলন দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং ১৯৩৪ সালে তিনি 'বাংলার ব্রতচারী সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন।

'ব্রতচারী'র প্রতিষ্ঠা দিবস যথার্থভাবে পালনের জন্য বাংলার ব্রতচারী সমিতির উদ্যোগে কেন্দ্রীয় ব্লাড ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় আয়োজিত হয় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। শিবিরে ৪৫ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলার ব্রতচারী সমিতির অধিনেতা প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্যামলকুমার সেন মহাশয় সহ অভিনেতা রঞ্জিত কুমার মণ্ডল প্রমুখ। সারা বাংলার বিভিন্ন জেলার ব্রতাচরী এবং ব্রতাচরী প্রেমী মানুষদের উপস্থিতিতে দিনটি আনন্দমুখর হয়ে ওঠে। অ্যাসোসিয়েশন অফ ভলানটারি ব্লাড ডোনারস এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কেন্দ্রীয় ব্লাড ব্যাঙ্ক এর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ৭ জন মহিলা সহ সেই ৪৫ জন ব্রতচারী রক্তার্পণ করেন।

শহরে পাপন

সম্প্রতি কলকাতায় পার্ক স্ট্রিটে এক প্লাজায় সিগনেচার স্টার্টআপ-এর প্রযোজনায় শহরের তরুন তরুনীদের গানের মুর্ছনায় মাতালো পাপন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, অসমে তাঁর বাবা মায়ের কাছেই প্রথম হাতে খড়ি গানের। মা ছিলেন ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক গায়িকা আর বাবা ছিলেন ফোক মিউজিকের গায়ক। লিটারেচার নিয়ে পড়তে পড়তে তার গানে আসা। বিভিন্ন রকমের গানের মধ্যে তার সবথেকে বেশি ভালো লাগে মাটির গান যাকে বলা হয় ফোক মিউজিক। **ছবি: উৎপল কুমার রায়**

কর ব্যতীত আদায় বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ২০১৭-'১৮ অর্থাৎ চলতি অর্থবর্ষের বাজেট বিবৃতি অনুযায়ী কলকাতা পুরসংস্থা সরকারি অনুদান বাবদ মোট ১,৪৯০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা পাওয়ার কথা। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুদান বাবদ পুরসংস্থা পেয়েছে ৯ কোটি টাকার অধিক। অন্যদিকে, চলতি অর্থবর্ষে পুরসংস্থা কর ব্যতীত রাজস্ব আদায় ধরা হয় ৪৮২ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা। ৩১ ডিসেম্বর এক্ষেত্রে প্রকৃত আয় হয়েছে ৩৪৭ কোটি ৬৭ লক্ষ ৫১ হাজার ১২০ টাকা।

পথ নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্য সরকারের পরিবহন দফতরের উদ্যোগে ঠাকুরপুকুর ট্রাফিক গার্ডের পরিচালনায় সম্প্রতি 'ঠাকুরপুকুর ট্রাফিক গার্ডে'র অন্তর্গত থানাগুলিতে (ঠাকুরপুকুর, হরিদেবপুর ও সরসুনা) শহর পথচলার নিয়মকানুন বিষয়ে 'পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ' পালিত হল। যেখানে বেহলার জেমস লং সরণীস্থিত বড়িশা উচ্চ বালিকা বিদ্যামন্দির (উঃ মাঃ), জোকা স্থিত ব্রতচারী বিদ্যাশ্রম (উঃ মাঃ) ও বিবেকানন্দ মিশন (উচ্চ মাধ্যমিক), সরশুনাস্থিত বাসুদেবপুর হাই স্কুল (উচ্চ মাধ্যমিক) ও জি বি মেমোরিয়াল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পথ সচেতনতা বিষয়ে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন অ্যাসিসটেন্ট কমিশনার (ট্রাফিক) বিশ্বজিৎ ঘোষাল ও অমিতাভ গুহ, ঠাকুরপুকুর থানার অফিসার-ইন-চার্জ প্রদীপ কুমার ঘোষাল। সমগ্র পথ নিরাপত্তা সপ্তাহটি বিশেষভাবে পালনের জন্য ঠাকুরপুকুর ট্রাফিক গার্ডের অফিসার-ইন-চার্জ অনিমেশ মুখোপাধ্যায় ও ঠাকুরপুকুর থানার অ্যাডিশনাল অফিসার-ইন-চার্জ পিনাকি প্রামাণিকের উদ্যোগ ছিল দৃষ্টান্তমূলক।

মাঘী পূর্ণিমার স্নান

সাগরের পথে পুণ্যের আশায়

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ একাধারে পূর্ণিমা তাতে আবার চন্দ্রগ্রহণের সঙ্গে অমৃত যোগ। গঙ্গাস্নানের এমন যোগ সচরাচর আসে না। প্রায় ১৫০ বছর পর নাকি এমন যোগের আবির্ভাব। ফলে পুণ্যার্থীর ঢল গঙ্গাসাগর তটে। লট-৮ ঘাটে অগণিত মানুষের ভিড়। উপচে পড়ছে ভেসেল। মিনি-গঙ্গাসাগরের ছবি যেন। তখনও বাঁশের ব্যারিকেড খোলা হয়নি। তারই ভিতর দিয়ে চলেছেন পুণ্যার্থীরা। বাধ্য হয়ে মাঠে নামতে হল প্রশাসনকে। মোতায়েন হল স্পিড বোট থেকে স্বেচ্ছাসেবক। নির্বিঘ্নে কোন দুর্ঘটনা ছাড়াই সাগরতটে মহাযোগে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সারলেন মাঘী পূর্ণিমার স্নান। তৃপ্ত পুণ্যার্থীরা ফিরে গেলেন মহাপুণ্যের স্বাদ নিয়ে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের অপেক্ষা ফের শুরু হল এমন এক পূণ্যতিথির পুনঃ আর্বিভাবের।

বাসন্তীতে গ্রামীণ মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার চাতরাখালিতে শুরু হল ষষ্ঠ বর্ষের সুন্দরবন গ্রামীণ মেলা। মঙ্গলবার চাতরাখালি নাইটষ্টার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি আয়োজিত সুন্দরবন গ্রামীণ মেলার আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেন জেলা কৃষি কর্মাধ্যক্ষ সাজাহান মোল্লা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আমান লস্কর, ফারুক সরদার, জালাল

মোল্লা, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শিক্ষক আনোয়ার হোসেন কাসেমী, বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব বিশ্বরঞ্জন চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। সাত দিনের মেলায় নানান ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রক্তদান শিবির এবং বিশেষ আলোচন সভা থাকছে। মেলা কমিটির কর্মকর্তা ইউসুফ আনসারী বলেন বাসন্তী ব্লকের প্রত্যন্ত এই গ্রামের মানুষ জীবিকার জন্য প্রতিনিয়ত নানান ধরনের কর্মে যুক্ত। সারা বছর কেটে যায় বিভিন্ন কাজে। তাঁদের কে একত্রিত করে মেলবন্ধন করার জন্য আমাদের এই উদ্যোগ। তিনি আরও বলেন মেলায় নানান ধরনের অনুষ্ঠানের পাশাপাশি থাকছে চক্ষু পরীক্ষা শিবির এবং বিনামূল্যে চশমা প্রদান। সুন্দরবন গ্রামীণ মেলার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আব্দুল কালাম মঞ্চে আলোচনায় আনোয়ার হোসেন কাসেমী বলেন দীর্ঘ দিন ধরে বাসন্তী ব্লকে একটা অস্থিরতা চলছে তার মধ্যে হিন্দু-খ্রিস্টান-মুসলিমদের একটা মিলন ক্ষেত্র এই মেলা। যা আগামীদিনে বাসন্তীর মানুষের কাছে শান্তির বার্তা পৌঁছে দেবে।

নারী-শিশু উন্নয়নে ও সমাজ কল্যাণ দফতরের মুক্তির আলোক মালা

বরুণ মণ্ডল, কলকাতা : জনকল্যাণে সরকারি উদ্যোগ নিঃসন্দেহে জরুরি ভূমিকা পালন করতে পারে। ভালোভাবে বাঁচার জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু যেন সকলে জোগাড় করতে পারে। এই রাজ্যে এই ভাবনা যথাযথ মূল্য পেয়েছে। অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সাধারণ মানুষের কল্যাণে জীবনের প্রতিটি পর্বের জন্য প্রকল্প তৈরি করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যকে সফল করতে প্রয়োজন সুযোগ গ্রহণ করা। সেজন্য প্রয়োজন সচেতনতার প্রসার, তথ্যের প্রচার।

প্রকল্প সবলা

দফতরের নাম : নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ :

রাষ্ট্রমন্ত্রী : ডা. শশী পাঁজা (স্বাধীন দায়িত্ব প্রাপ্ত)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : এই প্রকল্পের মাধ্যমে কিশোরীদের স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানগত উন্নতি ঘটিয়ে তাদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা হচ্ছে। পরিপূরক পুষ্টির ব্যবস্থা করা হচ্ছে, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তৈরি খাবার অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রের মাধ্যমে কিশোরীদের সরবরাহ হচ্ছে। এভাবে কিশোরীদের মধ্যে অপুষ্টি দূর করার পাশাপাশি স্বাস্থ্য, পরিবার ও শিশুর সুরক্ষা এবং যত্নের ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি করা হচ্ছে। রাজ্যের কমবেশি ১০টি জেলায় 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের সঙ্গে সমন্বয় তৈরি করে এই প্রকল্প চলছে। এই প্রকল্পে গৃহকর্মেও জীবনের প্রশিক্ষণ এবং বিদ্যালয়-বহির্ভূত কিশোরীদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করার কাজ চলছে। তাঁদের 'কিশোরী কার্ড' নামে একটি কার্ড দেওয়া হচ্ছে যেখানে তাঁদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য দেওয়া থাকবে।

কারা আবেদন করতে পারবেন : ১১-১৮ বছর বয়সী অবিবাহিতা কিশোরী কন্যারা। বর্তমানে কলকাতা, নদিয়া, পুরুলিয়া, মালদহ, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও অন্যান্য কয়েকটি জেলা এই প্রকল্প চালু হয়েছে।

যোগাযোগ : গ্রামের অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্র এবং প্রতি ব্লকের সিডিপিও-র সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

কিশোরী শক্তি যোজনা

দফতরের নাম : নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ

রাষ্ট্রমন্ত্রী : ডা. শশী পাঁজা (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : সবলা প্রকল্পের অধীন সাতটি জেলার বাইরে যে জেলাগুলি আছে সেখানে ১১-১৮ বছর বয়সি কিশোরী কন্যাদের পুষ্টি স্বাস্থ্য এবং উন্নয়নগত অবস্থানের উন্নতির জন্য সবলা প্রকল্পের অনুরূপ এই প্রকল্প চালু আছে।

কারা আবেদন করতে পারবেন : ওইসব জেলার ১১-১৮ বছর বয়সি অবিবাহিতা কিশোরী কন্যারা এই সুযোগ পাবেন।

যোগাযোগ : গ্রামস্তরে বা ব্লকস্তরে যোগাযোগ করতে হবে।

স্বাবলম্বন স্পেশাল

দফতর : নারী ও শিশু এবং সমাজকল্যাণ

রাষ্ট্রমন্ত্রী : ডা. শশী পাঁজা (স্বাধীন দায়িত্ব প্রাপ্ত)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : এই প্রকল্পের মাধ্যমে পেশাদার যৌনকর্মীদের এবং তাদের অসুরক্ষিত কন্যা সন্তানদের সমাজে সুস্থ ও সম্মানযোগ্য জীবনযাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিকল্প পেশায় নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে এই প্রথম সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সাফল্য : ইতিমধ্যে, প্রথাগত প্রশিক্ষণের বাইরে গিয়ে টেলিভিশন সিরিয়ালে পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় এবং সেই সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজের জন্য বিশিষ্ট চলচ্চিত্র শিল্পী ও কলাকুশলীদের দ্বারা প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে প্রশিক্ষিত যৌনকর্মী এবং তাঁদের কন্যাসন্তানগণ বিকল্প এবং সম্মানযোগ্য পেশায় নিজেদের দক্ষতায় নিয়োজিত হয়েছেন এবং সমাজে সম্মানের সঙ্গে জীবনযাপন করছেন।

কারা প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন : যৌনকর্মী এবং তাদের কন্যাসন্তানগণ।

কারা আবেদন করবেন : যৌন এলাকায় কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান যারা এই পরিষেবা নিতে আগ্রহী।

যোগাযোগ : পশ্চিমবঙ্গ নারী উন্নয়ন নিগম (পশ্চিমবঙ্গ নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দফতরের অধীনস্থ সংস্থা)। নির্মাণ ভবন, লবণ হ্রদ, কলকাতা-৭০০ ০৯১।

মুক্তির আলো

দফতর : নারী ও শিশু ও সমাজ কল্যাণ

রাষ্ট্রমন্ত্রী : ডা. শশী পাঁজা (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : বিভিন্ন কারণে অনেক অল্পবয়সী মেয়েদের যৌনপল্লিতে অর্থাৎ রেডলাইট এরিয়াতে স্থান হয়। বহুক্ষেত্রে তারা অন্য রাজ্য বা দেশে পাচার হয়ে যায়। সবচেয়ে দুর্ভাগ্য, উদ্ধারের পরেও তাদের পরিবারে বা সমাজে ঠাঁই মেলে না। এই প্রথম সরকারি উদ্যোগে ও সম্পূর্ণ আর্থিক অনুদানে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে 'মুক্তির আলো' প্রকল্পে যৌনকর্মীদের ও এই দুর্ভাগা নারী -বালিকাদের পুনরুদ্ধারের পর কাউন্সেলিং এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তাদের থাকা-খাওয়া। কাউন্সেলিং-এর সঙ্গে মাসিক ভাতারও বন্দোবস্ত করেছে।

প্রশিক্ষণ শেষে ইচ্ছুক শিক্ষানবিশদের স্বাবলম্বনের জন্য এই প্রকল্প থেকে এককালীন মূলধন দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, বিগত ২০১৫-এর ৪ সেপ্টেম্বর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঐতিহাসিক প্রকল্পের নামকরণ ও শুভ সূচনা করেন। মুক্তির আলো প্রকল্পে ব্লক প্রিন্টিং ও স্পাইস গ্রাইন্ডিং-এর ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং 'ক্যাফেটেরিয়া ম্যানেজমেন্ট' ও 'টায়ার টিউবের পুনর্ব্যবহার' বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।

কারা প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন : নারী পাচারের শিকার মহিলা ও বালিকারা, যৌনকর্মী এবং তাদের কন্যাসন্তানগণ।

কারা আবেদন করতে পারবেন : যৌন এলাকায় কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান যারা এই পরিষেবা নিতে আগ্রহী।

যোগাযোগ : পশ্চিমবঙ্গ নারী-শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ দফতরের অধীনস্থ। সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ নারী উন্নয়ন নিগম, নির্মাণ ভবন, লবণ হ্রদ, কলকাতা ৭০০ ০৯১।

শ্রীমন্ত বৈদ্য তৃণমূলের প্রবীন ও নবীন সকলকে নিয়ে চলতে চান

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বজবজ-১ নম্বর ব্লকের বুইতার নাগরিক তরুণ তুর্কী শ্রীমন্ত বৈদ্য বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম সেনাপতি। সাংসদ অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের আর্শীবাদ ধন্য মাত্র ৩৪ বছর বয়সেই রাজনীতির শীর্ষে শ্রীমন্ত দ্রুত গতিতে উঠে এসেছেন তাঁর নিরলস রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচির সুবাদে। দক্ষ সংগঠক হিসাবে বারবার পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন তিনি। বুইতা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি ছিলেন। তারপর বজবজ ১ নম্বর ব্লকের জয়হিন্দ বাহিনীর সভাপতি হন। ২০১৬ সালে বজবজ-১ নম্বর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি হন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একান্ত ইচ্ছায়। সভাপতি পদ পাওয়ার পর সিপিএম পরিচালিত মায়াপুর ও চিংড়িপোতা গ্রাম পঞ্চায়েত শ্রীমন্ত বৈদ্যর দক্ষ তৎপরতায় তৃণমূলের দখলে আসে। কামারের মাঠে প্রায় ২২০০০ লোকের জন্য পবিত্র ইফতর মজলিশের আয়োজন করে সকলকে অবাক করে দেন। মজলিশে উপস্থিত সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও অভিভূত হন। পুরভোটে পূজালিতে বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে সংগঠনকে মজবুত করেন। বজবজ-২ নম্বর ব্লকের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে বিশেষ দায়িত্ব দেন। এছাড়া এমপি কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বুড়ুলে অভিষেকের জনসভা সব ক্ষেত্রেই সাংসদ তাঁর ওপর আস্থা রাখেন। রাজনীতির মঞ্চে শ্রীমন্ত বৈদ্য এখন 'হোলটাইমার'। সকাল হলেই নিজের

ব্লক ছাড়াও বিভিন্ন ব্লকের মানুষরা নানান সমস্যা নিয়ে তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হন। শান্ত, নম্র, ভদ্র আচরণে সকলকে সমস্যা সমাধানের পরামর্শ দেন। শ্রীমন্ত বৈদ্য জানালেন, বর্তমানে বজবজ-১ নম্বর ব্লকের পাশাপাশি বজবজ-২ নম্বর ব্লকের ১১টি অঞ্চলের কনভেনরের দায়িত্ব তাঁর উপর। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিটি অঞ্চলেই তৃণমূল জয়লাভ করবে- এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস করেন শ্রীমন্ত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন যজ্ঞে সকলকে আহ্বান জানান তিনি। সদা হাস্যময় শ্রীমন্ত বৈদ্য জানালেন, তিনি নবীন ও প্রবীন সকলকে নিয়েই সংগঠন মজবুত করতে চান, সেইসঙ্গে সকলের সহযোগিতা ও পরামর্শও চান।

দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য পুস্তক বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ কোন প্রচার ছাড়াই নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটানো ক্যানিংয়ের বেশ কয়েকজন যুবকের উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং মহকুমার বিভিন্ন স্কুলের নবম ও দশম শ্রেণির দুঃস্থ ও কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ অনুষ্ঠান হল। শনিবার সকালে ক্যানিং বন্ধুমহলে পঞ্চম বর্ষের এই পাঠ্যপুস্তক বিতরণে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক যাদব চন্দ্র বৈদ্য, দেবাশীষ বাগচি, পিনাকী প্রসাদ সরদার, মহিতোষ দাস, রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ দেবাশীষ রাণা সহ বিশিষ্টরা। ২৪০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের কে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। উদ্যোগী যুবকরা বলেন ক্যানিং মহকুমার প্রত্যন্ত সুন্দরবন সহ অন্যান্য স্থানে আর্থিক অনটনের জন্য অনেকেই বই কিনতে না পেরে পড়াশুনা বন্ধ করে দেয়। সেই সব অসহায়,দরিদ্র,কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে দাঁড়ানোই কর্তব্য বলে তাদের কে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে থাকেন এরা। তাঁদের আবেদন সারা বাংলায় এমন অসহায় ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্যে স্থানীয় যুবক, শিক্ষক এবং সাধারণ মানুষ এগিয়ে আসেন তাহলে শিক্ষাজগতে সারা বাংলায় এক নতুন সূর্যোদয়ের আবির্ভাব হবে।

মাঙ্গলিকী

অনুপমা একটি মেয়ের নাম

কৃষ্ণচন্দ্র দে : গত ১৫ নভেম্বর তপন থিয়েটারে অভিনীত হল নাট্যসৃজনী প্রযোজিত অজিত গঙ্গোপাধ্যায় রচিত এবং ইন্দ্রজিৎ পাল নির্দেশিত নাটক ''অনুপমা একটি মেয়ের নাম''। একটি ভিন্ন আঙ্গিকে ভিন্ন ধারায় ইন্দ্রজিৎ নাটকটিকে মঞ্চায়ন করলো প্রথাগত ধরা বাঁধা গতের বাইরে গিয়ে। নাটকে এ ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা সব সময়েই স্বাগত। ইন্দ্র এবং অন্তিকা বহুদিন ধরেই 'নাট্য সৃজনী' নামাঙ্কিত নাট্য পত্রিকা প্রতি বছর নির্দিষ্ট দিনে প্রকাশ করে আসছে। ওদের কোনও নাট্যদল ছিল না। অন্য দলে অভিনয় করে কোনও রকমে দিনগুজরান করছিল। কিন্তু মনের কোনায় কোথাও একটা অভাব বোধ করছিল ওরা দুজনেই; ফলতঃ এধ অভাব বোধ থেকেই এই নাট্যদল প্রতিষ্ঠা এবং এটাই ওদের প্রথম প্রযোজনা।

অভূতপূর্ব নাটক অনবদ্য প্রযোজনা এসব গাল ভরা কথা বলতে পারব না, তবে কোনও দ্বিধা না রেখেই বলছি ইন্দ্র নিজেকে এবং সেই সঙ্গে নাট্যসৃজনীকেও উতরে দিয়েছে। একেবারে সাদামাটা কাহিনীকে অভিনয়ের গুণে অনেকটা উচ্চমাত্রায় নিয়ে যেতে ওরা সকলেই মিলে মিশে চেষ্টার কোনও কসুর করেনি।

নাটকটি দেখতে দেখতে আমার বার বার কবিগুরুর স্ত্রীর পত্রের মৃণাল এর কথা মনের গহন কোণে উঁকি দিচ্ছিল।

নাটকটি দেখতে গিয়ে শুধু বার বার ভেবেছি ওরা আরও আগে কেন দল গঠন করল না। নাট্য জগতের অনেক মহিরূহ কিংবা চারাগাছের সঙ্গে তো ওদের পরিচয় কম ছিল না। Beter let than never. ওদের যাত্রাপথ কুসুমাস্তীর্ণ হোক।

আজ থেকে প্রায় ষাট–সত্তর বছর আগে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে অনুপমা শ্বশুর বাড়ি থেকে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল স্বামীর নোংরা অপরিচ্ছন্ন মানসিকতার জন্য।

অনুপমা আর পাঁচটা মেয়ের মতো জীবনটা কাটিয়ে দিতে চায়নি, ওর জীবনের মূল্যবোধ একেবারে আলাদা। কলেজের সিনিয়র স্টুডেন্ট হীরেশ জীবনকে অন্যভাবে চেনাতে শিখিয়েছিল। এই বিশ্বময় অপরিচ্ছন্নতা, নারী নির্যাতন–নারী ধর্ষণ সামাজিক অবক্ষয়ে ক্লেদাক্ত জীবনে ক্লান্ত হীরেশ চেয়েছেল একটু রোদ্দুর হয়ে উঠতে। তখন থেকেই হীরেশ অনুপমার পছন্দের মানুষ হয়ে উঠেছিল। বাস্তব জীবনেও অনুপমা যখন কোন সঙ্কটে পড়ে তখন হীরেশকেই মনে মনে কল্পনা করে সঙ্কটের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে আসার পথ খোঁজে। এই বাস্তব ও কল্পনার মিশেলেই গড়ে উঠেছে এই নাটক। দেখাই যাক না আজকের অনুপমারা সেকালের অনুপমাকে দেখে কতটা প্রেরণা পায়।

গল্পের প্রয়োজনে অনেক চরিত্রই হয়ত নাটকে আনতে হয়েছে। তবে মূল কেন্দ্রীয় চরিত্রদ্বয় অনুপমার ভূমিকায় অন্তিকা এবং হীরেশ এর চরিত্রে ইন্দ্রজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় অসামান্য মাত্রাজ্ঞানের পরিচয় দিল। বাবা সুখেন্দু চক্রবর্তী, মা মায়া ভট্টাচার্য এবং কাকা সমীর চন্দ সকলেই নিজদের চরিত্রের সীমাবদ্ধতায় যতটুকু সম্ভব করা যায় তার জন্য চেষ্টার কোনও কসুর করেননি। পুরোহিত চরিত্রে পরিমল রায় নজর কাড়বেন। দেব কুমার বাবুর কোরিওগ্রাফি মন্দ নয়। অজিতাভ–র ভিডিও গ্রাফিক্স নাটকের পরিবেশ রচনায় সাহায্য করেছে।

ইন্দ্রজিৎ–এর সম্পাদনা এপং নির্দেশনা আশা জাগিয়েছে। ভবিষ্যতে আরও ভাল কাজ দেখতে পাবো। নাটকটিকে আরও টাইট করার অবকাশ আছে। শান্তনু দাসের মঞ্চ ও সুদীপের আলো যথাযথ। আবহ আরও উন্নত করা যায়। প্রধানমন্ত্রীর স্বচ্ছ ভারত অভিযানের বার্তা দেখতে পেলাম।

পূর্বসিঁথি সারদা সেবা সংঘের অনুষ্ঠান

শ্রেয়সী ঘোষ

গত ৩১ জানুয়ারি বুধবার সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে পূর্বসিঁথি সারদা সেবা সংঘ তাদের ত্রয়োবিংশতিতম বার্ষিক উৎসবের আয়োজন করেছিল দুর্গামণ্ডপে। এই উপলক্ষে সন্ধ্যায় এক ধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই ধর্মসভায় সভাপতির পদ অলংকৃত করেন রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের সম্পাদক স্বামী পরমাত্মনন্দজী। তিনি তাঁর ভাষণে এই রকমের ধর্মসভার উপযোগিতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন বরানগর রামকৃষ্ণ মঠের স্বামী হরিদেবানন্দজী। তিনি তাঁর ভাষণে মহাপুরুষদের জীবন থেকে পরিপূর্ণ শিক্ষা নেওয়ার পরামর্শ দিলেন সবাইকে। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের স্বামী আত্মবোধানন্দজী। তিনি মায়ের জীবনের আদর্শ সবাইকে অনুসরণ করতে বললেন। অবশেষে গীতি আলেখ্য পরিবেশিত হল। গীতি আলেখ্যর নাম— ''জগজ্জননী সারদামণি''। পরিবেশন করলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক ও চলচ্চিত্রাভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ। তিনি মায়ের জীবনের নানাদিক যেমন তুলে ধরলেন, তেমনি শোনান বেশ কিছু গান।

যে গান গুলির মধ্যে ছিল 'বৈকুণ্ঠ হতে লক্ষ্মী এল', 'মা এসেছে মোদের কি আর ভাবনা ভাই', 'একবার বিরাজ গো মা', 'শ্যামা মা কি আমার কালো', 'মন রে কৃষি কাজ জানোনা', 'যতনে হৃদয়ে রাখো আদরিনী শ্যামা মাকে', 'মা গো আনন্দময়ী নিরানন্দ কোরো না', 'হরেকৃষ্ণ নাম দিল প্রিয় বলরাম', 'পাখি তুই ঠিক বসে থাক' প্রভৃতি গান গুলির শিল্পীকে তবলা ও খোলে সহযোগিতা করেন সুকমল দাস, পার্কাসনে অরুণ দত্ত। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদিকা প্রফুল্ল বসু। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কাজটিও তিনিই করলেন, অঙ্কন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের যেমন পুরস্কৃত করা হয়েছে তেমনই ক্যারাটে প্রশনীরও আয়োজন ছিল এই ধর্মসভার মধ্যে।

ইসামনের সাহিত্য সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেশ কয়েকমাস হয়ে গেল ইসামন সাহিত্য পত্রিকার সাহিত্যের আসর বসে গড়িয়ায় আজাদ হিন্দ পাঠাগারের সভাঘরে। কবি, লেখকদের উপচে পড়া ভিড়ে (উপস্থিতির সংখ্যা ৫০ ছাড়িয়ে গেল) বুঝিয়ে দিল 'আপন ভোলা, হেঁয়ালি ভরা কবিতা ও গানে' সমৃদ্ধ ইসামন পত্রিকার সম্পাদক সুবীর সরকারের লিটল ম্যাগাজিন জগতে জনপ্রিয়তার কথা– অভিনন্দন সুবীর সরকার! আর এর পরেই যাঁকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাতে হয় তিনি হলেন এদিনকার আসরের সঞ্চালিকা সুমিতা চক্রবর্তীকে। যিনি কিছু পাঠ করলেন না শুধু নানান জনের নানান সাহিত্য, গান, ভাষণ, আবৃত্তির পরিবেশন সুচারু ভাবে বেঁধে রাখলেন 'কথায় কথায়'...

সুবীর সরকারের স্বাগত ভাষণের পরে উদ্বোধনী সঙ্গীত, 'হিমের আভাষে'র যথাযথ পরিবেশন করলেন সঙ্গীত শিল্পী কবি গৌতম পলমল। এর পরেই ছিল মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্ট জনের হাতে পুষ্প স্তবক তুলে দেওয়ার পর্ব (সঞ্জীব কুমার রাহা, সমীর কুমার রায়, নির্মাল্য ভট্টাচার্য, রবীন রায় প্রমুখ মঞ্চ অলংকৃত করেন)।

এদিন আসরে হাবিবুর রহমানের প্রথম উপন্যাস 'বিনি সুতোয় গাঁথা মালা' বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটল।

লেখকের সাথে সকলের পরিচয় করিয়ে দিলেন সুবীর সরকার। বইটি নিয়ে আলোচনা করলেন রবীন রায় (আজাজ হিন্দ পাঠাগারের সম্পাদক)। 'লেখক নিজেও বইটি লেখার পিছনের ইতিকথা সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করলেন। সংগঠনের তরফে লেখককে 'সম্মাননাও জানানো হল। এদিন বিশিষ্ট কবি সুবল চন্দ্র দত্তর রচনা নিয়ে আলোচনা করলেন আর এক বিশিষ্ট কবি শঙ্কর ব্রহ্ম। সুবল চন্দ্রের 'জন্মমাস' কবিতাটি পড়লেন শঙ্কর ব্রহ্ম। মঞ্চে উপবিষ্টরা এদিন বাংলা ভাষা চর্চা নিয়েই সমৃদ্ধ ভাষণ দেন। সঙ্গীত শিল্পী শিবুলাল শীল ভাটিয়ালি গানের সুরে আসর মাতালেন। রীতা দাশগুপ্তর 'শিশুকণ্ঠে' 'শপথ করো' গান সকলের মন ছুঁলো। তবে গানে আসরকে অতি উজ্জ্বল করলেন ইন্দ্রাণী বোস, 'ডুব ডুব ডুব ডুব সাগরে' গানটির পরিবেশনের মাধ্যমে। ভালো লাগলো 'শিব শঙ্কর দাসের পরিবেশনায় 'মানুষ মানুষের জন্যে'। আজাদ হিন্দ পাঠাগারের প্রাক্তন সম্পাদক নির্মাল্য ভট্টাচার্যের আজাদ হিন্দ পাঠাগারের গড়ে ওঠার 'ইতিহাস' ভালো লাগলো সকলের। এদিন যাঁদের কবিতা এই প্রতিবেদকের ভালো লাগলো তাঁরা হলেন (তরুণ) কবি তপন মাইতি ('হেমন্তের কবিতা'– রোম্যান্টিক কবিতা), (অতি বরিষ্ঠ) কবি নরবাহাদুর লামা ('আকাশ'), (প্রতিষ্ঠিত) কবি ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত (গাছ, নদী), কবি সুশীল দাস (দুটি মন), দীপক মুখোপাধ্যায় (স্বপ্নের ব্রত কথা– গভীরভাব সমৃদ্ধ রচনা), (প্রতিষ্ঠিত) কবি সুজিত সরকার (রাবণের চিতা– বর্তমান সমাজের অবক্ষয়ের ছবি), স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায় (রাজস্থানে বৃষ্টি), ইলা দাস (জীবনের মাঝে, শিবির– জীবনকে ছোঁয়া গভীরতায় সমৃদ্ধ কবিতা) প্রমুখ।

তবে এদিন আসরে সেরা রচনার কাল্পনিক 'গোল্ড মেডেল' অর্জন করলেন উদয় চক্রবর্তী– তাঁর দুর্দান্ত ব্যাঙ্গাত্মক হুল্লোর তোলা রম্যরচনা 'আমি' শুনিয়ে (এটি বারবার শুনতে চান এই প্রতিবেদক বিভিন্ন আসরে)।

ভালো লাগলো না সাহিত্য সংস্কৃতির আসরে ব্রাদার অ্যান্ড্রু ও সুধাংশু গোস্বামীর ধর্মকেন্দ্রিক ভাষণ/নিবন্ধ, 'সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের কথা থাকলেও...

আসর শুরু হওয়ার আগে জনৈক কবি/সাহিত্যিক/সঙ্গীত শিল্পীর বাঁশীবাদন আসরকে বড় উজ্জ্বল করে তুলল... এদিন 'কিছু কিছু ব্যক্তিকে সম্মান সূচক কলম সেট উপহার দেওয়া হল। বাচিক শিল্পী রূপা মণ্ডলের প্রথম পরিবেশন শ্রীজাতর কবিতা 'আমি একটা তুই চাই' কিছুটা হলেও ছিল কৃত্রিম পরিবেশন; তবে তাঁর দ্বিতীয় পরিবেশন শুভ দাশগুপ্তর কবিতা 'জন্মদিন' এককথায় সকলের হৃদয়ে অনুরণন তুলল অভিনন্দন।...

সুবীর সরকারকে অভিনন্দন সার্বিকভাবে এক উজ্জ্বল সাহিত্য সংস্কৃতির উজ্জ্বল সন্ধ্যা আসরে আমন্ত্রিত সকলকে উপহার দেওয়ার জন্যে...

বাগনানের প্রজাতন্ত্র দিবস ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

মধুসূদন বাগ, বাগনান : সম্প্রতি ২৬ জানুয়ারি বাগনান থানার খাজুটি গ্রামে বেশ আড়ম্বরপূর্ণভাবে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান সংকটময় পৃথিবীতে যুদ্ধ। সন্ত্রাস ও হিংসার কারণে যে সমস্ত মানুষ তাদের মূল্যবান প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন সেই সকল শহিদ ব্যক্তিদের আমরা শান্তি কামনা করে এবং সকল যুদ্ধ বিদ্বেষ দুর্ঘটনা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে ও সকল বিশ্ববাসীদের ভ্রাতৃত্বের আলিঙ্গনে আবদ্ধ করার জন্য ''মোজাদ্দেশীয়া অনাথ ফাউন্ডেশন''–এর খাজুটি শাখা কমিটির উদ্যোগে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। জাতীয় পতাকা ও ফাউন্ডেশন–এর পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কবি সিরাজুল ইসলাম, কবি ও সাংবাদিক মধুসূদন বাগ, সংগীত শিল্প সনৎ দত্ত, সমাজসেবী সারাফত মল্লিক, কাজী খোরসেদ আলি, সম্পাদক ইব্রাহিম মল্লিক, সভাপতি হাজি আসরফ মল্লিক, সঞ্চালক ও কর্মকর্তা শেখ আনিস ও অন্যান্য গুণীজন। দেশপ্রেম ও প্রজাতন্ত্র দিবসের তাৎপর্য আলোচিত হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন রাজ্যস্তরের বিভিন্ন সংগঠনের ছাত্রনেতা ও সাহিত্যিক প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল– বসে আঁকো। আবৃত্তি, বক্তব্য ও কুইজ প্রতিযোগিতা। প্রায় দুশো ছাত্রছাত্রী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। বিশাল জন সমাগমের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান অতি মনোরম হয়। সুন্দর ও সার্থক হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

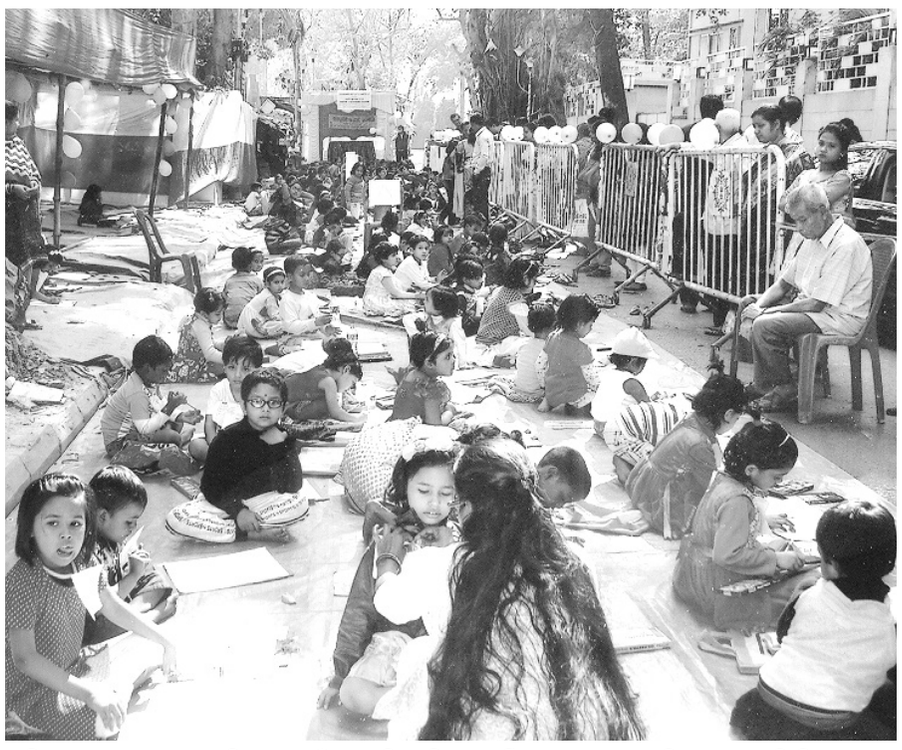

আলিপুর তরুণ দলের বাৎসরিক বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ২৮ জানুয়ারি ২০১৮। ৪টি বিভাগে প্রায় ২০০ জন শিশু অংশগ্রহণ করে। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, ৭৪ নং ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি দেবলীনা বিশ্বাস ও অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

রঙ বেরঙ/অজানা টান

ওদের মধ্যে অনেকেরই রঙের কোনো বিশেষ নাম জানা নেই, আছে শুধু অনুভব। এই অনুভবকে সঙ্গী করে সম্প্রতি ঠাকুরপুকুর কবরডাঙা অঞ্চলে আনন্দপল্লীর নালন্দা বিদ্যাপীঠ–এর প্রাঙ্গনে মিশনারিজ অফ দ্যা ওয়ার্ডের সহযোগিতায় নির্মল নিকেতন আয়োজন করেন একটি আর্ট মেলার। স্থানীয় তিনটি স্কুলের ছেলেমেয়েদের সাথে এই প্রতিষ্ঠানের প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেয় এই মেলায়। শারীরিক ও মানসিক ভাবে পিছিয়ে পা। ছেলেমেয়েরা ও তাদের পরিবার যাতে কোনোরূপ হীনমন্যতায় না ভোগেন তার জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া বলে মনে করেন দুই প্রধান সুজিত সেনগুপ্ত ও ব্রাদার জেভিয়ার।

গোবরডাঙা রঙ্গ মহোৎসব '১৮

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা গোবরডাঙার আয়োজনে রঙ্গ মহোৎসব সূচনা হবে ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ থেকে চলবে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত। সরকারপাড়া আদিবাসী ক্লাবের সন্নিকটে মুক্তধারা মঞ্চে। চারদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে এক ডজন নাটক উপস্থাপিত হবে। এছাড়াও ২৫ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ১০টা থেকে নিবেদিতা শিশু তির্থে থাকছে 'এই সময়ের শৈশব ও শিশুরা' শীর্ষক এক সেমিনার। বক্তব্য রাখচেন পিনাকী গুহ, অভীক ভট্টাচার্য ও শান্তনু দে এছাড়াও প্রত্যেকদিন বিকেল ৩টে থেকে ৬টা বিভিন্ন দিনের আড্ডায় থাকছেন নবীন–প্রবীণ শিল্পীরা। নাটক, পুতুল নাটক, মূকাভিনয়, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, স্কুল শিশুদের নাটক, সাঁওতাল নৃত্য ছাড়াও থাকছে আরও অনেক কিছু। এই অনুষ্ঠানে সকলের সাদর আমন্ত্রণ।

বিবেকানন্দ আদর্শ মিলন মন্দিরের বার্ষিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি রাসবিহারীতে অবস্থিত মুক্তাঙ্গন রঙ্গনালয়ে হরিদেবপুরের বিবেকানন্দ আদর্শ মন্দিরের ৩১তম বার্ষিক সাংস্কৃতিক ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী যুবসম্মেলন কলকাতা জেলা সমিতির সহসভাপতি গৌতম দাস, এছাড়াও বিশেষ অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন মীরা মজুমদার। অনুষ্ঠানের শুভ শুচনা হয় সংস্কৃত স্তোত্র পাঠের মাধ্যমে। তারপর উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর স্বাগত ভাষণ, অতিথিদের ভাষণ সকলের মন জয় করে। তারপর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের শেষে বিচিত্রা অনুষ্ঠান ও নাটকের মাধ্যমে এদিনের সন্ধ্যা মুখরিত হয়ে ওঠে, সমাপ্তি সঙ্গীতের মাধ্যমে শেষ হয় অনুষ্ঠান।

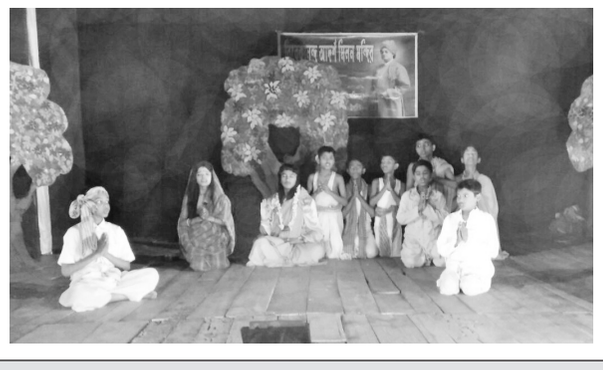

নন্দনে মানস কুমার মণ্ডলের গল্প–গ্রন্থ প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২রা ফেব্রুয়ারি ২০১৮, শুক্রবার নন্দন–৪ এ যাদবপুরের প্রিয়শিল্প প্রকাশন ও কবিমন পত্রিকার যৌথ উদ্যোগে এক মনোজ্ঞ সাহিত্য সন্ধ্যার আয়োজন হয়েছিল। এদিনের মূল আকর্ষণ ছিল মানস কুমার মণ্ডলের গল্প সংকলন সত্তর–আশির গল্প বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ।

অনুষ্ঠান সন্ধ্যায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশিষ্ট নাট্যকার চন্দন সেন, কবি ও প্রাবন্ধিক কমল তরফদার এবং সাহিত্যিক চন্দন চক্রবর্তী। বইটি নির্মাণের প্রাক–প্রস্তুতির কথা শোনালেন প্রিয়শিল্প প্রকাশনার কর্ণধার মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন লেখক–পত্নী রমা মণ্ডল। স্বরচিত গল্প পাঠ করে শোনালেন চন্দন চক্রবর্তী। অনবদ্য আবৃত্তি করলেন অচেনা মণ্ডল। পেশার জীবনে প্রাক্তন রাজ্য–সরকারি অফিসার তপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন লেখক তথা প্রাক্তন সহকর্মী মানস মণ্ডলের সাথে ওঁর দীর্ঘ আলাপের কথা। সরকারি অফিসারদের কর্মজীবনের প্রতিটি দিনই গল্পের চেয়েও নাটকীয়, অভাবিত ও রোমাঞ্চকর ঘটনাবহুল যাতে অসংখ্য গল্পের উপাদান মজুত থাকে। আগামী দিনে জীবনের বড় ক্যানভাস অর্থাত উপন্যাসের প্রস্তুতি নেওয়ার পরামর্শও তপন বাবু দিলেন। বিশিষ্ট নাট্য–ব্যক্তিত্ব চন্দন সেন লেখকের দেখার চোখের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। মূলত সত্তর ও আশির (১৯৭০ – ১৯৯০) দশকের পটভূমিকায় রচিত ১৭টি গল্প নিয়ে গড়া সংকলনটি থেকে বাছাই কয়েকটি গল্প (শ্রীপতি হাজরা, বাতাসী, ঘন সন্নিবিষ্ট ছায়াগুলি, বিশ্বনাথের রিক্সা, দেশলাইয়ের উত্তাপ) বিশেষ ভাবে আলোচনা করলেন কবি কমল তরফদার।

গল্পের চরিত্রদের মুখে আঞ্চলিক কথ্য ভাষা–প্রয়োগে লেখকের অভিজ্ঞতা ও মুন্সীয়ানার কথাও উল্লেখ করলেন কমল বাবু। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন আলিপুর বার্তা, বর্তমান প্রমুখ সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পান্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র–৮১১৬৪৮৭০৪৬

প্রোটিয়াদের হোয়াইট ওয়াশে টিম কোহলি

অরিঞ্জয় মিত্র

ঠিক যেখান থেকে তৃতীয় টেস্ট জয় দিয়ে শুরু করেছিল ভারত ঠিক সেটাই যেন আরম্ভ হল একদিনের সিরিজেও। যার দৌলতে ৬ ম্যাচের সিরিজের প্রথম ২টি ম্যাচ জিতে ভারত এখন চালকের আসনে। ভারতীয় সমর্থক থেকে টিম ম্যানেজমেন্ট সবাই এখন আপশোস করছেন এই ভেবে যে, কেন টেস্ট সিরিজের আরেকটু আগে সেদেশে এল না ভারতীয় দল। তাহলে রপ্ত হওয়ার ভরপুর সুযোগ পাওয়া যেত। যার ফলে সেদেশের বাউন্সি পিচ ও সুইং বোলিংয়ের মোকাবিলা করা খুব সহজ-সাবলীল হয়ে উঠত। এই যে টেস্ট সিরিজে ১-২ হারতে হয়েছে সেই ফলটাই হয়তো উলটে যেত, বা ৩-০ হত ভারতের পক্ষে। তবে এটাও ঠিক টেস্ট সিরিজে প্রোটিয়া ব্যাটিংয়ের দুই স্তম্ভ অধিনায়ক ফাফ ডুপ্লেসি ও ডিভিলিয়ার্স চোটের জন্য একদিনের সিরিজে দলে নেই। এর খানিকটা সুযোগ নিঃসন্দেহে পাচ্ছে টিম ইন্ডিয়া। তা বলে অবশ্য কোহলি বাহিনীর কৃতিত্বকে খাটো করা যাবে না। নিজে শতরান-সহ রানের বন্যা তুলে যেভাবে বিরাট নজির গড়ে তুলেছেন তা ভারতীয় দলকে প্রথম থেকেই আলাদা জায়গা দিতে শুরু করেছে।

এর সঙ্গে টেস্ট সিরিজে অফ ফর্মে থাকা শিখর ধাওয়ান-রোহিত শর্মারা ফর্ম ফিরে পাওয়ায় আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে ভারতীয় ব্যাটিং। যদিও টিম ইন্ডিয়াকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলেছেন দলের রিস্ট-স্পিনার যুগল চহ্বাল ও কুলদীপ যাদব। অতীতে কব্জির মোচড়ে রান করতে দেখা যেত আজহার, লক্ষ্মণ ও বর্তমান ভারতীয় টিমের চিফ কোচ রবি শাস্ত্রীকে। কিন্তু কব্জিকে কাজে লাগিয়ে স্পিনিংয়ের যে তুর্কী নাচন এই যজবেন্দ্র চহ্বাল ও কুলদীপ যাদব দেখাতে শুরু করেছেন তা ভারতীয় বোলিং অ্যাটাককে রীতিমতো অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছে। বিদেশের মাটিতে এভাবে ভারতীয়রা যে স্পিন-রাজ করবেন তা ভাবতেই অবাক লাগছে। প্রোটিয়ারা এই রহস্যময় বোলিংয়ের ছলাকলা বুঝতে না পেরে অসহায় আত্মসমর্পণ আরম্ভ করেছেন। যেভাবে খেলছে এই দল তাতে সিরিজে

হোয়াইট ওয়াশ করা যাবে কিনা দক্ষিণ আফ্রিকাকে সেটাই এখন মূল ফোকাসে।

টেস্ট সিরিজে সর্বোচ্চ রানকারীর শিরোপা ইতিমধ্যেই বিরাটের মাথায় উঠেছে। একদিনের সিরিজেও সেই তকমা পাওয়ার পথে ভারত অধিনায়ক, এছাড়াও অজিঙ্কে রাহানে, চেতেশ্বর পূজারা, মুরলি বিজয়, হার্দিক পাণ্ডিয়াও দলের প্রয়োজনে ভালো ব্যাট করেছেন। তবে দেশের পিচে সফল রোহিত শর্মা বা শিখর ধাওয়ানরা সেভাবে কোনও দাগ কাটতে পারেন নি এই সিরিজে। বিদেশের বাউন্সি পিচে সাফল্য পাওয়ার জন্য যে টেকনিকের প্রয়োজন সেটাই সবার মধ্যে নজরে পড়েনি। এখন ভারতীয় দলের টেকনিক যেন দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে একদিনের সিরিজে। বিদেশের মাটিতে যে শারীরিক ভঙ্গিমা দেখা যেত অতীতের সফরকারী ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে তা ছিল বিপক্ষের কাছে নাস্তানাবুদ হওয়া আর কাতরতায় ভরপুর। সেটাই যেন ম্যাজিকের মতো উধাও এই টিম বিরাটের মধ্যে। নিজে যেমন নিয়ম করে বড় রান করছেন, পুরো দলকে তেমন চাগিয়ে তুলছেন কোহলি।

আগামী বছর ক্রিকেট বিশ্বকাপের আগে এই একদিনের সিরিজে অনেক পরীক্ষানিরীক্ষাও সেরে নিতে পারছে টিম ম্যানেজমেন্ট। তবে চহ্বাল ও যাদবরা যে ভেলকি দেখাতে শুরু করেছেন তাতে ফিট হওয়ার পর স্পিনিং ব্রিগেডে অশ্বিন ও রবীন্দ্র জাদেজা কিভাবে জায়গা পান সেটাও বড় প্রশ্ন হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে অশ্বিন ও জাদেজা শুধু তার বোলিংয়ের জাদুর জন্য নন, অসাধারণ ব্যাটিং প্রতিভার জন্যও ভারতীয় দলে একরকম অলরাউন্ডারের মর্যাদা পেয়েছেন। ভারতীয় ম্যানেজমেন্টের পক্ষে বিশ্বকাপে তুরুপের তাস হয়ে উঠতে পারেন হার্দিক পাণ্ডিয়াও। হার্দিক যে দুর্ধর্ষ অলরাউন্ড এবিলিটি দেখাচ্ছেন তা গোটা দুনিয়ার ক্রিকেট মহলে আলোচিত হচ্ছে। এর সঙ্গে অজিঙ্কে রাহানে, ধাওয়ান ও রোহিত শর্মারাও হয়ে উঠতে পারেন এই দলের সম্পদ।

ঘরের মাঠে বাঘ যেন বাইরের মাঠে নেহাত গোবেচারা কোনও জীব। ভারতীয় ক্রিকেট টিম সম্পর্কে বহুদিন ধরেই এই প্রবাদ চালু আছে। এই অপবাদ হজম করতে হয়েছে গাভাসকার, কপিলদেব, আজহার, শ্রীকান্ত,শচীন, সৌরভ, রাহুল দ্রাবিড় মায় মহেন্দ্র সিং ধোনিকেও। আগের দিনের ক্যাপ্টেনদের এমন অনেক মন্তব্য শুনতে হয়েছে, যা তুলে ধরে বিদেশের মাটিতে তাঁরা আদৌ সফল হন নি। কথাটা যেমন পুরোপুরি সত্যি তা যেমন নয়, ঠিক তেমনই মিথ্যা বলে একে উড়িয়ে দেওয়াও সম্ভব নয়। এর আগে আজহারের আমলে বা তাঁর পূর্বসূরীদের অধিনায়কত্বকালে দেশের মাটিতে পাটা উইকেট বা ঘূর্ণী পিচে দেখা যেত ভারত সিরিজের পর সিরিজ জিতছে অবলীলাক্রমে। কিন্তু সেই একই দল যখন বিদেশ সফরে যাচ্ছে তখন তাঁদের কেমন যেন ল্যাজেগোবরে অবস্থা হত। এই প্রবণতা প্রথমবার ঘুরতে শুরু করে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের আমলে। আর কোহলির আমলে তা যে বিরাট মহিমা লাভ করেছে তা বলাইবাহুল্য।

জেলাজুড়ে বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩০ জানুয়ারি বীরভূম আন্ত:জেলা এমএসকে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল সিউড়ি ডিএসএ মাঠে। প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রতিযোগিতার সূচনা করেন জেলাপরিষদ সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরী। সভাধিপতি বলেন, 'জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের উৎসাহী ছেলেমেয়েরা এই খেলায় অংশগ্রহণ করেছে দেখে ভালো লাগছে। এরা আরও এগিয়ে যাক এই কামনা করছি।' জামরান্দ স্কুলপাড়া সার্বজনীন সরস্বতী পুজো কমিটির উদ্যোগে ২৪ এবং ২৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার 'পুরস্কার ও শংসাপত্র' এবং দু:স্থ ব্যক্তিদের কম্বল বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সদস্য মিঠু বাউড়ী, মোহনলাল পান, বিমলাংশুশেখর চক্রবর্তী, শিশির পান, সমীরচাঁদ লাহা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে সঞ্চালনা করেন সমাজসেবী রাজীব পান। আলু দৌড়, অঙ্ক দৌড় প্রভৃতি ইভেন্ট সহ ৩১ জানুয়ারি লোহাপুর এমআর উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত হল বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লোহাপুর এমআর উচ্চবিদ্যালয়ের বাংলা শিক্ষক গোপালচন্দ্র দাস।

আদিবাসী ক্লাবের পুরুষ-মহিলা ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'নলবুনা সিতুলা জৌয়ন জিয়েড় ঝারনা' আদিবাসী ক্লাবের উদ্যোগে ২৩ - ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত কেলোডিহি খন্নাডিহি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত ফুটবল প্রতিযোগিতায় ১৬টি আদিবাসী পুরুষ মহিলা দল অংশগ্রহণ করেছিল। পুরুষবিভাগের ফাইনালে ট্রাইব্রেকারে কচুজোড় নতুনপল্লীকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান হয় সদাইপুর বিশ্বজিৎ একাদশ। মহিলা বিভাগের ফাইনালে ট্রাইব্রেকারে রাজনগর মাচানতলীকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় সদাইপুর বেলডাঙা। বিজয়ী দলকে নগদ ১০ হাজার টাকা, ট্রফি এবং বিজিত দলকে ৭ হাজার টাকা, ট্রফি দেওয়া

হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজনগর ব্লক বিডিও দীনেশ মিশ্র, পঞ্চায়েতসমিতির সভাপতি সুকুমার সাধু, ভবানীপুর গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান বামাপদ ঘোষ সহ এলাকার বিশিষ্টজনেরা। ক্লাব সম্পাদক পরমেশ্বর মাড্ডি বলেন, 'মানুষকে আনন্দ দিতে এবং সেইসঙ্গে নতুন প্রতিভাবান খেলোয়াড় তুলে আনতে বিগত ছ'বছর ধরে ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছি।' পঞ্চায়েতসমিতির সভাপতি বলেন, 'এখানে এসে এবং এদের খেলা দেখে খুবই ভালো লাগল আমি এদের সবরকম সাফল্য কামনা করি।' চূড়ান্ত খেলা দেখতে মাঠে হাজির ছিল আশেপাশের বহু ক্রীড়াপ্রেমী পুরুষ মহিলা দর্শক।

ক্যারাটেতে অদ্বিতীয়া শর্মিষ্ঠা

রিম্পি ঘোষ: উত্তরপাড়া ভদ্রকালীর মহিলা ক্যাম্পের বাসিন্দা শর্মিষ্ঠা দেবনাথ। ক্যাম্পে অ্যাসবেস্টের চাল দেওয়া দুটি ঘরে মা, দিদি, দিদির আটমাসের সন্তান

ও ছোট ভাইকে নিয়ে অভাব - অনটনের সংসার শর্মিষ্ঠার। মা রেবা দেবনাথ গৃহবধূ, তিনি অসুস্থ, কোমরের হাঁড়ভাঙা। বাবা সমীর দেবনাথের ছোট রুটির দোকান ছিল। তিনি মাছ ছয়েক হল মারা গেছেন। ভাই সৌরভ দেবনাথ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। দিদি সুস্মিতা দেবনাথ একটি বেসরকারী সংস্থায় কর্মরতা। তাঁর একটি আটমাসের শিশুপুত্রও রয়েছে। নাম প্রদ্যোৎ দত্ত। বছর উনিশের শর্মিষ্ঠা উত্তরপাড়ার পারমার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতেন। কিন্তু আর্থিক অভাবের কারনে মাঝপথেই তিনি পড়াশোনা ছাড়তে বাধ্য হন। প্রাইভেটে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেন তিনি। এই উনিশ বছর বয়সেই তিনি জীবনে অনেক ওঠাপড়া দেখেছেন। ছাত্রাবস্থায় বিদ্যালয়ে ক্যারাটে প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নিয়ে তিনি অনুপ্রাণিত হন। তারপরেই তিনি কোন্নগর যুবক সংঘে ভর্তি হন ক্যারাটে শেখার জন্য। কোন্নগর কানিনজুকো শটোকান ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দার ও মৌমিতা চক্রবর্তীর প্রশিক্ষণে ২০১৩ সালে ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় ব্রোঞ্জ ও কুমিতে সোনা জিতে সাড়া ফেলে দেন শর্মিষ্ঠা।

মাত্র প্রায় পাঁচ বছরের প্রশিক্ষণেই ২০১৪ সালে হুগলি জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কুমিতেতে রূপো, হাওড়ায় আয়োজিত ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় টিম কাতায় ব্রোঞ্জ (২০১৪ সাল), ভদ্রেশ্বরে আয়োজিত জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতেতে সোনা ও কাতায় রূপো (২০১৪ সাল), হাওড়া জেলা ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় ব্রোঞ্জ ও কুমিতেতে সোনা (২০১৪ সাল),জাতীয় স্তরে আয়োজিত ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতেতে সোনা ও কাতায় রূপো (২০১৪ সাল), পরের বছর নবগ্রাম যুবক সংঘে আয়োজিত পঞ্চায়েত স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় ব্রোঞ্জ, ২০১৬ সালে জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতেতে সোনা, ২০১৭ সালে জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতেতে সোনা ও কাতায় রূপো ইত্যাদি অসংখ্য পদক ঠাঁই পেয়েছে শর্মিষ্ঠার ঝুলিতে।

রাজ্য স্তরের বেল্ট পরীক্ষাতেও বিজয়ী হয়ে পিওর ব্রাউন বেল্ট লাভ করেন তিনি। ভবিষ্যতে এই ক্যারাটেকে আঁকড়ে ধরেই স্বনির্ভর হতে চান শর্মিষ্ঠা।

পাণ্ডুয়ায় ফুটবল উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফুটবলের প্রসারে গত এক দশকের বেশি সময় ধরে নিরবিচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে চলেছে পাণ্ডুয়া ফুটবল আকাডেমি। হুগলির পাণ্ডুয়ার সমস্ত পঞ্চায়েত এলাকা জুড়ে খেলাধুলা তথা শরীরচর্চা নিরলসভাবে সচেষ্ট রয়েছে। এই প্রশিক্ষণ শিবির পাণ্ডুয়া ফুটবল আকাডেমির পরিচালনায় রজত জয়ন্তী বর্ষে আমন্ত্রণমূলক স্বর্গীয় বিজয় কৃষ্ণ সাঁই স্মৃতি চ্যালেঞ্জ উইনার্স কাপ এবং সন্ধ্যারাণী চন্দ্র রানার্স ট্রফি ফুটবল প্রতিযোগিতায় মোট ৮টি দল নিয়ে একমাস ব্যাপী তাদের মাঠে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। রবিবার ফাইনালে মুখোমুখি হয় কলকাতার সিসিএফসি ও শ্যামনগর তরুণ সংঘ। ফাইনালে খেলাটি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়। খেলার ফলাফল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১-১ গোলে অমীমাংসিত থাকে। সিসিএফসি হয়ে গোল করেন রাহুল রায়। অপরদিকে তরুণ সংঘের জগন্নাথ ওঁরাও গোল করে সমতা ফেরান। শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকার শ্যামনগর ৩-২ গোলে সিসিএফসিকে পরাজিত করে জয়ী হয়। এদিন মাঠ ভর্তি দর্শক থাকায় খেল উত্তেজনা ছিল যথেষ্ট। স্থানীয় ভারতের প্রাক্তন ফুটবলার সৈয়দ রহিম নবি, তারক চন্দ্র কর, ক্লাব যুগ্ম

সম্পাদক সঞ্জয় নন্দী, অশোক শী, সভাপতি বাসুদেব প্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে ছিল। খেলাটি পরিচালনা করেন বিশ্বনাথ রায়। খেলার শেষে তরুণ সংঘকে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি এবং রানার্স সিসিএফসিকে স্মারক কাপ সহ যথাক্রমে ২০ হাজার টাকা এবং ১৫ হাজার টাকা নগদ আর্থিক পুরস্কার প্রদান করা হয়। ফাইনালে পুরস্কারের ছড়াছড়ি ছিল। এই ফাইনাল ম্যাচ উপলক্ষে মাঠে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন জনপ্রিয় ফুটবলার শ্যাম থাপা, মনোজিৎ দাস, জামশিদ নাসিরি এবং বর্ষীয়ান কোচ মুরারী সুর। এই মেলায় নিখুঁত ধারাভাষ্য দেন নির্মাল্য দে।

প্রতিবন্ধকতা জয় করে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন গ্র্যান্ড মাস্টার হওয়া যুধাজিৎ

মলয় সুর : পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে প্রতিভার অভাব নেই। অভাব যেটা আছে সেটা প্রতিভা বিকাশের। এই মুহূর্তে বাংলার দাবায় অসংখ্য সাফল্যের অধিকারী প্রতিবন্ধী যুধাজিৎ দে। প্রায় ছ'বছর বয়স থেকেই দাবায় যুধাজিৎকে হাতে খড়ি দেন তাঁর মা রুমা দেবী। উত্তরপাড়া শখেরবাজার এলাকার বাসিন্দা যুধাজিৎ। জন্মের পর থেকেই চোখের রেটিনা শুকিয়ে যাওয়ার জন্য দুটো চোখেই একদম দেখতে পায় না। তবুও সমস্ত প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করেই গত দশ বছর ধরে প্রতিবন্ধী দাবার আসরে খেলে আসছেন যুধাজিৎ। দাবায় যুধাজিৎ এর প্রথম সাফল্য আসে জেলাস্তরে। পরে রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে। সে ১৫ বার বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হয়ে চমকপ্রদ সাফল্য পেয়েছেন দেশ-বিদেশে। সদ্য হরিয়ানা আম্বালা কেন্টে অনুষ্ঠিত ন্যাশানাল 'বি' দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় যুধাজিৎ ৯ রাউন্ডে ৬.৫ পয়েন্টে ১৪ র‍্যাঙ্কিং হয়। সে ২০১৬তে উত্তরপাড়া ইগনু থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে। ২০১৫ সালে আগস্ট মাসে আন্তর্জাতিক ওয়ার্ল্ড জুনিয়র দাবা প্রতিযোগিতায় ইউরোপের পাসপোর্ট ও ভিসা জোগাড় করতে দেরি হওয়ার জন্য যেতে পারেনি। ওই বছরই হায়দ্রাবাদে ন্যাশানাল ব্লাইন্ড দাবা প্রতিযোগিতায় র‍্যাঙ্কিংয়ে দ্বিতীয় স্থান পায়। আবার ২০১৫তে ডিসেম্বর মাসে কর্নাটকে উরুপীর মনিপাল, বিশ্ববিদ্যালয়ে পঞ্চম পজিশন হয়। সেই বছরেই মার্চ মাসে তামিলনাড়ুতে নাগের কোয়েলে চতুর্থ রাউন্ডে ৬ পয়েন্ট পায়। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালটা তার কাছে সোনালী বছর ছিল। তাঁরা যমজ দু'ভাই বড় যুধাজিৎ ও ছোট দীপ্তজিৎ। দুজনের চোখের সমস্যা রয়েছে। দীপ্তজিৎও দাবা খেলায় পারদর্শিতা লাভ করেছে। তাঁদের বাবা অরূপ দে ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। পুরো পরিবারটা দাবাড়ু বলা যায়। সেই কারণেই দাবার পারিবারিক পরিবেশের মধ্যেই দু'ভাই বড় হয়েছেন। ২০১৬ সালে ইস্টবেঙ্গল মাঠে প্রতিবন্ধী দাবা প্রতিযোগিতায় ৪ রাউন্ডে ৪টিতে জিতে অর্জন করেন প্রথম স্থান। তাঁর এই সাফল্যে প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী মদন মিত্র তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেন, যা পরিবারে বাড়তি তৃপ্তি এনে দেয়।

মাত্র কুড়ি বছরের যুধাজিৎকে আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখাচ্ছে গ্র্যান্ড মাস্টার হওয়ার। ২০১১তে জামশেদপুরে সবচেয়ে বড় ঘটনা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে উজ্জ্বলতম সাফল্য ছিনিয়ে এনেছিলেন অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পদকজয়ী মদন ভাগিয়েৎকে ৮ রাউন্ডে হারিয়ে দেয়। সেখানে আর্থিক পুরস্কার ও শংসাপত্র দেওয়া হয়। বর্তমানে তাঁর কোচ লাল্টু চ্যাটার্জির অধীনে দাবা খেলাটিকে সম্পূর্ণরূপে রপ্ত করে ফেলেছে যুধাজিৎ। ২০১২তে ওড়িশা ভুবনেশ্বরে দ্বাদশ স্থান পেয়ে ন্যাশানাল 'এ' গ্রুপে কোয়ালিফাই করেন। তাঁর আদর্শ দাবাড়ু গ্রান্ডমাস্টার বিশ্বনাথন আনন্দ। যুধাজিৎ অল্পবিস্তর ক্রিকেট নিয়ে খোঁজখবর রাখেন। এক সময় সে লিটল মাস্টার শচীনের ভক্ত ছিল। অপরদিকে ফুটবলে ছোট থেকেই প্রিয় ক্লাব মোহনবাগানের সমর্থক। এক কথায় বলা যায় স্বপনে শয়নে যুধাজিৎএর জীবনে একটাই রং সবুজ-মেরুন। সে মুম্বইয়ে আন্ধেরি স্পোর্টস কমপ্লেক্সে ন্যাশনাল 'এ' চেজ চ্যাম্পিয়নশিপ খেলতে ৩ ফেব্রুয়ারি উড়ে যাচ্ছেন।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

ম্যাজিক মোমেন্ট

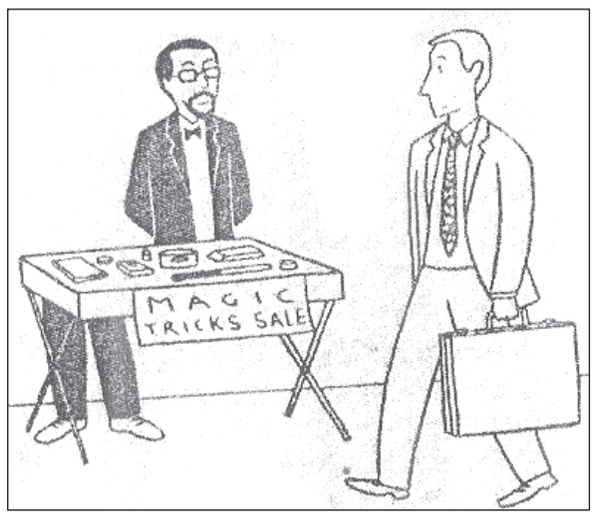

জাদুকর ফুটপাথে টেবিল লাগিয়ে জাদু সরঞ্জাম বিক্রি করছেন। পথচারিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে নিজে দু'টুকরো হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন!

(জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জাদুগ্রন্থাগার থেকে সংকলিত)

পায়ের পরমা, তৃতীয় শ্রেণি, নবচেতনা (চেতলা)

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com